পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
৬৩, নেতাজী সুভাষ রোড, জেশপ বিল্ডিং,
কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্মারক নং : ৪১৪৭/পি.এন./ও/ ১/৪এ-৪/০৬ তারিখ : ২০.০৯.২০১১

প্রেরক:
বরুণ কুমার রায়
সচিব,
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রাপক:

১. **সভাধিপতি**

২. **নির্বাহী আধিকারিক**

.. জেলা পরিষদ

বিষয়: জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

মহাশয়/মহাশয়া,

সাধারণ মানুষের স্বার্থে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জেলা পরিষদকে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে এই দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা পরিষদের মতো আপনাদের জেলা পরিষদও পালন করে এসেছে। এই দায়িত্ব আরও ভালোভাবে পালন করার জন্য জেলা পরিষদগুলিকে আরও শক্তিশালী ও জনমুখী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা দরকার।

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

শক্তিশালী জনমুখী প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার এই প্রক্রিয়ায় আমরা জেলা পরিষদগত ভাবে কতটা এগোতে পারলাম তা বোঝার একটি অন্যতম প্রধান উপায় হলো স্বমূল্যায়ন। চার বছর আগে এটি প্রথম শুরু হয় এবং গত চারবারে বিষয়টির তাৎপর্য উপলব্ধি করে জেলা পরিষদগুলি প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করেছিলেন। তার জন্য জেলা পরিষদগুলিকে অভিনন্দন জানাই। যে সমস্ত জনপ্রতিনিধি ও আধিকারিক এই প্রক্রিয়াটির তাৎপর্য বোঝাতে সাহায্য করেছেন অভিনন্দন জানাই তাঁদেরকেও। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রাজ্যের জেলা পরিষদগুলি এই প্রক্রিয়াটির মধ্যে দিয়ে গিয়ে নিজেদের শক্তি-দুর্বলতা চিহ্নিত করেছিলেন ও সেই সংক্রান্ত নম্বরগুলি আমাদের জানিয়েছিলেন।

গত পাঁচ বছরের মতো এবছরও জেলা পরিষদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে একত্র করে এই স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের মধ্যে রাখা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে যে প্রশ্নগুলি আছে বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে সেগুলির উত্তর লিখবেন। সেই উত্তর অনুযায়ী ঐ প্রশ্নে নিজেকে নম্বর দিতে হবে। কীভাবে নম্বর দেবেন তা বলা আছে প্রত্যেক প্রশ্নের 'নির্ধারিত নম্বরের ধরন'-এ। এছাড়াও যে প্রশ্নগুলিতে ব্যাখ্যা প্রয়োজন সেখানে প্রশ্নের পাশে ছোট হরফে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। উত্তর দেওয়ার আগে সেগুলি দেখে নিতে অনুরোধ করছি। এইভাবে নম্বর দিয়ে মূল্যায়ন করলে আপনারা ও আপনাদের সহকর্মীরা নিজেরাই বুঝতে পারবেন সবচেয়ে ভালো অবস্থায় (সর্বোচ্চ নম্বর) পৌঁছাতে এখনো কী কী ঘাটতি আছে। এই ঘাটতিগুলির কারণ খুঁজে বের করার জন্য প্রত্যেকটি প্রশ্নের সাথে 'ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ' বলে একটি কলম যোগ করা আছে। ভালো নম্বর কোনটিকে ধরা হবে তা আমরা ঠিক করে দিচ্ছি না। জেলা পরিষদ নিজেই ঠিক করবেন কোনটি ভালো নম্বর। একেকটি প্রশ্নে এই ভালো নম্বর এক এক রকম হতেই পারে। কোনো প্রশ্নে জেলা পরিষদ যে নম্বরটিকে ভালো নম্বর হিসাবে চিহ্নিত করেছেন সেই নম্বরের থেকে কম নম্বর পেলে তখন ঐ ভালো নম্বর না পাওয়ার কারণ চিহ্নিত করতে হবে। এই কারণ একটিও হতে পারে বা একাধিকও হতে পারে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের সাথে অনেকগুলি সম্ভাব্য কারণের তালিকা দেওয়া আছে। তার মধ্যে যেটি বা যেগুলি এই জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেটির বা সেগুলির বাঁদিকের ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে চিহ্নিত করতে হবে। যে কারণগুলি উল্লেখ করা আছে তার বাইরে অন্য কোনো কারণ হলে সেটিকে অন্যান্য কারণের স্থানে লিখতে হবে। এই প্রক্রিয়াটির মধ্যে দিয়ে গেলে বিভিন্ন বিষয়ে দুর্বলতার কারণগুলি চোখের সামনে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠবে। দুর্বলতার নির্দিষ্ট কারণগুলি চোখের সামনে থাকলে তবেই আগামী দিনে জেলা পরিষদের পক্ষে সেগুলিকে কাটিয়ে উঠে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আরও সক্রিয়, শক্তিশালী ও জনমুখী করে তোলা সম্ভব হবে। এছাড়া এই প্রতিবেদনে যে সমস্ত তথ্য আছে তা অন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে মিলিয়ে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সেইজন্য 'এক নজরে জেলা পরিষদ' শীর্ষক একটি ফর্ম রাখা হয়েছে ৫ পাতায়। এগুলিও যথাযথভাবে পূরণ করার অনুরোধ রাখি।

এইভাবে সবকটি প্রশ্নের মূল্যায়ন করলে বেশ কিছু ভাল বা শক্তির দিক যেমন বেরিয়ে আসবে তেমন কারণ সহ দুর্বলতার দিকগুলিও চিহ্নিত হবে। এই শক্তির দিকগুলি থেকে উৎসাহিত হয়ে আপনারা ভবিষ্যতে দুর্বলতাগুলি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে পারবেন। সেজন্যই এই মূল্যায়ন ◎ যা একমাত্র আপনারা তথা আপনাদের জেলা পরিষদই করতে পারেন শক্তি-দুর্বলতা চিহ্নিত করে নিজেকে উন্নত করার এই প্রক্রিয়ায় সামিল হয়ে ◎ তাই স্বমূল্যায়ন। এই মূল্যায়নের মাধ্যমে যে সামগ্রিক তথ্যভিত্তি তৈরি হবে তা আগামী দিনে আপনাদের জেলা পরিষদকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করার হাতিয়ার হিসাবে কাজ করবে। এছাড়াও এই প্রতিবেদনটি থেকে আপনাদের জেলা পরিষদের দুর্বলতার যে কারণগুলি বেরিয়ে আসবে, জেলা বা রাজ্য স্তর থেকেও সেগুলি দূর করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। বাস্তব অবস্থার সঠিক চিত্র পেলে তবেই ঘাটতিগুলি বোঝা যাবে তাই এই কাজটি সতর্কতা ও সততার সঙ্গে করা হবে বলে আশা করি। এর পাশাপাশি সমস্ত জেলা পরিষদের তথ্যগুলি সংকলিত হয়ে যখন একটি রাজ্যস্তরের তথ্যভিত্তি তৈরি হবে তখন তার থেকে রাজ্যের জেলা পরিষদগুলির একটি সামগ্রিক চিত্র বেরিয়ে আসবে যা আগামী দিনে গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করতে রাজ্য সরকারের নীতি নির্ধারণে সহায়তা করবে।

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

এই প্রতিবেদনটির বিভিন্ন বিষয় ২০১০-১১ আর্থিক বছরের কাজের ভিত্তিতে ৩১শে মার্চ, ২০১১ তারিখে (কোনো প্রশ্নে অন্য কোনো তারিখের উল্লেখ না থাকলে) জেলা পরিষদের অবস্থান ধরে পূরণ করতে হবে।

এই স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের প্রতিটি প্রশ্ন কোন স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত তা উল্লেখ করা আছে প্রত্যেক পাতার শেষ লাইনে। এগুলিকে একত্রিত করে সমগ্র প্রতিবেদনে এক-একটি স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারে মোট যে যে প্রশ্নগুলি আছে তা উল্লেখ করা আছে ৬০-৬১ পাতায়। প্রতিটি স্থায়ী সমিতি তার সভায় ঐ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনে উত্তর ও নম্বর দেবেন এবং ভালো নম্বর না পেলে তার কারণ উল্লেখ করবেন। তারপর দশটি স্থায়ী সমিতির দেওয়া উত্তর ও নম্বর এবং উল্লেখ করা কারণগুলিকে একত্রিত করে তার উপরে জেলা পরিষদের বর্ধিত সাধারণ সভায় (পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি [সভাপতির অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রতিনিধি] সহ জেলা পরিষদের সমস্ত সদস্য, সমস্ত স্থায়ী সমিতির সাথে যুক্ত সরকারি আধিকারিক ও জেলা পরিষদের কর্মচারীদের উপস্থিতিতে) সকলে মিলে আলোচনা করে এবং প্রয়োজনে সংশোধন করে চূড়ান্ত স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করবেন। দশটি স্থায়ী সমিতির সভায় ও বর্ধিত সাধারণ সভায় আলোচনা করে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পূরণ করা হয়েছে এই মর্মে প্রতিটি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ এবং নির্বাহী আধিকারিক ও সভাধিপতিকে ৬০-৬১ পাতার ফর্মে শংসাপত্র দিতে হবে সভার তারিখ সহ।

প্রতিবেদনটি দুটি কপিতে পূরণ করবেন এবং একটি নিজেদের কাছে রেখে অন্যটি **১৫ই ডিসেম্বর, ২০১১** তারিখের মধ্যে মহাধ্যক্ষ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, পশ্চিমবঙ্গ-এর কাছে জমা দেবেন।

প্রতিবেদনটি দুটি ভাগে রাখা হয়েছে ◎ (ক) নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা এবং (খ) সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার। এই দুটি ভাগে আলাদা করে যে জেলা পরিষদ রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নম্বর পাবেন তাদের একটি উৎসাহবর্ধক তহবিল দেওয়া হবে। অবশ্য এই তহবিল দেওয়ার ক্ষেত্রে নম্বরের যথার্থতা পরীক্ষিত হবে। ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে পূরণ করা প্রতিবেদন মহাধ্যক্ষের কাছে জমা না পড়লে সেই জেলা পরিষদ এই তহবিলের জন্য বিবেচিত হবে না। ২০০৯-১০ আর্থিক বছরের স্বমূল্যায়নের ভিত্তিতে নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা বিভাগে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদ এবং সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার বিভাগে হাওড়া জেলা পরিষদ সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছেন।

এবারের স্বমূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরগুলির সাথে গত বারের স্বমূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরগুলি মিলিয়ে দেখতে অনুরোধ করি। তাহলে আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন গত এক বছরে কতটা অগ্রগতি হয়েছে জেলা পরিষদের সামগ্রিক কাজকর্মে। এছাড়া মূল্যায়নে যে ঘাটতিগুলি বেরিয়ে এল সেগুলি মেটাতে দ্রুত পরিকল্পনা করার অনুরোধ জানাই। যে ঘাটতিগুলি মেটানোর জন্য অর্থের প্রয়োজন সেইসব ক্ষেত্রে ত্রয়োদশ অর্থ কমিশন ও রাজ্য অর্থ কমিশনের নিঃশর্ত তহবিল এবং নিজস্ব তহবিলের টাকা ব্যবহার করার অনুরোধ জানাই।

এই স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণভাবেই আপনাদের জন্য। তাই আগামী দিনে এই প্রতিবেদনের চেহারা কী রকম হবে সে বিষয়ে আপনাদের মতামত থাকা বাঞ্ছনীয়। এই কারণে আগামী বছরের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনে কী কী পরিবর্তন করা প্রয়োজন সে বিষয়ে আপনাদের মতামত চাওয়া হয়েছে ৬২ পাতায়। এটিতে আপনাদের প্রস্তাবগুলি জানাতে অনুরোধ করি। জেলা পরিষদ ছাড়া অন্য যে কোনও স্তরের জনপ্রতিনিধি বা আধিকারিকও এই ৬২ পাতার ফর্মে তাঁর

মতামত জানিয়ে আমাদের কাছে পাঠাতে পারেন। ২০১০-১১ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের প্রধান সাফল্য ও ব্যর্থতাগুলি জানতে চাওয়া হয়েছে ৬৩ পাতায়। এই রকম সামগ্রিক তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এটিও পূরণ করার অনুরোধ রাখি।

আশা রাখি বিষয়টিকে আপনারা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন এবং যে উদ্দেশ্যে এটি ভাবা হয়েছে তা সফল করবেন। সমগ্র প্রয়াসটি আপনাদের উপকারে লাগবে এই আশা রাখি।

ধন্যবাদান্তে,

(বরুণ কুমার রায়)

স্মারক নং : ৪১৪৭/ ১(৬)/পি.এন./ও/ ১/ ৪এ-৪/০৬ তারিখ: ২০.০৯.২০১১

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য দেওয়া হল :

১. মহাধ্যক্ষ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, পশ্চিমবঙ্গ, পঞ্চায়েত ভবন, কলকাতা।

২. অধিকর্তা, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যাণী, নদীয়া।

৩. জেলাশাসক, ... জেলা (সকল)।

৪. অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, ... জেলা পরিষদ / মহকুমা পরিষদ (সকল)।

৫. জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক, ... জেলা (সকল)।

৬. এই বিভাগের সকল শাখা।

(দিলীপ কুমার পাল)
যুগ্ম সচিব

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

এক নজরে জেলা পরিষদ

জেলা পরিষদ :

(১) জনসংখ্যা ও সাক্ষরতা বিষয়ক

সূচক	২০০১ (জনগণনা)			২০১১ (জনগণনা)		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
(ক) জনসংখ্যা						
(খ) তফসিলি জাতির জনসংখ্যা						
(গ) তফসিলি উপজাতির জনসংখ্যা						
(ঘ) সংখ্যালঘু জনসংখ্যা						
(ঙ) সাক্ষরতার হার						

নীচের প্রশ্নগুলি ৩১.৩.২০১১ তারিখের অবস্থা অনুযায়ী উত্তর দিতে হবে।

(২) পরিবারের সংখ্যা: তফসিলি জাতি ◎ তফসিলি উপজাতি ◎ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ◎ অন্যান্য ◎ মোট ◎

(৩) পরিবারগুলির আয়ের মূল উৎস (কতগুলি পরিবার প্রধানত এই সব উৎসগুলি থেকে আয় করেন) : কৃষি (পশুপাখি ও মাছচাষ সহ) ◎
শিল্প (ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সহ) ◎ ব্যবসা ◎ পরিষেবা (শিক্ষকতা, চাকরি ইত্যাদি) ◎ অন্যান্য ◎

(৪) ভোটারের সংখ্যা (১.১.২০১১ তারিখের নির্বাচক তালিকা অনুযায়ী) : পুরুষ ◎ মহিলা ◎ মোট ◎

(৫) জেলা পরিষদের সদস্যসংখ্যা : সাধারণ (পুরুষ) ◎ , সাধারণ (মহিলা) ◎ , তফসিলি জাতি (পুরুষ) ◎ , তফসিলি জাতি (মহিলা) ◎ ,
তফসিলি উপজাতি (পুরুষ) ◎ , তফসিলি উপজাতি (মহিলা) ◎ , মোট (পুরুষ) ◎ , মোট (মহিলা) ◎ , সর্বমোট ◎

(৬) জেলা পরিষদে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল/জোটের সদস্যসংখ্যা ◎

(৭) সাধারণ কলেজের সংখ্যা ◎

(৮) টেকনিক্যাল কলেজের (আই. টি. আই বা পলিটেকনিক বা প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং) সংখ্যা ◎ (৯) তফসিলি জাতি/উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ◎

(১০) জেলা হাসপাতালে বেডের সংখ্যা ◎ (১১) মহকুমা হাসপাতালের সংখ্যা ◎ (১২) ঐ হাসপাতালগুলিতে মোট বেডের সংখ্যা ◎

(১৩) গ্রামীণ হাসপাতালের সংখ্যা ◎ (১৪) ঐ হাসপাতালগুলিতে মোট বেডের সংখ্যা ◎

(১৫) মেডিকেল কলেজের সংখ্যা : (ক) অ্যালোপ্যাথিক ◎ , (খ) হোমিওপ্যাথিক ◎ , (গ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ◎

(১৬) জেলায় মোট মৌজার সংখ্যা ◎ (১৭) বিদ্যুতায়িত মৌজার সংখ্যা ◎

(১৮) কৃষিজমির পরিমাণ ◎ হেক্টর; সেচসেবিত কৃষিজমির পরিমাণ ◎ (ক) খরিফ মরশুম: হেক্টর, (খ)রবি মরশুম: হেক্টর; (গ) পতিত জমির পরিমাণ ◎ হেক্টর

(১৯) শস্য নিবিড়তা (Cropping Intensity) ◎

(২০) উল্লেখযোগ্য অর্থকরী ফসল (গড় জমির পরিমাণ সহ) ◎ (ক) (গড় জমি:), (খ) (গড় জমি:), (গ) (গড় জমি:)

(২১) জেলা পরিষদের অধীনস্থ খাস পুকুরের সংখ্যা ◎

(২২) ১০০ জন বা তার বেশি ব্যক্তির কর্মসংস্থান হয় এমন কারখানার সংখ্যা (প্রসেসিং ইউনিট সহ) ◎

(২৩) মুখ্য বা গৌণ খনিজ দ্রব্য কী পাওয়া যায় ◎ (ক) মুখ্য: নাম ◎ খনির সংখ্যা ◎ মোট কর্মীর সংখ্যা ◎
(খ) গৌণ: নাম ◎ খনির সংখ্যা ◎ মোট কর্মীর সংখ্যা ◎

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

(কোনো প্রশ্নে নির্দিষ্ট করে অন্য কিছু বলা না থাকলে ৩১.০৩.২০১১ তারিখের অবস্থা অনুযায়ী নম্বর দিতে হবে।)

(ক) নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা

১. জেলা পরিষদের দেয় পরিষেবা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) জেলা পরিষদের দায়িত্বে যত রাস্তা আছে তার সম্পূর্ণ তালিকা (রোড রেজিস্টার ◎ রাস্তার নাম, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, প্রকৃতি ও গুণমান লেখা) আছে কি? [জেলা পরিষদের ম্যাপে রাস্তাগুলি দেখানো থাকবে এবং সেগুলির সম্পূর্ণ তথ্য অর্থাৎ রাস্তার নাম, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, প্রকৃতি ও গুণমান রোড রেজিস্টারে লেখা থাকবে]		হ্যাঁ হলে ২, না হলে ০	২		১. রোড রেজিষ্টার রাখতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. রোড রেজিস্টার কী ফরমায় রাখতে হবে তা জানা ছিল না। ৩. রোড রেজিষ্টার রাখার কোনো প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। ৪. যেহেতু নতুন রাস্তা করার মতো অর্থ বা জমি জেলা পরিষদের পক্ষে জোগাড় করা অসম্ভব মনে হয়েছে, তাই রোড রেজিস্টার তৈরি করা অর্থহীন। ৫. এরকম একটি রেজিষ্টার তৈরি হয়েছিল কিন্তু হালনাগাদ করা হয়নি। ৬. তালিকাটি আংশিক সম্পূর্ণ হয়ে আছে। ৭. রোড রেজিষ্টার আছে কিন্তু এটির দায়িত্ব কার জানা নেই বলে রেজিষ্টারটি সম্পূর্ণ করা বা হালনাগাদ করার কাজ কেউ করে না। ৮. রোড রেজিস্টার রাখার ব্যাপারে কোনো স্থায়ী সমিতির সদস্য বা জেলা পরিষদের সদস্য উৎসাহ দেখান নি বলে এদিকে নজর দেওয়া হয়নি। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) জেলা পরিষদের দায়িত্বে থাকা রাস্তার কত শতাংশ সব ঋতুতে চলাচলের উপযুক্ত? [জেলা পরিষদের দায়িত্বে থাকা রাস্তাগুলি সবই জেলার মধ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানের মূল সংযোগকারী রাস্তা এবং এদের উপর দিয়ে প্রতিনিয়ত ভারী যানবাহন যাতায়াত করে। সেই হিসাবে শুধু পিচ দেওয়া পাকা রাস্তাকে বা কংক্রীট রাস্তাকে সব ঋতুতে চলার উপযুক্ত বলে ভাবতে হবে। অল্প কিছু বোল্ডার ফেলা রাস্তা বা মোরাম রাস্তাকে (যেগুলি উন্নতমানের উপাদান দিয়ে ভালভাবে তৈরি করা হয়েছে এবং নিয়মিত মেরামত করে ভারী যানবাহন চলার উপযোগী করে রাখা হয়) সব ঋতুতে চলার উপযোগী বলে ধরা যায়। সবদিক বিবেচনা করে জেলা পরিষদ এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। শতাংশের হিসাব মোট রাস্তার (কিলোমিটার) দৈর্ঘ্যের তুলনায় করতে হবে।]		রোড রেজিস্টার/অন্য তথ্যের ভিত্তিতে ৯৫-১০০% রাস্তা সব ঋতুতে চলাচলের উপযুক্ত হলে ৩, ৭৫-৯৪% রাস্তা সব ঋতুতে চলাচলের উপযুক্ত হলে ২, ৬৫-৭৪% রাস্তা সব ঋতুতে চলাচলের উপযুক্ত হলে ১, ৬৫%-এর কম রাস্তা সব ঋতুতে চলাচলের উপযুক্ত হলে ০ এবং কোনো তথ্য না থাকলে -১	৩		১. সব ঋতুতে চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সে রকম কোনো রাস্তা নেই। ২. সব ঋতুতে চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সে রকম রাস্তা বেশি নেই। ৩. এ রকম রাস্তা আছে কিন্তু কখনো হিসাব করা বা মাপা হয়নি তাই কত শতাংশ জানা যাচ্ছে না। ৪. রোড রেজিষ্টার নেই বা থাকলেও কোনো রাস্তা নিয়ে দাবি উঠলে তাকে সব ঋতুতে চলার উপযুক্ত করার জন্য স্কীম নেওয়া হয়, তাই এরকম কোনো তথ্য রাখার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়নি। ৫. রোড রেজিষ্টারে এরকম কোনো তথ্য নেই। ৬. অন্য কোথাও এরকম তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন (ক), (খ) : পূর্তকার্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পরের পাতায়.........

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

১. জেলা পরিষদের দেয় পরিষেবা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(গ) জেলা পরিষদের দায়িত্বে থাকা রাস্তার কত শতাংশে সারাই ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন? [প্রয়োজন বিচার করতে হবে রাস্তাটি যে মান অনুযায়ী ও যে প্রয়োজন মেটানোর জন্য তৈরি হয়েছিল সেই প্রয়োজন অক্লেশে মেটাচ্ছে কিনা তাই বুঝে। অর্থাৎ রাস্তার কোন অংশে ভাঙ্গাচোরা বা গর্ত নেই, যানবাহন বা মানুষজন সেই রাস্তায় নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারছে এই সব দেখে বিচার করতে হবে। তথ্য থাকলে তবেই জেলা পরিষদ নির্ধারিত নিয়মে ০ থেকে ৩ পেতে পারেন। তথ্য না থাকলে রাস্তার অবস্থা যাই হোক না কেন -১ পাবেন।]		রোড রেজিস্টার থাকলে বা অন্যভাবে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ১০% বা তার কম হলে ৩, ১১-১৫% হলে ২, ১৬-২০% হলে ১, ২০%-এর বেশি হলে ০ এবং কোনো তথ্য না থাকলে -১	৩		১. মাটির প্রকৃতি এমন যে সারাই করলেও তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। ২. রাস্তার বহন ক্ষমতার তুলনায় বেশি ওজনের গাড়ি যাতায়াত করে বলে রাস্তা নষ্ট হয়ে যায়। ৩. সারাইয়ের কাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্ষার ঠিক আগে করা হয় বলে বর্ষার পরে পরেই রাস্তা আবার নষ্ট হয়ে যায়। ৪. সমস্ত রাস্তা সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করার মতো প্রয়োজনীয় অর্থ জেলা পরিষদের হাতে নেই। ৫. সারাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু অনেক সময় পাওয়া যায় না বা পেতে দেরি হয়। ৬. সারাইয়ের প্রয়োজন এমন রাস্তার পরিমাপ করা হয়নি তাই হিসাব নেই। ৭. রোড রেজিষ্টার নেই বা একটু বেশি বৃষ্টি হলে জল বের করে দেওয়া বা মাঠে জল নিয়ে যাওয়ার জন্য গ্রামবাসীরা যথেচ্ছভাবে রাস্তা কেটে দেন বলে কোনো হিসাব রাখা সম্ভব নয়। ৮. রোড রেজিষ্টারে এরকম কোনো তথ্য নেই। ৯. অন্য কোথাও এরকম তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঘ) জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে ও রক্ষণাবেক্ষণে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য সব রাস্তা বা স্থান বেআইনি দখলমুক্ত আছে কি? [বেআইনি দখলে আছে বলতে এলাকায় কোনো জবরদখল আছে এরূপ অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে। বাস্তুহীন পরিবার রাস্তা বা খালপাড় বা অন্য সর্বসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে ঘর করে থাকলে তাঁরা যতই দুঃস্থ হোন না কেন তাকে জবরদখল বলেই ভাবতে হবে (অবশ্য কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে কেউ অল্পদিনের জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে অস্থায়ী ছাউনি বানালে তা এই হিসাবে আসবে না)।]		হ্যাঁ হলে ২, না হলে ০	২		১. বেআইনি রাস্তা বা স্থান দখলমুক্ত করতে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ২. বেআইনি দখল কিনা বুঝবার জন্য মাপজোক করার লোকজন জেলা পরিষদে নেই। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে বেআইনি রাস্তা বা স্থান দখলমুক্ত করার কাজ ব্যাহত হয়েছে। ৪. বেআইনি রাস্তা বা স্থান দখলমুক্ত করতে গেলে অশান্তি হতে পারে এই ভেবে করা হয়নি। ৫. অধিকাংশ দখলকারী স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি বলে এবিষয়ে কোনো উদ্যোগ নেওয়া যায়নি। ৬. অনেক ক্ষেত্রে খুব নিম্নবিত্ত পরিবারের লোকজন বেআইনি ভাবে দখল করে রেখেছেন বলে মানবিক কারণে দখলমুক্ত করা হয়নি। ৭. দখলমুক্ত করতে গিয়ে কিছু মামলায় জড়িয়ে পড়ে এই উদ্যোগ নেওয়া বন্ধ রাখা হয়েছে। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (গ), (ঘ) : পূর্তকার্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

১. জেলা পরিষদের দেয় পরিষেবা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঙ) সারা বছর এলাকার পরিবারগুলি পানীয় জল কীভাবে পান? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন) [যে কোন নিরাপদ পানীয় জলের উৎসকে (যেমন নলবাহিত জল, বাঁধানো চাতাল সহ নলকূপ বা কুঁয়া) এই হিসাবে আনা যাবে।]	(১) সব ব্লকের সমস্ত পরিবারগুলি বছরের সব মাসেই ১০০ মিটারের মধ্যে পানীয় জল পান (২) সব ব্লকের সমস্ত পরিবারগুলি সাধারণভাবে ১০০ মিটারের মধ্যে পানীয় জল পান কিন্তু বছরের কোনো কোনো মাসে পান না (৩) সব ব্লকের সমস্ত পরিবারগুলি বছরের কোনো সময়েই ১০০ মিটারের মধ্যে পানীয় জল পান না	উত্তর (১) হলে ৪, উত্তর (২) হলে ২ এবং উত্তর (৩) হলে ০	৪		১. সব ব্লকের সমস্ত পরিবারের জন্য ১০০ মিটারের মধ্যে জলের উৎসের ব্যবস্থা করা যায়নি। ২. বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে অধিকাংশ জলের উৎস শুকিয়ে যায়। ৩. ১০০ মিটারের লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। ৪. নলকূপ বসালে খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। ৫. কিছু এলাকার মানুষের নদী-পুকুরের জল খাওয়ার অভ্যাস আছে, তাই কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ৬. পানীয় জলের উৎস হিসাবে নলকূপ নির্মাণ বা কূপ খনন করা বহু জায়গায় অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ বলে এগুলি করা হয় না। ৭. এই সংক্রান্ত তথ্য জেলা পরিষদে নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(চ) জেলা পরিষদের উপর ন্যস্ত বিভিন্ন সম্পত্তির তালিকা আছে কিনা ও সেগুলি কী অবস্থায় সংরক্ষিত আছে? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)	(১) সম্পত্তির তালিকা আছে ও সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ সন্তোষজনক (২) সম্পত্তির তালিকা আছে ও সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ আংশিক সন্তোষজনক (৩) সম্পত্তির তালিকা আছে কিন্তু সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ সন্তোষজনক নয় (৪) সম্পত্তির তালিকা নেই	উত্তর (১) হলে ৩, উত্তর (২) হলে ২, উত্তর (৩) হলে ১ এবং উত্তর (৪) হলে -১	৩		১. ন্যস্ত বিভিন্ন সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ২. এইসব সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে অন্যান্য বিভাগ ও জেলা পরিষদের মধ্যে কার কতটা দায়িত্ব তা কোনো পক্ষেরই জানা নেই বলে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. ন্যস্ত বিভিন্ন সম্পত্তি সন্তোষজনক অবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জেলা পরিষদের হাতে নেই। ৪. ন্যস্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ তালিকা বা হিসাব নেই তাই সেগুলি কী অবস্থায় আছে জানা নেই। ৫. ন্যস্ত সম্পত্তি বেশিরভাগ বে-আইনি দখল হয়ে আছে বলে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৬. কর্মচারীর অপ্রতুলতার কারণে ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকভাবে করা সম্ভব হয় না। ৭. ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ সম্ভাব্য আয়ের থেকে বেশি বলে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (ঙ) : জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (চ) : পূর্তকার্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

১. জেলা পরিষদের দেয় পরিষেবা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ছ) জেলা পরিষদের উদ্যোগে বা তত্ত্বাবধানে গঠিত বাজার, বাসস্ট্যান্ড এবং অন্যান্য সর্বসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে পুরুষ ও মহিলার আলাদা শৌচাগার ও জলের ব্যবস্থা আছে কি?		১০০% জায়গায় থাকলে ২, ৫০-৯৯% জায়গায় থাকলে ১ এবং ৫০%-এর কম জায়গায় থাকলে ০	২		১. সমস্ত স্থানে মহিলা ও পুরুষদের জন্য আলাদা শৌচাগার ও জলের ব্যবস্থা করার কথা ভাবা হয়নি। ২. সমস্ত স্থানে এই ব্যবস্থাগুলি করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জেলা পরিষদের হাতে নেই। ৩. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের (যেমন বাজার কমিটি, ব্যবসায়ী সমিতি, বাস মালিক বা অ্যাসোসিয়েশান ইত্যাদি) উৎসাহিত করা যায়নি। ৪. অন্যান্য কাজের চাপে এই ব্যবস্থাগুলি করার কাজটি বিঘ্নিত হয়। ৫. শৌচাগারগুলি কতটা ব্যবহৃত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকায় এই ব্যবস্থাগুলি করা হয়নি। ৬. শৌচাগারগুলি রক্ষণাবেক্ষণে প্রচুর ব্যয় হবে ভেবে এই ব্যবস্থাগুলি করা হয়নি। ৭. শৌচাগারগুলি পরিষ্কার রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী পাওয়া যাবে কি না ভেবে এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(জ) এলাকায় কত শতাংশ উচ্চ মাধ্যমিক, মাধ্যমিক বা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় / মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র / অনুমোদিত হাই মাদ্রাসাতে বালক ও বালিকাদের জন্য আলাদা শৌচাগার ও জলের ব্যবস্থা আছে? [প্রয়োজনের বিচারে এবং স্বাস্থ্যবিধানের নীতি অনুসারে সব বিদ্যালয়ে বালক ও বালিকাদের জন্য জলের ব্যবস্থাসহ পৃথক শৌচাগার থাকবে। আবার যে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১৫০ জনের বেশি পড়ুয়া আছে সেখানে বালক ও বালিকাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থাসহ একাধিক শৌচাগার থাকবে। কাজেই এই নিয়মের ভিত্তিতে হিসাব করতে হবে। ছাত্র ও ছাত্রীদের সংখ্যা আলাদাভাবে বুঝে নিয়ে সেই অনুযায়ী শৌচাগারের সংখ্যা ঠিক করতে হবে। ৩১-৩-২০১০ তারিখের পরিস্থিতির বিচারে জেলা পরিষদ নম্বর পাবে।]		৮০% বা তার বেশি জায়গায় থাকলে ২, ৬০-৭৯% জায়গায় থাকলে ১ এবং ৬০%-এর কম জায়গায় থাকলে ০	২		১. সমস্ত প্রতিষ্ঠানে বালক ও বালিকাদের আলাদা শৌচাগার ও জলের ব্যবস্থা করার কথা ভাবা হয়নি। ২. প্রয়োজনে বালক-বালিকারা বাড়িতে বা অন্য কোথাও চলে যায় বলে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. সমস্ত স্থানে এই ব্যবস্থাগুলি করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জেলা পরিষদের হাতে নেই। ৪. অন্যান্য কাজের চাপে এই ব্যবস্থাগুলি করার কাজটি বিঘ্নিত হয়। ৫. পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির তরফে এই বিষয়ে আশানুরূপ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৬. সর্বশিক্ষা অভিযান বা অন্যান্য বিভাগীয় বাজেট বরাদ্দ থেকে এই ব্যবস্থাগুলি হয়ে যাবে ধরে নেওয়া হয়েছে। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (ছ) :জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (জ) : শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

১. জেলা পরিষদের দেয় পরিষেবা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঝ) জেলা পরিষদের উদ্যোগের ফলে বা মালিকানায় বাজার, ব্যবসা কেন্দ্র, উৎপাদন কেন্দ্র ইত্যাদি আছে কিনা ও সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ সন্তোষজনক কিনা? [জেলা পরিষদের উদ্যোগের ফলে বা মালিকানায় বাজার, ব্যবসা কেন্দ্র, উৎপাদন কেন্দ্র ইত্যাদি আছে কিনা বা তার ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় বলতে এই সম্পত্তিগুলি ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় আছে, ব্যবহার হচ্ছে এবং এখন মেরামতের প্রয়োজন নেই এমন বোঝাবে। যে সম্পদ যে প্রয়োজনে ব্যবহার হওয়ার কথা সেই সম্পদ সুষ্ঠুভাবে বিনা অসুবিধায় জনসাধারণ (যেখানে অনুমোদন প্রয়োজন সেই অনুমোদন নিয়ে) ব্যবহার করতে পারলে সেই সম্পদকে ব্যবহারযোগ্য বলে ভাবা যাবে। জেলা পরিষদ এগুলি নিজের ব্যবস্থাপনায় বা অর্থানুকূল্যে করবে এমন কোনও কথা নেই, ব্যবস্থা আছে কিনা এটিই বিবেচ্য।]		এই রকম কেন্দ্র থাকলে ও রক্ষণাবেক্ষণ সন্তোষজনক হলে ৩, এই রকম কেন্দ্র থাকলে ও রক্ষণাবেক্ষণ আংশিক সন্তোষজনক হলে ২, এই রকম কেন্দ্র থাকলে ও রক্ষণাবেক্ষণ সন্তোষজনক না হলে ১ এবং এই রকম কেন্দ্র না থাকলে ০	৩		১. এই সমস্ত কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ২. এই সমস্ত কেন্দ্র গড়ে তোলার মতো প্রয়োজনীয় অর্থ জেলা পরিষদের হাতে নেই। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে এই কেন্দ্রগুলি গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ নেওয়া যায়নি। ৪. এই সমস্ত কেন্দ্রগুলির রক্ষণাবেক্ষণে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ৫. এই সমস্ত কেন্দ্রগুলিকে সন্তোষজনক অবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জেলা পরিষদের হাতে নেই। ৬. অন্যান্য কাজের চাপে এই কেন্দ্রগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণের কাজটিতে গুরুত্ব দেওয়া যায়নি। ৭. এই ধরণের কেন্দ্র গড়ে তোলা ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ সম্ভাব্য আয়ের থেকে বেশি বলে এই কাজে উৎসাহ দেখানো হয়নি। ৮. কেন্দ্রগুলিতে যেসব ব্যবসায়ী বা সুবিধাভোগীরা আছেন তাঁরা কোনো সহায়তা দেননি বা উৎসাহ দেখাননি বলে রক্ষণাবেক্ষণের কোনো ব্যবস্থা করা যায়নি। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঞ) জেলা পরিষদ এলাকার নিকাশি (বিশেষ করে একাধিক পঞ্চায়েত সমিতি এলাকা নিয়ে যে সব নিকাশি ব্যবস্থা আছে) ব্যবস্থাগুলির অবস্থা কী রকম?		সন্তোষজনক হলে ২, আংশিক সন্তোষজনক হলে ১, সন্তোষজনক না হলে ০ এবং তথ্য না থাকলে -১	২		১. নিকাশি ব্যবস্থার দিকে সেভাবে নজর দেওয়া হয়নি। ২. নিকাশি ব্যবস্থা থাকলেও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেগুলি কার্যকরী অবস্থায় নেই। ৩. সমস্ত প্রয়োজনীয় স্থানে নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তোলার মত প্রয়োজনীয় অর্থ জেলা পরিষদের হাতে নেই। ৪. নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য জমি পাওয়া যায়নি। ৫. সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি নিকাশি ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণে উদ্যোগ নেয়নি। ৬. অনেক নিকাশি নালাই পাশের জমির মালিকরা জবরদখল করে নিয়েছেন। ৭. অন্যান্য পরিকাঠামো নির্মাণের বিষয়ে স্থানীয় চাপ অনেক বেশি থাকায় নিকাশি ব্যবস্থার বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যায়। ৮. বেশি সমস্যার জায়গাগুলি আশপাশের তুলনায় বেশ নিচু হওয়ার ফলে বড় ধরণের পরিকল্পনা প্রয়োজন যা জেলা পরিষদের প্রশাসনিক/আর্থিক ক্ষমতার বাইরে (স্থানগুলি উল্লেখ করুন) - ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন (ঝ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (ঞ) : পূর্তকার্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পরের পাতায়.........

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

১. জেলা পরিষদের দেয় পরিষেবা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ট) বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতি ও তাদের অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পে মোট যত গাছ লাগান সেগুলি সব সরবরাহ করার মতো যথেষ্ট নার্সারি জেলা পরিষদ এলাকায় আছে কি? (অর্থাৎ কোনো গাছ বাইরে থেকে কিনে আনতে হয় না) [এই নার্সারি জেলা পরিষদের নিজের বা পঞ্চায়েত সমিতিগুলির বা বন দপ্তরের বা কোন স্বনির্ভর দল অথবা স্বেচ্ছাসেবী দলের উদ্যোগে হতে পারে এবং চারা গাছের জন্য কিছু মূল্য (নিয়ন্ত্রিত হলেই ভাল) দিতে হতে পারে। এখানে বিচার করতে হবে জেলার মধ্যেই জেলার প্রয়োজনমতো পর্যাপ্ত চারাগাছ পাওয়া যাচ্ছে কিনা। পাওয়া গেলে (যার উদ্যোগেই হোক না কেন) জেলা পরিষদ নম্বর পাবে।]		হ্যাঁ হলে ২, না হলে ০	২		১. নার্সারি গড়ে তোলার বিষয়টি কখনো ভাবা হয়নি। ২. এলাকায় যথেষ্ট সংখ্যক নার্সারি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. নার্সারি গড়ে তোলার জন্য পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে বলা হয়েছিল কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। ৪. স্থানীয় স্বনির্ভর দল বা অন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে এবিষয়ে উৎসাহিত করার মতো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৫. যথেষ্ট সংখ্যক নার্সারি গড়ে তোলার মতো প্রয়োজনীয় অর্থ পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির হাতে নেই। ৬. নার্সারি থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে প্রচুর চারাগাছ নষ্ট হয়ে যায়। ৭. স্থানীয় মানুষদের গাছ লাগানোর ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন করা যায়নি বলে বহু চারাগাছ নষ্ট হয়ে যায়। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঠ) যে সমস্ত বাড়ি বা কাঠামোর প্ল্যান অনুমোদনের জন্য জেলা পরিষদে আসে (গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পঞ্চায়েত সমিতি মারফৎ) সেগুলি কত দিনের মধ্যে অনুমোদন করা হয়? [বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী [পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসন) নিয়মাবলী, ২০০৪ {৯ই আগস্ট ২০০৬ পর্যন্ত সংশোধনী সহ} – ২৭ নং নিয়মের উপ-নিয়ম ১এ] ইঁট বা কংক্রীটের মেঝেযুক্ত বাড়ির কাঠামোর ভিতের মাপ ৩০০ বর্গমিটারের বেশি হলে বা উচ্চতা ৬.৫ মিটারের বেশি হলে বা উভয়ই বেশি হলে সেই বাড়ির বা কাঠামোর প্ল্যান অনুমোদনের জন্য জেলা পরিষদের কাছে আসবে এবং জেলা পরিষদ ৩০ দিনের মধ্যে তা অনুমোদন করে গ্রাম পঞ্চায়েতকে ফেরত পাঠাবে। যতগুলি এইরকম প্ল্যান এসেছে তার অধিকাংশই কত দিনের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতে অনুমোদন করে ফেরত পাঠানো হয়েছে সেই হিসাবে নম্বর দিতে হবে। এই রকম কোনো প্ল্যান জেলা পরিষদে না আসলে সেটি দুর্বলতা হিসাবেই চিহ্নিত হবে এবং সেক্ষেত্রে ঋণাত্মক নম্বর পাওয়া যাবে।]		৩০ দিনের মধ্যে হলে ২, ৩১-৬০ দিনের মধ্যে হলে ১, ৬০ দিনের পরে হলে ০ এবং এরকম প্ল্যান না আসলে -১	২		১. এগুলি জেলা পরিষদকে অনুমোদন করতে হবে জানা ছিল না। ২. গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি থেকে এরকম কোনো প্ল্যান আসে না। ৩. গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি থেকে এরকম প্ল্যান আসে কিন্তু লোকবলের অভাবের জন্য অনুমোদনের কাজগুলি করা হয় না। ৪. গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি থেকে এরকম প্ল্যান আসে কিন্তু লোকবলের অভাবের জন্য অনুমোদনের কাজগুলি করতে দেরি হয়। ৫. আগে অনুমোদনের কাজগুলি করা হত কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েত জেলা পরিষদের প্রাপ্য অর্থ দেয় না বলে এখন করা হয় না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৩০		

প্রশ্ন (ট) : বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (ঠ) : পূর্তকার্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

২. জেলা পরিষদের কাজে সদস্যদের অংশগ্রহণ

ক্ষেত্র	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) জেলা পরিষদের সাধারণ সভা [মুলতুবি সভা যা এক সপ্তাহ পরে অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলিকে একটি সভা হিসাবে গুনতে হবে। তবে কোনো রকম তলবী সভাকে এই হিসাবে আনা যাবে না। সভার সংখ্যা গুনে নম্বর দিতে হবে।]		সভার সংখ্যা ৬ বা তার বেশি হলে **১০**, ৫ হলে **৮**, ৪ হলে **৬**, ৩ হলে **৪** এবং ৩-এর কম হলে **০**	১০		১. নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সভা ডাকার রেওয়াজ নেই। ২. নিয়মিত সভা ডাকার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৩. নিয়মিত সভা ডাকার উদ্যোগ জেলা পরিষদের তরফ থেকে নেওয়া হয়নি। ৪. সভা ডাকার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সব সময় পাওয়া যায়নি। ৫. সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতি সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়ার ফলে সভা ডাকার দরকার হয়নি। ৬. সভা হলে নানান আপত্তিকর প্রশ্ন উঠে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় বলে সভা ডাকা হয় না। ৭. সভা ডাকা হলেও কোরামের অভাবে সভা হতে পারে নি। ৮. সমস্ত সিদ্ধান্ত অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতিতে হয়ে যায়, সেইজন্য সাধারণ সভার মিটিং নিয়মিত হয় না। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) জেলা পরিষদের সাধারণ সভায় উপস্থিতির হার		উপস্থিতি ৮০% বা তার বেশি হলে **৫**, ৬০-৭৯% হলে **৪**, ৫০-৫৯% হলে **৩**, ৪০-৪৯% হলে **২**, ৩৩-৩৯% হলে **১** এবং ৩৩%-এর কম হলে (যখন অধিকাংশ সভাই মুলতবী সভা) **০**	৫		১. সভার নোটিশ ঠিকমতো বিলি হয় না, অর্থাৎ সমস্ত সদস্য ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বদলে আগে থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত পাশ করানো হয় বলে অনেক সদস্য আসতে উৎসাহিত হন না। ৩. সমস্ত সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ৪. সংরক্ষিত আসনের সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে তাঁরা আসতে উৎসাহিত হন না। ৫. সবার বক্তব্য (সংক্ষেপে) কার্যবিবরণীতে লেখা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে উৎসাহিত হন না। ৬. যুক্তিসঙ্গত বক্তব্যও সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে না বলে অনেকে আসতে উৎসাহিত হন না। ৭. তাঁর নির্বাচনক্ষেত্র এলাকার কোনো বিষয় আলোচ্যসূচীতে নেই বলে অনেকে আসতে উৎসাহ পান না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) জেলা পরিষদের সাধারণ সভায় সম্মিলিত ভাবে তপসিলী জাতি ও উপজাতি সদস্যদের উপস্থিতির হার [জেলা পরিষদের মোট তপসিলী জাতি ও উপজাতি সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে হিসাব করতে হবে। অর্থাৎ তপসিলী জাতি ও উপজাতি সদস্যের উপস্থিতির হার =(তপসিলী জাতি ও উপজাতি সদস্যের উপস্থিতি /জেলা পরিষদের মোট তপসিলী জাতি ও উপজাতি সদস্য) x ১০০.]		উপস্থিতি ৭৫% বা তার বেশি হলে **৫**, ৬০-৭৪% হলে **৪**, ৫০-৫৯% হলে **৩**, ৪০-৪৯% হলে **২**, ৩৩-৩৯% হলে **১** এবং ৩৩%-এর কম হলে (যখন অধিকাংশ সভাই মুলতবী সভা) **০**	৫		১. সভার নোটিশ ঠিকমতো বিলি হয় না, অর্থাৎ সমস্ত সদস্য ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বদলে আগে থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত পাশ করানো হয় বলে অনেক সদস্য আসতে উৎসাহিত হন না। ৩. সমস্ত সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ৪. সংরক্ষিত আসনের সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে তাঁরা আসতে উৎসাহিত হন না। ৫. সবার বক্তব্য (সংক্ষেপে) কার্যবিবরণীতে লেখা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে উৎসাহিত হন না। ৬. যুক্তিসঙ্গত বক্তব্যও সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে না বলে অনেকে আসতে উৎসাহিত হন না। ৭. তাঁর নির্বাচনক্ষেত্র এলাকার কোনো বিষয় আলোচ্যসূচীতে নেই বলে অনেকে আসতে উৎসাহ পান না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন (ক) - (গ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পরের পাতায়........

২. জেলা পরিষদের কাজে সদস্যদের অংশগ্রহণ (চলছে)

ক্ষেত্র	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঘ) জেলা পরিষদের সাধারণ সভায় মহিলাদের উপস্থিতির হার [জেলা পরিষদের মোট মহিলা সদস্যের সংখ্যার ভিত্তিতে হিসাব করতে হবে। অর্থাৎ মহিলা সদস্যের উপস্থিতির হার =(উপস্থিত মহিলা সদস্য/জেলা পরিষদের মোট মহিলা সদস্য) x১০০।]		উপস্থিতি ৭৫% বা তার বেশি হলে **৫**, ৬০-৭৪% হলে **৪**, ৫০-৫৯% হলে **৩**, ৪০-৪৯% হলে **২**, ৩৩-৩৯% হলে **১** এবং ৩৩%-এর কম হলে (যখন অধিকাংশ সভাই মুলতবী সভা) **০**	৫		১. সভার প্রচার ঠিকমতো হয় না, অর্থাৎ সমস্ত মহিলা সদস্যরা ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বদলে আগে থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত পাশ করানো হয় বলে অনেক সদস্য আসতে উৎসাহিত হন না। ৩. মহিলারা প্রকাশ্য সভায় আসতে পছন্দ করেন না। ৪. এলাকার পরিবারগুলি থেকে মহিলাদেরকে সভায় আসতে নিরুৎসাহিত করা হয়। ৫. সভায় আলোচনার বিষয় মহিলাদের প্রভাবিত করে না। ৬. মহিলারা সভায় আলোচনার সুযোগ ঠিকভাবে পান না বা আলোচনা করেন না। ৭. মহিলারা আলোচনার সুযোগ পেলেও গৃহীত সিদ্ধান্তে তাঁদের আলোচিত বিষয় স্থান পায় না। ৮. যুক্তিসঙ্গত বক্তব্যও সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে না বলে অনেকে আসতে উৎসাহিত হন না। ৯. তাঁর নির্বাচনক্ষেত্র এলাকার কোনো বিষয় আলোচ্যসূচীতে নেই বলে অনেকে আসতে উৎসাহ পান না। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঙ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের সাধারণ সভার কটি মিটিং যথাযথ কোরাম না হবার জন্য মুলতুবি হয়েছে?		মুলতবী হয়ে যাওয়া মিটিং এর সংখ্যা ১টি ও না হলে ২ ১ টি হলে ১ ১ এর বেশী হলে ০	২		১. সভার নোটিশ ঠিকমতো বিলি হয় না, অর্থাৎ সমস্ত সদস্য ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বদলে আগে থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত পাশ করানো হয় বলে অনেক সদস্য আসতে উৎসাহিত হন না। ৩. সমস্ত সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ৪. সংরক্ষিত আসনের সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে তাঁরা আসতে উৎসাহিত হন না। ৫. সবার বক্তব্য (সংক্ষেপে) কার্যবিবরণীতে লেখা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে উৎসাহিত হন না। ৬. যুক্তিসঙ্গত বক্তব্যও সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে না বলে অনেকে আসতে উৎসাহিত হন না। ৭. তাঁর নির্বাচনক্ষেত্র এলাকার কোনো বিষয় আলোচ্যসূচীতে নেই বলে অনেকে আসতে উৎসাহ পান না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(চ) সবকটি জেলা পরিষদের সভার কার্যবিবরণী লেখা হয়েছে কি?		হ্যাঁ হলে ২ না হলে ০	২		১. নিয়মিত কার্যবিবরণী লেখার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ২. কার্যবিবরণী লেখার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির অদক্ষতার কারণে কার্যবিবরণী লেখা যায়নি। ৩. নির্দিষ্ট মিটিং-এর পূর্ববর্তী মিটিং গুলিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত গুলি সম্বন্ধে আলোচনা হয় না বলে কেউ কার্যবিবরণী লেখার গুরুত্ব অনুভব করেন না। ৪. সভাধিপতি কার্যবিবরনী লেখা গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে করেন না, তাই কার্যবিবরনী লেখা হয় না। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ছ) গত আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের কতগুলি সাধারণ সভায় সমস্ত সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতি ক্রমে বা ভোটের মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে?		৫টি বা তার বেশী সভায় হলে ২ ৩-৫ টি সভায় হলে ১ ৩ টির কম সভায় হলে ০	২		১. সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থিত প্রস্তাব নির্দিষ্ট একটি অংশের জনগণকে সহায়তা দেয়। ২. রাজনৈতিক কারণে কিছু সদস্য প্রস্তাবের বিরোধিতা করে থাকে। ৩. তাঁর নির্বাচনক্ষেত্র উপকৃত হবে না তাই কিছু সদস্য বিরোধিতা করে থাকেন। ৪. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন (ঘ) – (ছ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পরের পাতায়.........

২. জেলা পরিষদের কাজে সদস্যদের অংশগ্রহণ (চলছে)

ক্ষেত্র	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(জ) গত ২০১০-১১ আর্থিক বছরে সমস্ত স্থায়ীসমিতিগুলির সম্মিলিত ভাবে কত শতাংশ সভা হয়েছে? [মুলতুবি সভা যা এক সপ্তাহ পরে অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলিকে একটি সভা হিসাবে গুনতে হবে। সভার সংখ্যা গুনে নম্বর দিতে হবে। প্রতিটি স্থায়ীসমিতির একটি আর্থিক বছরে ১২ টি করে সভা করার কথা। দশটি স্থায়ীসমিতির তাই মোট ১২০টি সভা করার কথা।]		৯০%-১০০% হলে ৫, ৮০-৮৯% হলে ৪, ৭০%-৭৯% হলে ৩, ৬০%-৬৯% হলে ২, ৫০%-৫৯% হলে ১, এবং ৫০%-এর কম হলে -১	৫		১. নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সভা ডাকার রেওয়াজ নেই। ২. নিয়মিত সভা ডাকার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৩. স্থায়ীসমিতির বিষয়ে কর্মাধ্যক্ষ যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন না। ৪. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে সভা ডাকার প্রয়োজন হয়নি। ৫. সমস্ত মাসেই কমপক্ষে একটি সভা ডাকার উদ্যোগ কর্মাধ্যক্ষর তরফ থেকে নেওয়া হয় নি। ৬. সভা ডাকার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সবসময় পাওয়া যায় নি। ৭. সভায় স্থায়ীসমিতির সদস্যদের কাছ থেকে কোনো মতামত পাওয়া যাবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকায় সভা ডাকা হয় নি। ৮. বিভাগীয় আধিকারিকরা না আসার ফলে সভাগুলি কাজের উপযোগী ও অর্থপূর্ণ হয়না বলে সভা ডাকা হয় না। ৯. বিশেষ করে বিরোধী সদস্যরা নানান অসুবিধাজনক প্রশ্ন তোলেন বলে সভা ডাকা হয়নি। ১০. সভা ডাকা হলেও কোরামের অভাবে সভা হতে পারে নি। ১১. সমস্ত সিদ্ধান্ত সাধারণ সভায় নেওয়া হয়, সেইজন্য এই স্থায়ীসমিতির সভা নিয়মিত হয় না। ১২. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঝ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে পঞ্চায়েত সমিতির কতগুলি সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরোধী মত/প্রস্তাব কার্যবিবরণীতে লেখা হয়েছে? [বিরোধী মত বা প্রস্তাব অর্থে বিরোধী কোনো সদস্যের মত/প্রস্তাব নয়। শেষ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্ত অধিকাংশ সদস্যের সমর্থনে গৃহীত হল, দলমত নির্বিশেষে যে কোনো সদস্য যদি তার বিপরীত কোনো মত বা প্রস্তাব দিয়ে থাকেন এবং আলোচনাসূত্রে সেগুলি কার্যবিবরণীতে লেখা হয়ে থাকে (যা হওয়াই উচিত), সেগুলিকেই হিসাবে ধরতে হবে। কার্যবিবরণী দেখে কটি সভায় বিরোধী মত/প্রস্তাব লেখা হয়েছে সেই সংখ্যাটি গুণে সেই অনুযায়ী নম্বর দিতে হবে।]		৩-এর বেশি সভায় হলে ৪, ৩ টি সভায় হলে ৩, ২ টি সভায় হলে ১ এবং ২ টির কম সভায় হলে ০	৪		১. বিরোধী মত বা প্রস্তাব যে কার্যবিবরণীতে লেখা উচিত এটা জানা ছিল না। ২. বিরোধী মত বা প্রস্তাব কার্যবিবরণীতে লেখার রেওয়াজ নেই, শুধু সিদ্ধান্তই লেখা হয়। ৩. সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা বিরোধী মত বা প্রস্তাবকে গুরুত্ব দিতে চান না তাই বিরোধী মত প্রকাশের সুযোগ থাকে না। ৪. বরোধী মত বা প্রস্তাব কার্যবিবরণীতে লিখলে পরে বাকবিতন্ডার সৃষ্টি হতে পারে বলে সেগুলি লেখা হয় না। ৫. বিরোধী মত বা প্রস্তাব সভায় তেমনভাবে উঠে আসে না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৪০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ২)			২০		

প্রশ্ন. (জ), (ঝ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

৩. জেলা পরিষদের কাজে অন্যস্তরের পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ

(ক) ২০১০-১১ আর্থিক বছরের ষান্মাসিক জেলা সংসদ সভাটিতে উপস্থিতির হার

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
ষান্মাসিক জেলা সংসদ সভায় (জানুয়ারী/ ফেব্রুয়ারী ২০১১) উপস্থিতির হার কত ছিল?	মোট জেলা সংসদ সদস্য: উপস্থিত সদস্য: উপস্থিতির হার (%):	উপস্থিতির হার ৫০% বা তার বেশি হলে **১০**, ৪০-৪৯% হলে **৯**, ৩৫-৩৯% হলে **৮**, ৩০-৩৪% হলে **৭**, ২৫-২৯% হলে **৬**, ২০-২৪% হলে **৫**, ১৫-১৯% হলে **৪**, ১৩-১৪% হলে **৩**, ১১-১২% হলে **২**, ১০% হলে **১**, ১০%-এর কম হলে ০ এবং জেলা সংসদ সভা না হলে **-৫**	১০		১. সভার প্রচার ঠিকমতো হয় না, অর্থাৎ সবাই ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. ভিন্ন মতাদর্শী সদস্যরা জেলা সংসদ সভায় আসতে উৎসাহিত বোধ করেন না। ৩. সভা করার জন্য যে সময় ঠিক করা হয়েছিল, সেই সময়ে সকলে কাজে ব্যস্ত থাকেন বলে সভায় সদস্যরা আসতে পারেন না। ৪. জেলা পরিষদের অধিকারে অকারণ হস্তক্ষেপ করা হবে মনে করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সভায় তোলা হয় না। ৫. জেলা সংসদের আলোচ্য বিষয় সদস্যদেরকে প্রভাবিত করে না। ৬. জেলা সংসদ সভায় যে বিষয়গুলি আলোচনা হয় তা সমস্ত সদস্য খুব ভালো বুঝতে পারেন না। ৭. সদস্যরা জেলা সংসদ সভায় আলোচনার সুযোগ তেমনভাবে পান না। ৮. জেলা সংসদ সভায় শুধু আলোচনাই হয় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না। ৯. সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারী উপস্থিত হন না বলে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। ১০. জেলা সংসদ সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও সেই সিদ্ধান্তে এলাকার মানুষের প্রকৃত প্রয়োজন প্রতিফলিত হয় না। ১১. জেলা সংসদ সভায় কিছু তালিকা তৈরি হয়, কোনো অগ্রাধিকার নিরূপণ হয় না। ১২. জেলা সংসদ সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে অগ্রাধিকার নিরূপণ হলেও পরে সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয় না। ১৩. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
মোট			১০		

৪. জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতিগুলির কার্যকারিতা

(ক) কোন কোন স্থায়ী সমিতি ২০১১-১২ আর্থিক বছরের বাজেট ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০১০-এর মধ্যে তৈরি করে জমা দিয়েছে?

কোন কোন স্থায়ী সমিতি ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০১০ -এর মধ্যে বাজেট তৈরি করে জমা দিয়েছে (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে চিহ্নিত করুন)	ঐ সময়সীমার মধ্যে বাজেট জমা দেওয়া স্থায়ী সমিতির সংখ্যা	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
১. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা ২. জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ ৩. পূর্তকার্য ও পরিবহন ৪. কৃষি, সেচ ও সমবায় ৫. শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া ৬. শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ ৭. বন ও ভূমি সংস্কার ৮. মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ ৯. খাদ্য ও সরবরাহ ১০. ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি		উক্ত সংখ্যা × ১	১০		১. স্থায়ী সমিতি ভিত্তিক বাজেট তৈরি হয়নি। ২. নির্ধারিত সময়সীমা সম্পর্কে ধারণা ছিল না। ৩. বাজেট তৈরির বর্তমান পদ্ধতিতে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বাজেট করা যায় না। ৪. জেলা পরিষদ তার সাধারণ সভায় বা অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভায় স্থায়ী সমিতিগুলিকে বাজেট তৈরি করে জমা দেওয়ার কোনো সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়নি। ৫. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি অন্য স্থায়ী সমিতির বরাদ্দ জানিয়ে দিতে দেরি করেছে। ৬. অন্য কাজের চাপে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কাজটি সম্পূর্ণ করা যায়নি। ৭. বাজেট করার জন্য কর্মী/আধিকারিকদের কাছ থেকে যথেষ্ট সহায়তা পাওয়া যায়নি। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১০		

প্রশ্ন ৩. (ক) ও প্রশ্ন ৪. (ক) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

(খ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে স্থায়ী সমিতিগুলি বিভিন্ন সভায় নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে কোনগুলিতে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করেছে?

স্থায়ী সমিতি	বিষয়	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(অ) অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা (✓ দিন) [আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হয়েছে বা হচ্ছে কিনা এই দুটি বিষয় দেখতে হবে। এখানে সিদ্ধান্তের গুণমান বিচার্য নয়।]	(১) জেলা পরিষদের পরিকল্পনা (২) জেলা পরিষদের বাজেট এবং অতিরিক্ত ও সংশোধিত বাজেট (৩) সম্পদ সংগ্রহ (৪) কর্মসংস্থান প্রকল্পের অগ্রগতি (৫) বাজার/ব্যবসা/উৎপাদন কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা (৬) সদস্য বা কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ (৭) জেলা পরিষদের বিভিন্ন ডাক-বাংলো, প্রেস, ফেরি, অতিথিশালা ও অন্যান্য সম্পদকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে আয়ের পরিকল্পনা (৮) বিভিন্ন স্কীমের রূপায়ণে অনুমোদিত টাকা সময়ের মধ্যে শেষ করা সম্ভব হচ্ছে কিনা তা দেখা ও না হলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া (৯) মেলার লাইসেন্স প্রদান ও সেসব স্থানে স্বাস্থ্যবিধান ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা (১০) নিজস্ব তহবিল থেকে পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে অনুদান দেওয়া (১১) ২৭ নং ফর্মের সাহায্যে আয়-ব্যয়ের বিশ্লেষণ (১২) প্রাপ্ত অর্থের সদ্ব্যবহার ও তার হিসাব রাজ্য সরকারকে দেওয়া (১৩) নিরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যবস্থা নেওয়া (১৪) জেলা পরিষদের কর্মী নিয়োগ ও সংস্থা সংক্রান্ত ব্যবস্থার উন্নতি (১৫) বিভিন্ন ধরণের দুর্নীতি ও শৃঙ্খলাভঙ্গ সংক্রান্ত	প্রতিটি ✓ পিছু ১ নম্বর	১৫		১. এতগুলি বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. কিছু কিছু বিষয়ে কী কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। ৩. সমস্ত বিষয়গুলিকে গত আর্থিক বছরে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ৪. বেশ কিছু বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। ৫. কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েও কোনো কাজ করা যায়নি। ৬. স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত না হওয়ার ফলে অনেক বিষয় উপেক্ষিত থেকে যায় বা অনেক সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না। ৭. কর্মাধ্যক্ষ (সভাধিপতি) নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৮. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৯. কিছু বিষয়ে কোনো অনুদান বা বাজেটে কোনো বরাদ্দ না থাকায় কোনো আলোচনা করা হয়নি। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (অ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

(খ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে স্থায়ী সমিতিগুলি বিভিন্ন সভায় নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে কোনগুলিতে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করেছে? (চলছে)

স্থায়ী সমিতি	বিষয়	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(আ) জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ (✓ দিন) [আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হয়েছে বা হচ্ছে কিনা এই দুটি বিষয় দেখতে হবে। এখানে সিদ্ধান্তের গুণমান বিচার্য নয়।]	(১) প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতের সদর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনগুলিতে ডাক্তার আসার ব্যবস্থা করা (২) শিশু ও মাতৃমৃত্যু কমানো (৩) স্বাস্থ্যবিধান, পরিবেশ রক্ষা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ (৪) নিরাপদ জল সরবরাহ ও জলের গুণমান পরীক্ষার ব্যবস্থা করা (৫) পরিবার পরিকল্পনা (৬) পুষ্টি (৭) উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো গড়ে তোলা ও রক্ষণাবেক্ষণ (৮) নিকাশি ব্যবস্থা এবং ম্যালেরিয়া, কলেরা ইত্যাদি পতঙ্গ বা জলবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ (৯) গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ক্লিনিক, ডিস্পেনসারিতে দেয় চিকিৎসা পরিষেবা (১০) জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত মাসিক সভার রিপোর্টগুলির নিয়মিত পর্যালোচনা ও ব্যবস্থাগ্রহণ (১১) সাধারণ ও সংক্রামক অসুখের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক ব্যবস্থা গড়ে তোলা	প্রতিটি ✓ পিছু ১ নম্বর	১১		১. এতগুলি বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. কিছু কিছু বিষয়ে কী কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। ৩. সমস্ত বিষয়গুলিকে গত আর্থিক বছরে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ৪. বেশ কিছু বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। ৫. কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েও কোনো কাজ করা যায়নি। ৬. স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত না হওয়ার ফলে অনেক বিষয় উপেক্ষিত থেকে যায় বা অনেক সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না। ৭. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৮. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৯. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভায় সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ১০. কিছু বিষয়ে কোনো অনুদান বা বাজেটে কোনো বরাদ্দ না থাকায় কোনো আলোচনা করা হয়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ই) পূর্তকার্য ও পরিবহন (✓ দিন) [আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হয়েছে বা হচ্ছে কিনা এই দুটি বিষয় দেখতে হবে। এখানে সিদ্ধান্তের গুণমান বিচার্য নয়।]	(১) প্রতিটি গ্রামকে সব ঋতুতে চলার উপযোগী রাস্তার সাহায্যে যুক্ত করা (২) জেলা পরিষদের রাস্তাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও পথ দুর্ঘটনা কমানোর ব্যবস্থা (৩) গ্রামাঞ্চলে নতুন নিকাশি ব্যবস্থা তৈরি (৪) গ্রামাঞ্চলে পুরানো নিকাশি ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ (৫) সাধারণের ব্যবহার্য পরিকাঠামো তৈরি করা (৬) আগে যে সমস্ত পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ (৭) জেলা পরিষদের বিভিন্ন ভবন ও অন্যান্য সম্পত্তি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (৮) পরিবহন ব্যবস্থা (সড়ক ও জলপথ) (৯) রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করা (১০) লোকশিক্ষা সঞ্চারের এস.আই.টি. কক্ষে উপযুক্ত পরিকাঠামো বজায় রাখা	প্রতিটি ✓ পিছু ১ নম্বর	১০		১. এতগুলি বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. কিছু কিছু বিষয়ে কী কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। ৩. সমস্ত বিষয়গুলিকে গত আর্থিক বছরে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ৪. বেশ কিছু বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। ৫. কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েও কোনো কাজ করা যায়নি। ৬. স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত না হওয়ার ফলে অনেক বিষয় উপেক্ষিত থেকে যায় বা অনেক সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না। ৭. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৮. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৯. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভায় সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ১০. কিছু বিষয়ে কোনো অনুদান বা বাজেটে কোনো বরাদ্দ না থাকায় কোনো আলোচনা করা হয়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন (আ) : জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (ই) : পূর্তকার্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পরের পাতায়.........

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

(খ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে স্থায়ী সমিতিগুলি বিভিন্ন সভায় নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে কোনগুলিতে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করেছে? (চলছে)

স্থায়ী সমিতি	বিষয়	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঈ) কৃষি, সেচ ও সমবায় (✓ দিন) [আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হয়েছে বা হচ্ছে কিনা এই দুটি বিষয় দেখতে হবে। এখানে সিদ্ধান্তের গুণমান বিচার্য নয়।]	(১) কৃষি সম্প্রসারণ; (২) জৈব সারের ব্যবহার বাড়ানো; (৩) ফলের ও ফুলের চাষ; (৪) কৃষির বৈচিত্র্য বাড়ানো; (৫) কৃষি বিপণন; (৬) ভূমি সংরক্ষণ; (৭) জল সংরক্ষণ ও জলবিভাজিকা উন্নয়ন; (৮) সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ; (৯) সমবায় ও কৃষি ঋণ; (১০) বিভিন্ন ফসলে চাষিদের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য পাওয়া নিশ্চিত করা	প্রতিটি ✓ পিছু ১ নম্বর	১০		১. এতগুলি বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. কিছু কিছু বিষয়ে কী কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। ৩. সমস্ত বিষয়গুলিকে গত আর্থিক বছরে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ৪. বেশ কিছু বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। ৫. কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েও কোনো কাজ করা যায়নি। ৬. স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত না হওয়ার ফলে অনেক বিষয় উপেক্ষিত থেকে যায় বা অনেক সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না। ৭. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৮. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৯. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভায় সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ১০. কিছু বিষয়ে কোনো অনুদান বা বাজেটে কোনো বরাদ্দ না থাকায় কোনো আলোচনা করা হয়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(উ) শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া (✓ দিন) [আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হয়েছে বা হচ্ছে কিনা এই দুটি বিষয় দেখতে হবে। এখানে সিদ্ধান্তের গুণমান বিচার্য নয়।]	(১) ১০০ শতাংশ বালক-বালিকার জন্য প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক শিক্ষা; (২) শিশু শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মসূচি মূল্যায়ন ও তদারকি; (৩) বিদ্যালয় শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকাঠামো; (৪) মিড ডে মিল কর্মসূচি মূল্যায়ন ও তদারকি; (৫) বয়স্ক শিক্ষা এবং প্রবহমান শিক্ষা; (৬) বৃত্তিমূলক শিক্ষা; (৭) ক্রীড়া; (৮) গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র; (৯) সাংস্কৃতিক কাজকর্ম ও স্থানীয় সংস্কৃতির বিকাশ; (১০) পুরাতাত্ত্বিক ও অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী ভবন বা ঐ জাতীয় সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ	প্রতিটি ✓ পিছু ১ নম্বর	১০		১. এতগুলি বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. কিছু কিছু বিষয়ে কী কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। ৩. সমস্ত বিষয়গুলিকে গত আর্থিক বছরে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ৪. বেশ কিছু বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। ৫. কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েও কোনো কাজ করা যায়নি। ৬. স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত না হওয়ার ফলে অনেক বিষয় উপেক্ষিত থেকে যায় বা অনেক সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না। ৭. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৮. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৯. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভায় সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ১০. কিছু বিষয়ে কোনো অনুদান বা বাজেটে কোনো বরাদ্দ না থাকায় কোনো আলোচনা করা হয়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন (ঈ) : কৃষি, সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (উ) শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পরের পাতায়.........

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

(খ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে স্থায়ী সমিতিগুলি বিভিন্ন সভায় নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে কোনগুলিতে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করেছে? (চলছে)

স্থায়ী সমিতি	বিষয়	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঙ) শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ (✓ দিন) [আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হয়েছে বা হচ্ছে কিনা এই দুটি বিষয় দেখতে হবে। এখানে সিদ্ধান্তের গুণমান বিচার্য নয়।]	(১) শিশুশ্রম প্রতিরোধ (২) অল্প বয়সে বিবাহ, পণপ্রথা, নারী পাচার এবং নারী ও শিশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে জনমত ও জনপ্রতিরোধ গড়ে তোলা (৩) বালিকাদের বিদ্যালয়-ছুট বন্ধ করার স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলা (৪) ICDS কেন্দ্রগুলির নিজস্ব বাড়ি তৈরি ও তার রক্ষণা-বেক্ষণ (৫) স্বনির্ভর গোষ্ঠী সংক্রান্ত কর্মসূচি (৬) প্রতিবন্ধী কল্যাণ (৭) তফসিলি জাতি/ উপজাতি ভুক্ত ব্যক্তিদের কল্যাণ (৮) বয়স্ক ও দুর্বলতর ব্যক্তিদের কল্যাণ (IGNOAPS, IGNDPS, IGNWPS, NFBS সহায়তাপ্রদান সহ) (৯) আইনি সহায়তা (Legal Aid) (১০) ত্রাণ ও পুনর্বাসন	প্রতিটি ✓ পিছু ১ নম্বর	১০		১. এতগুলি বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. কিছু কিছু বিষয়ে কী কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। ৩. সমস্ত বিষয়গুলিকে গত আর্থিক বছরে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ৪. বেশ কিছু বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। ৫. কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েও কোনো কাজ করা যায়নি। ৬. স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত না হওয়ার ফলে অনেক বিষয় উপেক্ষিত থেকে যায় বা অনেক সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না। ৭. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৮. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৯. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভায় সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ১০. কিছু বিষয়ে কোনো অনুদান বা বাজেটে কোনো বরাদ্দ না থাকায় কোনো আলোচনা করা হয়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঋ) বন ও ভূমি সংস্কার (✓ দিন) [আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হয়েছে বা হচ্ছে কিনা এই দুটি বিষয় দেখতে হবে। এখানে সিদ্ধান্তের গুণমান বিচার্য নয়।]	(১) ভূমি সংস্কার (২) খাস বা পঞ্চায়েতের নিজস্ব জমিতে স্বনির্ভর দলগুলিকে উৎপাদনের কাজে লাগানো (৩) এলাকার জৈব বৈচিত্র্য বজায় রাখা (৪) চাষ ও বসবাসের জন্য জমি ক্রয় প্রকল্পের রূপায়ণ (৫) সামাজিক বনসৃজন ও বনখামার (৬) ভূমির সদ্ব্যবহার (৭) খাস জমি ও ন্যস্ত জমির সদ্ব্যবহার (৮) যৌথ উদ্যোগে বন সংরক্ষণ ও বনসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ (৯) জ্বালানির উৎপাদন বৃদ্ধি ও যথাযথ ব্যবহার (১০) পর্যটন শিল্পের বিস্তার	প্রতিটি ✓ পিছু ১ নম্বর	১০		১. এতগুলি বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. কিছু কিছু বিষয়ে কী কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। ৩. সমস্ত বিষয়গুলিকে গত আর্থিক বছরে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ৪. বেশ কিছু বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। ৫. কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েও কোনো কাজ করা যায়নি। ৬. স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত না হওয়ার ফলে অনেক বিষয় উপেক্ষিত থেকে যায় বা অনেক সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না। ৭. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৮. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৯. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভায় সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ১০. কিছু বিষয়ে কোনো অনুদান বা বাজেটে কোনো বরাদ্দ না থাকায় কোনো আলোচনা করা হয়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন (ঙ) : শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (ঋ) : বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পরের পাতায়.........

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

(খ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে স্থায়ী সমিতিগুলি বিভিন্ন সভায় নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে কোনগুলিতে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করেছে? (চলছে)

স্থায়ী সমিতি	বিষয়				নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(এ) মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ (✓ দিন) [আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হয়েছে বা হচ্ছে কিনা এই দুটি বিষয় দেখতে হবে। এখানে সিদ্ধান্তের গুণমান বিচার্য নয়।]	(১) মাছ চাষের সুযোগ বাড়ানো	(২) মাছ চাষের জন্য মিনিকিট বিতরণ	(৩) মাছ চাষের বিভিন্ন বিষয় মানুষকে জানানো	(৪) গরু, মহিষ, ছাগল, শুকর প্রভৃতির পালন বাড়ানো	প্রতিটি ✓ পিছু ১ নম্বর	৮		১. এতগুলি বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. কিছু কিছু বিষয়ে কী কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। ৩. সমস্ত বিষয়গুলিকে গত আর্থিক বছরে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ৪. বেশ কিছু বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। ৫. কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েও কোনো কাজ করা যায়নি। ৬. স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত না হওয়ার ফলে অনেক বিষয় উপেক্ষিত থেকে যায় বা অনেক সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না। ৭. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৮. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৯. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভায় সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ১০. কিছু বিষয়ে কোনো অনুদান বা বাজেটে কোনো বরাদ্দ না থাকায় কোনো আলোচনা করা হয়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(৫) গবাদি পশুর কৃত্রিম প্রজনন	(৬) গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা	(৭) হাঁস মুরগির পালন বাড়ানো	(৮) হাঁস মুরগির রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা				

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (এ) : মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

(খ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে স্থায়ী সমিতিগুলি বিভিন্ন সভায় নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে কোনগুলিতে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করেছে? (চলছে)

স্থায়ী সমিতি	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঐ) খাদ্য ও সরবরাহ (✓ দিন) [আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হয়েছে বা হচ্ছে কিনা এই দুটি বিষয় দেখতে হবে। এখানে সিদ্ধান্তের গুণমান বিচার্য নয়।]	(১) বিভিন্ন ধরণের রেশনকার্ডধারীরা প্রতি সপ্তাহে রেশন দোকান থেকে কোন কোন জিনিস কী কী পরিমাণে পাবেন তার তালিকা সমস্ত রেশন দোকানের সামনে নোটিসবোর্ডে টাঙানো হচ্ছে কিনা তা তদারকি করা (২) ঐ তালিকার পরিমাণ অনুযায়ী সবাই রেশন পাচ্ছেন কিনা তা তদারকি করা (৩) গণবন্টনের জন্য চাল সংগ্রহে সাহায্য করা (৪) গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার তথ্যগুলিকে হালনাগাদ (Update) করার কাজটি তদারকি করা (৫) বি.পি.এল., অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা ও অন্নপূর্ণা যোজনার রেশনকার্ড বিতরণে তদারকি করা (৬) যে সমস্ত পরিবার দুবেলা ঠিকঠাক খেতে পান না তাঁদের নামের তালিকা (গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক) তৈরি করার কাজটি তদারকি করা (৭) ঐ তালিকাভুক্ত ব্যক্তিরা অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, অন্নপূর্ণা যোজনা ও রেশনের মাধ্যমে সম্ভাব্য সকল রকম সহায়তা পাচ্ছেন কিনা তা দেখা (৮) ঐ তালিকাভুক্ত যে সমস্ত ব্যক্তিরা এরকম সহায়তার সুযোগ নিতে পারছেন না বা যাঁরা এরকম সহায়তা পাচ্ছেন না তাঁদের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা খানিকটা গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে দিয়ে করানো এবং বাকি সহায়তা জেলা পরিষদ থেকে করা	প্রতিটি ✓ পিছু ১ নম্বর	৮		১. এতগুলি বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. কিছু কিছু বিষয়ে কী কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। ৩. সমস্ত বিষয়গুলিকে গত আর্থিক বছরে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ৪. বেশ কিছু বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। ৫. কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েও কোনো কাজ করা যায়নি। ৬. স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত না হওয়ার ফলে অনেক বিষয় উপেক্ষিত থেকে যায় বা অনেক সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না। ৭. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৮. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৯. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভায় সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ১০. কিছু বিষয়ে কোনো অনুদান বা বাজেটে কোনো বরাদ্দ না থাকায় কোনো আলোচনা করা হয়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (ঐ) : খাদ্য ও সরবরাহ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

(খ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে স্থায়ী সমিতিগুলি বিভিন্ন সভায় নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে কোনগুলিতে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করেছে? (চলছে)

স্থায়ী সমিতি	উত্তর				নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ও) ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি (✓ দিন) [আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হয়েছে বা হচ্ছে কিনা এই দুটি বিষয় দেখতে হবে। এখানে সিদ্ধান্তের গুণমান বিচার্য নয়।]	(১) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	(২) হস্ত শিল্প	(৩) খাদি ও গ্রামীণ চিরন্তনী শিল্প	(৪) ক্ষুদ্র ও হস্ত শিল্প সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	প্রতিটি ✓ পিছু ১ নম্বর	৮		১. এতগুলি বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. কিছু কিছু বিষয়ে কী কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। ৩. সমস্ত বিষয়গুলিকে গত আর্থিক বছরে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ৪. বেশ কিছু বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। ৫. কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েও কোনো কাজ করা যায়নি। ৬. স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত না হওয়ার ফলে অনেক বিষয় উপেক্ষিত থেকে যায় বা অনেক সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না। ৭. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৮. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৯. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভায় সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ১০. কিছু বিষয়ে কোনো অনুদান বা বাজেটে কোনো বরাদ্দ না থাকায় কোনো আলোচনা করা হয়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(৫) শিল্পপণ্যের বিপণন	(৬) প্রতিটি বসতিতে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছানো	(৭) চাহিদা আছে এমন সমস্ত পরিবারে বিদ্যুৎ সরবরাহ	(৮) অচিরাচরিত শক্তির উৎস নির্মাণ ও ব্যবহারের প্রসার				
মোট						১০০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ৫)						২০		

৫. জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধায়ক ভূমিকা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলিতে পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য কতগুলি মাসিক বৈঠক করে তার সংকলিত রিপোর্ট রাজ্যস্তরে পাঠানো হয়েছে? [এখানে গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতিগুলির অগ্রগতি বা তার অভাব পর্যালোচনা করা হয়েছে কিনা এবং রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে কিনা তাই বিবেচ্য হবে।]		সব মাসেই (১২) এই বৈঠক হয়েছে এবং সব প্রকল্পের সংকলিত রিপোর্ট রাজ্যস্তরে পাঠানো হয়েছে এমন হলে **৪**, ১১টি মাসিক বৈঠক হয়েছে এবং সেগুলির সংকলিত রিপোর্ট রাজ্যস্তরে পাঠানো হয়েছে এমন হলে **৩**, ১০টি মাসিক বৈঠক হয়েছে এবং সেগুলির সংকলিত রিপোর্ট রাজ্যস্তরে পাঠানো হয়েছে এমন হলে **২**, ৮-৯টি বৈঠক হয়েছে এবং সেগুলির সংকলিত রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে এমন হলে **১** এবং ৮টির কম বৈঠক হলে **০**	৪		১. প্রত্যেক মাসে এরকম বৈঠক ডাকার রেওয়াজ নেই। ২. প্রত্যেক মাসে এরকম বৈঠক ডাকার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৩. প্রত্যেক মাসে এরকম বৈঠক ডাকার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. বৈঠক ডাকা হলেও তার সংকলিত রিপোর্ট তৈরি করা হয় না। ৫. বৈঠক ডাকা হলেও তার সংকলিত রিপোর্ট পাঠানোর ক্ষেত্রে উদ্যোগে ঘাটতি আছে। ৬. পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি থেকে রিপোর্ট পাওয়া যায় না বা বৈঠক ডাকলেও উপযুক্ত সাড়া পাওয়া যায় না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন ৪. (খ) - (ও) : ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন ৫. (ক) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

৫. জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধায়ক ভূমিকা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(খ) পঞ্চায়েত সমিতি থেকে আসা শেষ প্রকল্প/প্রকল্পগুচ্ছ কতদিনের মধ্যে ভেটিং করে পঞ্চায়েত সমিতিতে ফেরত পাঠানো হয়েছে?		১০ দিনের মধ্যে হলে ৪, ১১-১৫ দিনের মধ্যে হলে ২, ১৬-২১ দিনের মধ্যে হলে ১ এবং ২১ দিনের বেশি হলে ০	৪		১. তাড়াতাড়ি প্রকল্পগুলি ভেটিং করার রেওয়াজ নেই। ২. তাড়াতাড়ি প্রকল্পগুলি ভেটিং করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে তাড়াতাড়ি প্রকল্পগুলি ভেটিং করা সম্ভব হয় না। ৪. আসা প্রকল্পের সংখ্যা এত বেশি যে তাড়াতাড়ি সবগুলি ভেটিং করা সম্ভব হয় না। ৫. প্রকল্প ঠিকমতো তৈরি হয় না বলে ফেরত পাঠাতে হয়, তাই ভেটিং-এ দেরি হয়। ৬. লোকবলের অভাব বলে ভেটিং-এ দেরি হয়। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) জেলা পরিষদ বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকল্পগুলি সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য কোনো ব্যবস্থা নিয়েছে কি? [ব্যবস্থা বলতে এখানে পুস্তিকা, লিফলেট প্রকাশ, মাইক প্রচার, সচেতনতা শিবির প্রভৃতি বোঝানো হয়েছে।]		হ্যাঁ হলে ২, না হলে ০	২		১. এই ধরণের সচেতনতা শিবির করার প্রয়োজন আছে তা জানা ছিল না। ২. এই ধরণের সচেতনতা শিবির করার ক্ষেত্রে উদ্যোগের অভাব আছে। ৩. রাজনৈতিক কারণে এই ধরণের শিবির করা যায়নি। ৪. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১০		

৬. জেলা পরিষদ ভবন ও কার্যালয় ব্যবস্থাপনা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) জেলা পরিষদের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে করার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা জেলা পরিষদের নিজস্ব অফিসবাড়িতে আছে কি? [পর্যাপ্ত জায়গা অর্থে সবাই বসে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারেন এবং প্রয়োজনে সদস্যরা, বিভিন্ন আধিকারিক ও কর্মীরা এবং জনসাধারণ এসে স্বচ্ছন্দে বসে আলোচনা করতে পারেন এরকম জায়গা বোঝাবে।]		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. যখন অফিস তৈরি হয়েছিল তখন জায়গা পর্যাপ্তই মনে হত কিন্তু আস্তে আস্তে পঞ্চায়েতের কাজ বাড়ার সাথে সাথে এখন আর পর্যাপ্ত জায়গা থাকছে না। ২. বাড়ির কাঠামো বাড়িয়ে পর্যাপ্ত জায়গা বের করা অসুবিধাজনক। ৩. পর্যাপ্ত জায়গা বানানোর ক্ষেত্রে জেলা পরিষদের উদ্যোগের অভাব আছে। ৪. পর্যাপ্ত জায়গা বানানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা যায়নি। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা করার মতো কোনো বড় ঘর জেলা পরিষদ অফিসে আছে কি? [সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধিদের নিয়ে সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করা যেতে পারে এমন ঘরের কথা ভাবতে হবে।]		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা করার প্রয়োজন কম, সেজন্য একটি বড় হল তৈরি করা বাজে বিনিয়োগ বলে মনে হয়েছে। ২. সকলকে নিয়ে সভা করার বদলে ছোট ছোট ভাগে সভা করা বেশি ফলপ্রসূ বলে দেখা গেছে। ৩. এইরকম ঘর তৈরি করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. এইরকম ঘর তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জেলা পরিষদের হাতে নেই। ৫. এইরকম ঘর তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার অভাব আছে। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন ৫. (খ), (গ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন ৬. (ক), (খ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। পরের পাতায়.........

৬. জেলা পরিষদ ভবন ও কার্যালয় ব্যবস্থাপনা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(গ) স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষদের বসার নির্দিষ্ট জায়গা আছে কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. কর্মাধ্যক্ষদের নির্দিষ্ট বসার জায়গা তৈরির কথা ভাবা হয়নি। ২. কর্মাধ্যক্ষরা শুধু সভার দিনে আসেন বলে আলাদা বসার জায়গার প্রয়োজন বোঝা যায়নি। ৩. কর্মাধ্যক্ষদের নির্দিষ্ট বসার জায়গা তৈরি করার জায়গা নেই। ৪. কর্মাধ্যক্ষদের নির্দিষ্ট বসার জায়গা তৈরি করার ক্ষেত্রে উদ্যোগের অভাব আছে। ৫. প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা যায়নি। ৬. অন্যান্য কাজের চাপে এই কাজটি উপেক্ষিত থেকে গেছে। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঘ)জেলা পরিষদ কার্যালয়ে সর্বসাধারণের জন্য পানীয় জলের কোনো ব্যবস্থা ও মহিলাদের ব্যবহার্য ভাল শৌচাগার আছে কি?		দুটি ব্যবস্থাই থাকলে ৩, যেকোনো একটি থাকলে ১ এবং কোনোটি না থাকলে ০	৩		১. সর্বসাধারণের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করার কথা ভাবা হয়নি। ২. অনেকবারই এটি করার কথা ভাবা হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বাস্তবায়িত হয়নি। ৩. মহিলাদের জন্য ভাল শৌচাগারের ব্যবস্থা করার কথা ভাবা হয়নি। ৪. অনেকবারই করার কথা ভাবা হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বাস্তবায়িত হয়নি। ৫. এই রকম ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার অভাব আছে। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঙ) সরকারি আদেশনামা বিভিন্ন বিষয়ের আলাদা আলাদা ফাইলে পরপর সাজিয়ে রাখা হয় কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. এরকম ভাবে রাখার কথা জানা ছিল না। ২. এরকম ভাবে রাখার কথা ভাবা হয়নি। ৩. এরকম ভাবে রাখার কথা ভাবা হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. অন্যান্য কাজের চাপে এই বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে গেছে। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(চ) সরকারি আদেশনামা আসার ৭ দিনের মধ্যে তার উপরে ব্যবস্থা নেওয়ার (ব্যবস্থা যিনি নেবেন তাঁকে বা যে স্থায়ী সমিতি নেবে তার কর্মাধ্যক্ষকে জানিয়ে ব্যবস্থা নিতে বলা) কাজ শুরু হয় কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. এই ব্যবস্থা নিতে বলার কাজটি কে করবেন তা ঠিক করে রাখা নেই। ২. সভাধিপতি সমস্ত আদেশনামা ৭ দিনের মধ্যে পড়ে উঠতে পারেন না, ফলে ব্যবস্থা নিতে বলতেও পারেন না। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে এই ব্যবস্থা নিতে বলার কাজে দেরি হয়। ৪. যাঁদেরকে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলতে হবে তাঁদেরকে সবসময় পাওয়া যায় না। ৫. দেরি করে ব্যবস্থা নিলেও চলে যায় বলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ থাকে না। ৬. উপর থেকে চাপ আসলে তবেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ছ) বিভিন্ন স্থায়ী সমিতির সভায় নেওয়া সমস্ত সিদ্ধান্ত জেলা পরিষদের পরের সাধারণ সভায় সদস্যদের জানানো হয় কি? [দশটি স্থায়ী সমিতির সভায় নেওয়া সমস্ত সিদ্ধান্ত জেলা পরিষদের সাধারণ সভায় সদস্যদের জানাতে হবে এবং সাধারণ সভা তা অনু-সমর্থন (র‍্যাটিফিকেশন) করবে বা পরিবর্তন করবে।]		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. স্থায়ী সমিতির সভায় নেওয়া সমস্ত সিদ্ধান্ত পরের সাধারণ সভায় জানাতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. দশটি স্থায়ী সমিতি মিলিয়ে এত সিদ্ধান্ত থাকে যে সব সিদ্ধান্ত সাধারণ সভায় জানানো সম্ভব হয় না। ৩. এই সিদ্ধান্তগুলি জানাতে গেলে সাধারণ সভার মূল আলোচনা ব্যাহত হতে পারে ভেবে জানানো হয় না। ৪. আর্থিক সিদ্ধান্ত ছাড়া অন্যান্য সিদ্ধান্ত জানতে সদস্যরা আগ্রহ দেখান না। ৫. স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষরা সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত জানাতে উৎসাহ দেখান না। ৬. স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত হয় না, ফলে সবসময় জানানোর মত সিদ্ধান্ত থাকে না। ৭. স্থায়ী সমিতির সভায় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না, ফলে সবসময় জানানোর মত সিদ্ধান্ত থাকে না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন (গ), (ঙ), (চ), (ছ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (ঘ) : জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। পরের পাতায়.........

৬. জেলা পরিষদ ভবন ও কার্যালয় ব্যবস্থাপনা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(জ) জেলা পরিষদের সাধারণ সভার ও স্থায়ী সমিতির সভাগুলির কার্যবিবরণী কীভাবে লেখা হয়? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন) [কার্যবিবরণী সভার মধ্যেই লেখা হবে, তারপর সভাপতি তাতে সই করবেন ও সভার শেষে তা পড়ে শোনাতে হবে।]	(১) সভার মধ্যে লেখা হয়, তারপর সভাপতি তাতে সই করেন এবং সভার শেষে তা পড়ে শোনানো হয় (২) সভার মধ্যে লেখা হয়, তারপর সভাপতি তাতে সই করেন কিন্তু সভার শেষে পড়া হয় না (৩) সভার পরে সাত দিনের মধ্যে লেখা হয় (৪) পরের সভার আগে লেখা হয় (৫) কখন লেখা হবে তার কোনো ঠিক থাকে না	উত্তর (১) হলে ৩, উত্তর (২) হলে ২, উত্তর (৩) হলে ১, উত্তর (৪) হলে ০ এবং উত্তর (৫) হলে -২	৩		১. সভার মধ্যেই কার্যবিবরণী লিখতে হবে, তারপর সভাপতি তাতে সই করবেন ও সভার শেষে তা পড়ে শোনাতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. সভার শেষে কেউ আর কার্যবিবরণী শুনতে আগ্রহ দেখান না। ৩. সভার মধ্যে লেখা বেশ কষ্টসাধ্য। ৪. সভার পরে লেখাই রেওয়াজ বলে সভার মধ্যে লেখার উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৫. দেরি করে লেখার কিছু বিশেষ সুবিধা আছে বলে দেরি করেই লেখা হয়। ৬. কাজটি বেশ পরিশ্রমসাধ্য হওয়ায় পরে করব বলে অনেক সময়েই ফেলে রাখা হয়। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১২		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর × ২ ÷ ৩)			৮		

৭. জেলা পরিষদ তথ্যসংরক্ষণ ও তা জানার ব্যবস্থা

(ক) রেজিস্টার সংক্রান্ত

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(১)উল্লিখিত রেজিষ্টার গুলি নিয়মিত হালনাগাদ (Update) করা হয় কি? (হ্যাঁ/না)	১. ডিমান্ড ও কালেকশন রেজিষ্টার (Demand and Collection Register) (Form No. 5) ২. অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন রেজিষ্টার (Appropriation Register) (Form No. 13A) 3. অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন রেজিষ্টার (Appropriation Register No. 2) (Form 13B) ৪. ইমমুভেবল প্রোপার্টি রেজিষ্টার (Register of Immovable Propoerties) (Form No. 22) ৫. মুভেবল প্রোপার্টি রেজিষ্টার (Register for Movable Propoerties) (Form No. 23)	রেজিষ্টারের সংখ্যা x ১	৫		১. এই ধরণের কোনো রেজিষ্টার নেই। ২. নিয়মিত হালনাগাদ করা দরকার জানা ছিল না। ৩. কত সময়ের ব্যবধানে হালনাগাদ করা উচিত জানা নেই। ৪. এই কাজ কে করবেন জানা নেই, তাই কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ৫. যাকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। ৬. এই খাতা লেখার/হালনাগাদ করার পদ্ধতি জানা নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন ৬. (জ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন ৭. (ক) - (১) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

(ক) রেজিস্টার সংক্রান্ত (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(২) Imprest Cash Register (Form No. 18) নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় কি? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)	(১) Imprest Cash তোলা হয় না ও তাই এই রেজিস্টার রাখা হয় না। (২) Imprest Cash তোলা হয় ও রেজিস্টার নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। (৩) Imprest Cash তোলা হয়, তবে রেজিস্টার নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় না।	উত্তর (১) বা (২) হলে ১ এবং উত্তর (৩) হলে -১	১		১. Imprest Cash Register নেই। ২. নিয়মিত হালনাগাদ করা দরকার জানা ছিল না। ৩. কত সময়ের ব্যবধানে হালনাগাদ করা উচিত জানা নেই। ৪. এই কাজ কে করবেন জানা নেই, তাই কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ৫. যাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার কাছে তথ্যগুলি ঠিকমতো বা সময়মতো পৌঁছায় না। ৬. যাঁকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। ৭. এই খাতা লেখার/হালনাগাদ করার পদ্ধতি জানা নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৩) Advance Register (Form No. 19) নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় কি? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)	(১) Advance তোলা হয় না ও তাই এই রেজিস্টার রাখা হয় না। (২) Advance তোলা হয় ও রেজিস্টার নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। (৩) Advance তোলা হয়, তবে রেজিস্টার নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় না।	উত্তর (১) বা (২) হলে ১ এবং উত্তর (৩) হলে -১	১		১. Advance Register নেই। ২. নিয়মিত হালনাগাদ করা দরকার জানা ছিল না। ৩. কত সময়ের ব্যবধানে হালনাগাদ করা উচিত জানা নেই। ৪. এই কাজ কে করবেন জানা নেই, তাই কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ৫. যাঁকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। ৬. এই খাতা লেখার/হালনাগাদ করার পদ্ধতি জানা নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৪) Register of Receipts by Cheque (Form No. 10) এবং Cheque Issue Register (Form No. 10A) নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় কি?		দুটিই নিয়মিত হালনাগাদ করা হলে ২, একটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হলে ০ এবং কোনোটিই নিয়মিত হালনাগাদ করা না হলে -১	২		১. Register of Receipts by Cheque এবং Cheque Issue Register নেই। ২. নিয়মিত হালনাগাদ করা দরকার জানা ছিল না। ৩. কত সময়ের ব্যবধানে হালনাগাদ করা উচিত জানা নেই। ৪. এই কাজ কে করবেন জানা নেই, তাই কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ৫. যাকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। ৬. এই খাতা লেখার/হালনাগাদ করার পদ্ধতি জানা নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (২) - (৪) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

(ক) রেজিস্টার সংক্রান্ত (চলছে)

বিষয়	উত্তর (হ্যাঁ/না)	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(৫) জেলা পরিষদে অভিযোগ রেজিস্টার নিয়মিত পর্যালোচনা করা হয় কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. এমন কোনো রেজিস্টার রাখতে হবে জানা ছিল না। ২. এমন কোনো রেজিস্টারের প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। ৩. ভাবা হয়েছিল, কিন্তু এই খাতা কার তত্ত্বাবধানে থাকবে বোঝা যায়নি। ৪. চালু হয়েছিল, কিন্তু অভিযোগ জমা না পড়ার কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। ৫. চালু হয়েছিল, কিন্তু অনেক ভিত্তিহীন অভিযোগ পাওয়ার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ৬. অভিযোগগুলি সম্বন্ধে তথ্য/প্রতিবেদন চেয়ে পাওয়া যায় না বলে ব্যবস্থাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ৭. অভিযোগগুলি পর্যালোচনা করার দায়িত্ব নির্দিষ্টভাবে কাউকে দেওয়া নেই। ৮. যাঁকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ২)			৫		

(খ) তথ্য পাওয়ার অধিকার সংক্রান্ত

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(১)তথ্যের অধিকার আইন অনুযায়ী নাগরিকদের তথ্য জানানোর ব্যবস্থা আছে কি? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন) [তথ্য পাওয়ার অধিকার আইনে স্বীকৃতি পেয়েছে। নীতির দিক থেকেও এই অধিকারকে অস্বীকার করা যায় না। কেউ তথ্য পেলে বোঝা যায় যে শুধু কাগজে নয় বাস্তবেও তথ্য জানানো হচ্ছে।]		ব্যবস্থা থাকলে ও তথ্য কেউ নিয়ে থাকলে ২, ব্যবস্থা আছে কিন্তু তথ্য কেউ নেয়নি এমন হলে ১ এবং ব্যবস্থা নেই এমন হলে ০	২		১. এই আইন সংক্রান্ত খবরাখবর পঞ্চায়েত সমিতির কাছে নেই। ২. এই আইন বলবৎ হবার ফলে পঞ্চায়েত সমিতির কি করণীয় তা এখনো বোঝা যায়নি। ৩. কেউ তথ্য জানতে চাননা/চাননি, তাই ব্যবস্থাও নেই। ৪. কীভাবে তথ্য জানানো হবে জানা নেই। ৫. তথ্য কে জানাবে স্পষ্ট নয়, তাই ব্যবস্থাও নেই। ৬. ব্যবস্থা আছে কিন্তু তার প্রচার নেই বলে কেউ জানেন না এই ব্যবস্থার কথা। ৭. তথ্য জানালে নানা রকম অসুবিধা/গন্ডগোল বাধতে পারে বলে ব্যবস্থা নেই। ৮. কোন কোন তথ্য জানানো যেতে পারে তা স্পষ্ট নয়। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(২)তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত কতগুলি আবেদন আপীলের পর্যায়ে গেছে?		১০ % বা তার কম হলে ২ ১০ % এর বেশী হলে ০	২		১. যে তথ্যগুলি চাওয়া হয়েছে সেগুলি সর্বদা প্রস্তুত থাকে না। ২. যে তথ্যগুলি চাওয়া হয়েছে সেগুলি সংগ্রহ করতে প্রচুর সময় লাগে। ৩. যাকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। ৪. অন্যান্য কাজের চাপে এই বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে গেছে। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৪		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ২)			২		

প্রশ্ন (ক) - (৫) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (খ). (১), (২) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

৮. জেলা পরিষদের কাজের স্বচ্ছতা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) জেলা পরিষদের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক হিসাব / বার্ষিক প্রতিবেদন কীভাবে জানানো হয়? (যেটি বা যেগুলি করা হয় সেটিতে বা সেগুলিতে ✓ দিন) [জেলা পরিষদের কাজে স্বচ্ছতা আছে এবং সব কর্মসূচি ও কর্মধারা উৎসাহী সাধারণ মানুষের জানবার সুযোগ আছে ◎ এই তথ্য জানার জন্য এই প্রশ্ন রাখা হয়েছে। প্রকৃত অবস্থা অনুযায়ী নম্বর দিতে হবে।]	(১) জেলা সংসদ সভায় পেশ করা হয় (২) জেলা গ্রন্থাগারে জমা দেওয়া হয় (৩) অফিস থেকে চাইলে সরবরাহ করা হয়	সমস্ত ব্যবস্থাই থাকলে **৩**, যে কোনো দুটি ব্যবস্থা থাকলে **২**, যে কোনো একটি ব্যবস্থা থাকলে **১** এবং কোনো ব্যবস্থাই নেই এমন হলে **০**	৩		১. সবকটি ব্যবস্থার কথা জানা ছিল না। ২. সবকটি ব্যবস্থার কথা জানা থাকলেও উদ্যোগের অভাব আছে। ৩. গ্রন্থাগার বহু দূরে বলে সেখানে জমা দেওয়া হয় না। ৪. জেলা সংসদ সভায় পড়ে কোনো লাভ হয় না। ৫. অফিস থেকে কেউ চাইতে পারেন জানা ছিল না। ৬. অফিস থেকে চাওয়ার ব্যবস্থা করলে কর্মীদের কাজের ক্ষতি হয়। ৭. এই হিসাব বা প্রতিবেদন যে কোনো মানুষকে দিলে অযথা তর্ক-বিতর্ক হবে ভেবে দেওয়া হয় না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে বেআইনি কার্যকলাপ বা অনিয়মের কারণে জেলা পরিষদের হাত থেকে কোন ক্ষমতা প্রত্যাহার করা হয়েছে কি?		না হলে ১ হ্যাঁ হলে ০	১		১. জেলা পরিষদ বিভিন্ন আইন সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল নয়। ২. সভাধিপতি জেলা পরিষদের অজ্ঞাতে অতি সক্রিয় হয়ে কাজ করেছেন। ৩. জেলা পরিষদের সভাধিপতি উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবেই আইন অমান্য করেছে। ৪. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে গৃহীত কত শতাংশ অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?		৯০% বা তার বেশী হলে ৩, ৮০-৮৯% হলে ২, ৭০-৭৯% হলে ১, ৬০-৭৯% হলে ০ ৬০% এর চেয়ে কম হলে - ১ পাওয়া যাবে	৩		১. যাকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। ২. কর্মচারীর অপ্রতুলতার কারণে কাজটি ঠিকভাবে করা সম্ভব হয় না। ৩. এই কাজ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। ৪. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঘ) প্রতিটি কাজের স্থানে কাজের বিবরণ, খরচ ও কারা কাজ পেয়েছেন তার তালিকা স্থায়ী নোটিস বোর্ডে টাঙানো হয় কি? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)	(১) সব ক্ষেত্রেই টাঙানো হয় (২) বেশিরভাগ ক্ষেত্রে টাঙানো হয় (৩) কোনো কোনো ক্ষেত্রে টাঙানো হয় (৪) কখনোই টাঙানো হয় না	উত্তর (১) হলে **৩**, উত্তর (২) হলে **২**, উত্তর (৩) হলে **১** এবং উত্তর (৪) হলে **০**	৩		১. প্রতিটি কাজের স্থানে টাঙাতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. টাঙানো উচিত কিন্তু কখনোই টাঙানোর উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে প্রতিটি স্থানে টাঙানো সম্ভব হয় না। ৪. এই কাজ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। ৫. এর আগে টাঙানোর পর নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে বলে আর টাঙানো হয়নি। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১০		

প্রশ্ন (ক) - (ঘ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

৯. শিক্ষা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) মহিলাদের সাক্ষরতার হার পুরুষদের সাক্ষরতার হারের কত কম? (৩১শে মার্চ ২০১১ তারিখের অবস্থা অনুযায়ী) [= পুরুষ সাক্ষরতার হার - মহিলা সাক্ষরতার হার]		অনধিক ৫% কম হলে **৫**, ৬-১০% কম হলে **৪**, ১১-১৫% কম হলে **৩**, ১৬-২০% কম হলে **২** এবং ২০%-এর অধিক কম হলে **০**	৫		১. এই জেলাতে সামগ্রিকভাবে সাক্ষরতার হার কম। ২. এই জেলাতে সামগ্রিকভাবে মহিলাদের সাক্ষরতার হার কম। ৩. মহিলাদের সাক্ষরতা প্রসারে কখনই কার্যকরী উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. এই অঞ্চলে মহিলাদের সাক্ষরতার প্রসারে সামাজিক/পারিবারিক বাধা আছে। ৫. সুস্পষ্ট কোনো বাধা না থাকলেও পরিবারগুলি কোনো উদ্যোগ দেখায় না। ৬. সাক্ষরতা প্রসারের বিষয়টিতে কখনই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়নি। ৭. সাক্ষরতা প্রসারের বিষয়টি জেলা পরিষদের দায়িত্বে সম্পূর্ণভাবে নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) এলাকায় ধারাবাহিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলির অবস্থা কেমন? (৩১শে মার্চ ২০১১ তারিখের অবস্থা অনুযায়ী) (যে কোনো একটিতে ✓ দিন) [এখানে কেন্দ্রের সংখ্যা বিবেচনায় আনা হয়নি। সবগুলি কেন্দ্র চালু আছে এবং অন্তত অর্ধেক সংখ্যকের মান সন্তোষজনক এমন হলেই ৩ নম্বর পাওয়া যাবে। আবার, সবগুলি কেন্দ্র চালু আছে কিন্তু অর্ধেকের বেশি সংখ্যকের মান সন্তোষজনক নয়, এমন হলে ২ নম্বর পাওয়া যাবে। এলাকার মধ্যে কোনো একটি কেন্দ্র চালু না থাকলেই ০ পাওয়া যাবে।]	(১) অনুমোদিত কেন্দ্র সবগুলি চালু আছে ও তাদের মান সন্তোষজনক (২) অনুমোদিত কেন্দ্র সবগুলি চালু আছে তবে কিছু কেন্দ্রের মান সন্তোষজনক নয় (৩) এক বা একাধিক কেন্দ্র চালু নেই	উত্তর (১) হলে **৩**, উত্তর (২) হলে **২** এবং উত্তর (৩) হলে **০**	৩		১. ধারাবাহিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলি কার্যকরীভাবে চালাতে উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ২. অন্যান্য কাজের চাপে ধারাবাহিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলি চালানোর বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে গেছে। ৩. ধারাবাহিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলি চালানোর বিষয়টিতে কখনই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়নি। ৪. সরকারি অর্থের নিয়মিত যোগান না থাকার জন্য ধারাবাহিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে কার্যকরীভাবে চালানো যায়নি। ৫. ধারাবাহিক শিক্ষাকেন্দ্রে আসতে এলাকার পড়ুয়ারা উৎসাহিত বোধ করেন না। ৬. ধারাবাহিক শিক্ষাকেন্দ্রের বিষয়টি জেলা পরিষদের দায়িত্বে সম্পূর্ণভাবে নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) জেলা পরিষদ এলাকার কত শতাংশ গ্রাম সংসদে কোনো না কোনো প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, ই.জি.এস. বা ব্রীজ কোর্স কেন্দ্র) আছে? [= (প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, ই.জি.এস. বা ব্রীজ কোর্স কেন্দ্র আছে এমন গ্রাম সংসদের সংখ্যা × ১০০) ÷ জেলা পরিষদ এলাকার মোট গ্রাম সংসদের সংখ্যা]		১০০% গ্রাম সংসদে থাকলে **৪**, ৯০-৯৯% গ্রাম সংসদে থাকলে **৩**, ৮০-৮৯% গ্রাম সংসদে থাকলে **২**, ৭০-৭৯% গ্রাম সংসদে থাকলে **১** এবং ৭০%-এর কম গ্রাম সংসদে থাকলে **০**	৪		১. এই সমস্ত বিদ্যালয় খোলার উদ্যোগ কীভাবে নেওয়া হবে জানা নেই। ২. এই বিদ্যালয়গুলি খোলার প্রক্রিয়া জটিল ও দীর্ঘ। ৩. এই বিদ্যালয়গুলি খোলার চূড়ান্ত অনুমোদন যাঁরা দেন তাঁদের কাছে জেলা পরিষদের প্রস্তাবের মূল্য নেই তাই জেলা পরিষদের আগ্রহ থাকে না। ৪. এই বিদ্যালয়গুলির জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগত সাহায্য কোথায় পাওয়া যাবে জানা নেই। ৫. এইসব বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। ৬. এই বিদ্যালয়গুলি খোলার উদ্যোগ কে নেবেন স্পষ্ট নয়। ৭. বিদ্যালয় খোলার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল কিন্তু ফল হয়নি। ৮. বিকল্প বিদ্যালয়গুলিতে বিদ্যার্থীরা যেতে চায় না। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন (ক) - (গ) : শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পরের পাতায়.........

৯. শিক্ষা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঘ) জেলা পরিষদ এলাকার কত শতাংশ গ্রাম সংসদের ৩ কিমির মধ্যে কোনো না কোনো উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (উচ্চ মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়া যায় এমন ই.জি.এস. বা রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়) আছে? [= (৩ কিমির মধ্যে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান আছে এমন গ্রাম সংসদের সংখ্যা × ১০০) ÷ জেলা পরিষদ এলাকার মোট গ্রাম সংসদের সংখ্যা]		১০০% গ্রামের ৩ কিমির মধ্যে থাকলে **৪**, ৯০-৯৯% গ্রামের ৩ কিমির মধ্যে থাকলে **৩**, ৮০-৮৯% গ্রামের ৩ কিমির মধ্যে থাকলে **২**, ৭০-৭৯% গ্রামের ৩ কিমির মধ্যে থাকলে **১** এবং ৭০%-এর কম গ্রামের ৩ কিমির মধ্যে থাকলে **০**	৪		১. এই সমস্ত বিদ্যালয় খোলার উদ্যোগ কীভাবে নেওয়া হবে জানা নেই। ২. এই বিদ্যালয়গুলি খোলার প্রক্রিয়া জটিল ও দীর্ঘ। ৩. এই বিদ্যালয়গুলি খোলার চূড়ান্ত অনুমোদন যাঁরা দেন তাঁদের কাছে জেলা পরিষদের প্রস্তাবের মূল্য নেই তাই জেলা পরিষদের আগ্রহ থাকে না। ৪. এই বিদ্যালয়গুলির জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগত সাহায্য কোথায় পাওয়া যাবে জানা নেই। ৫. এইসব বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। ৬. এই বিদ্যালয়গুলি খোলার উদ্যোগ কে নেবেন স্পষ্ট নয়। ৭. বিদ্যালয় খোলার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল কিন্তু ফল হয়নি। ৮. বিকল্প বিদ্যালয়গুলিতে বিদ্যার্থীরা যেতে চায় না। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঙ) কত শতাংশ ব্লকের ক্ষেত্রে মিড-ডে মিলে যে খাবার দেওয়া হয় তার পরিমাণ ও গুণমান বিদ্যালয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে? [২০১০-১১ আর্থিক বছরে কোনো ব্লকের অন্তত ২টি বিদ্যালয়ে এরকম পরীক্ষা করা হয়ে থাকলে তবেই সেই ব্লককে হিসাবে আনা যাবে। যত শতাংশ ব্লকে এইরকম পরীক্ষা করা হয়েছে সেই অনুযায়ী নম্বর পাওয়া যাবে।]		১০০% ব্লকে পরীক্ষা করা হলে **৪**, ৯০-৯৯% ব্লকে পরীক্ষা করা হলে **৩**, ৮০-৮৯% ব্লকে পরীক্ষা করা হলে **২**, ৭০-৭৯% ব্লকে পরীক্ষা করা হলে **১** এবং ৭০%-এর কম ব্লকে পরীক্ষা করা হলে **০**	৪		১. এবিষয়ে নজর দেওয়া হয়নি। ২. এবিষয়ে নজর দেওয়ার দরকার আছে বলে মনে হয়নি। ৩. এটিকে ব্লকের কাজ বলে মনে করা হয়েছে। ৪. অন্যান্য কাজের চাপে এই কাজটি করার সময় পাওয়া যায়নি। ৫. লোকবলের অভাবে কাজটি করা যায়নি। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			২০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ২)			১০		

প্রশ্ন (ঘ) - (ঙ) : শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

১০. জনস্বাস্থ্য

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) কত শতাংশ পরিবারের নলবাহিত জলের বা নলকূপের বা কূঁয়ার সুযোগ আছে?		৫০% বা তার বেশি হলে **২**, ২০-৪৯% হলে **১** এবং ২০%-এর কম হলে **০**	২		১. অধিকাংশ পরিবারেরই বাড়িতে এই ধরণের ব্যবস্থা করার সামর্থ্য নেই। ২. এলাকায় সরকারি উদ্যোগে যথেষ্ট পরিমাণে পানীয় জলের উৎস থাকায় অনেকেই আর বাড়িতে এই ব্যবস্থাটি রাখেননি। ৩. অনেক এলাকায় কাছাকাছি পুকুর থেকে পানীয় জল নেওয়ার অভ্যাসের বিরুদ্ধে সকলকে সচেতন করা যায়নি। ৪. এই সংক্রান্ত তথ্য জেলা পরিষদে নেই। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) কত শতাংশ পরিবারে শৌচাগার আছে? [= শৌচাগার আছে এমন পরিবারের সংখ্যা × ১০০) ÷ মোট পরিবারের সংখ্যা]		১০০% পরিবারে থাকলে **৪**, ৭০-৯৯% পরিবারে থাকলে **৩**, ৫০-৬৯% পরিবারে থাকলে **২**, ৩০-৪৯% পরিবারে থাকলে **১**, ৩০%-এর কম পরিবারে থাকলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-২**	৪		১. মানুষের মধ্যে এই নিয়ে সচেতনতার অভাব আছে। ২. মানুষের মধ্যে এই নিয়ে উদ্যোগের অভাব আছে। ৩. স্যানিটারি মার্টে টাকা জমা দেওয়ার পর কবে শৌচাগারের প্লেট পাওয়া যাবে তা নিয়ে নিশ্চয়তা না থাকায় মানুষ আগ্রহী হন না। ৪. শৌচাগার নির্মাণের কাজ কীভাবে এগোনো যাবে তা জানা নেই। ৫. জেলা পরিষদের তরফ থেকে এই কাজে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৬. পঞ্চায়েত সমিতিগুলির তরফ থেকে এই কাজে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৭. গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির তরফ থেকে এই কাজে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৮. এই সংক্রান্ত তথ্য জেলা পরিষদে নেই। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) জেলার অর্ন্তগত কতগুলি গ্রাম পঞ্চায়েত নির্মল গ্রাম পুরস্কার পেয়েছে?		৯০-১০০% হলে **৪**, ৮৯-৭৫% হলে **২** ৭৫%-এর কম হলে **০**এবং একটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও না পেলে -২	৪		১. মানুষের কাছে স্বাস্থ্য সম্মত শৌচাগারের কোনো চাহিদা নেই। ২. কিছু মানুষ তৈরি শৌচাগার ব্যবহার করেনা। ৩. কিছু মানুষ চিরাচরিত পদ্ধতিই অনুসরণ করতে পছন্দ করেন। ৪. স্যানিটারী মার্টে টাকা জমা দেওয়ার পর কবে শৌচাগারের প্লেট পাওয়া যাবে তার নিশ্চয়তা নেই। ৫. চাতাল, নালা ও সোক পিট সব জায়গায় করার মতো আর্থিক সামর্থ্য নেই। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১০		

প্রশ্ন (ক) - (গ) : জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

১১. দরিদ্রদের স্বপক্ষে গৃহীত কার্যাবলী

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) কত শতাংশ পরিবার দারিদ্রসীমার নীচে (BPL) আছে (গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার সর্বশেষ সংশোধন অনুযায়ী)? [= (বি.পি.এল. পরিবার × ১০০) ÷ মোট পরিবার।]		১০% বা তার কম হলে **৫**, ১১-২০% হলে **৪**, ২১-৩০% হলে **৩**, ৩১-৪০% হলে **২** ৪১-৫০% হলে **১** এবং ৫০%-এর বেশি হলে **০**	৫		১. এই অঞ্চল বহুদিন ধরেই দারিদ্রপীড়িত, তাই দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারের সংখ্যা প্রচুর। ২. দারিদ্র দূরীকরণের জন্য জেলা পরিষদের তরফে যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. দারিদ্র দূরীকরণের জন্য জেলা পরিষদের হাতে যথেষ্ট অর্থ নেই। ৪. দারিদ্র দূরীকরণের জন্য পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি যথেষ্ট উদ্যোগ নেয়নি। ৫. দারিদ্র দূরীকরণের জন্য পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির হাতে যথেষ্ট অর্থ নেই। ৬. দারিদ্র দূরীকরণের জন্য ঠিক কী কী করা উচিত জানা নেই। ৭. এলাকায় দরিদ্র পরিবারের সংখ্যা এত বেশি যে কোনো উদ্যোগই যথেষ্ট হয় না। ৮. বি.পি.এল. তালিকা তৈরির ভুলের জন্য প্রচুর পরিবারকে দারিদ্রসীমার নীচে দেখানো হয়েছে। ৯. এই সংক্রান্ত তথ্য জেলা পরিষদে নেই। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে MGNREGS প্রকল্পে কাজ চাওয়া পরিবারগুলিকে গড়ে কতদিন কাজ দেওয়া গেছে? (সবকটি রূপায়ণকারী সংস্থা মিলিয়ে) [= ২০১০-১১ আর্থিক বছরে এই প্রকল্পে মোট যত শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে ÷ কাজের দাবি জানিয়েছে এমন পরিবারের সংখ্যা।]		১০০ দিন বা তার বেশি হলে **৬**, ৮০-৯৯ দিন হলে **৫**, ৬০-৭৯ দিন হলে **৪**, ৪০-৫৯ দিন হলে **৩**, ২০-৩৯ দিন হলে **২** এবং ২০ দিনের কম হলে **-২**	৬		১. এই প্রকল্পে ধারাবাহিকভাবে কাজ সৃষ্টি করা যাচ্ছে না। ২. কিছু এলাকায় শ্রমভিত্তিক কাজ করার সুযোগ খুব কম। ৩. আগে পরিকল্পনা করে না রাখায় কাজ শুরু করতে দেরি হচ্ছে বলে বেশি কাজ করা যাচ্ছে না। ৪. জেলা থেকে টাকা পাওয়ার সমস্যার জন্য পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি বেশি কাজ করতে পারেনি। ৫. স্কীম ভেটিং হতে দেরি হওয়ার জন্য বেশি কাজ করা যায়নি। ৬. কাজের অগ্রাধিকার নিয়ে বাদানুবাদ হওয়ার জন্য কাজ শুরু করতে দেরি হয়। ৭. গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে দ্রুত কাজ হচ্ছে না বলে সামগ্রিকভাবে বেশি কাজ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ৮. কাজ চাওয়া পরিবারের সংখ্যা এত বেশি যে সমস্ত পরিবারকে ১০০ দিন কাজ দেওয়ার মত সক্ষমতা পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির নেই। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে মজুরিভিত্তিক প্রকল্পে সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতি ও সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের বরাদ্দের হিসাবে যত শ্রমদিবস তৈরি করা সম্ভব ছিল তার কত শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়েছে? [= (গত বছরের মোট শ্রমদিবস × ১০০) ÷ গত বছরের শ্রমদিবসের লক্ষ্যমাত্রা]		৯০-১০০% হলে **৪**, ৬০-৮৯% হলে **২**, ৪০-৫৯% হলে **১** এবং ৪০%-এর কম হলে **০**	৪		১. NREGS প্রকল্পে বা অন্য প্রকল্পে ধারাবাহিকভাবে কাজ সৃষ্টি করা যাচ্ছে না। ২. কিছু এলাকায় শ্রমভিত্তিক কাজ করার সুযোগ খুব কম। ৩. কোন কাজ করা হবে তা আগে থেকে পরিকল্পনা করে না রাখায় কাজ শুরু করতে দেরি হচ্ছে বলে বেশি কাজ করা যাচ্ছে না। ৪. স্কীম ভেটিং হতে দেরি হওয়ার জন্য বেশি কাজ করা যায়নি। ৫. কাজের অগ্রাধিকার নিয়ে বাদানুবাদ হওয়ার জন্য কাজ শুরু করতে দেরি হয়। ৬. পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির সক্ষমতার অভাব আছে। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (ক) - (গ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

১১. দরিদ্রদের স্বপক্ষে গৃহীত কার্যাবলী (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঘ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে SGSY, SCP, TSP ইত্যাদি প্রকল্পে ব্যাংক ঋণের সহায়তায় সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতি মিলিয়ে যত পরিবারের নিজস্ব অর্থনৈতিক উদ্যোগ গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা ছিল তার কত শতাংশ পূরণ হয়েছে?		৯০-১০০% পূরণ হলে **৫**, ৮০-৮৯% পূরণ হলে **৪**, ৭০-৭৯% পূরণ হলে **৩**, ৬০-৬৯% পূরণ হলে **২**, ৫০-৫৯% পূরণ হলে **১** এবং ৫০%-এর কম পূরণ হলে **০**	৫		১. সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতি মিলিয়ে এইরকম লক্ষ্যমাত্রা হিসাব করা হয়নি। ২. ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকে ঠিকমতো সাড়া পাওয়া যায়নি। ৩. পঞ্চায়েত সমিতিগুলিতে এইসব প্রকল্পগুলি নিয়ে উদ্যোগের অভাব আছে। ৪. পঞ্চায়েত সমিতিগুলিতে অর্থনৈতিক উদ্যোগ গড়ে তোলার আগের পর্যায়গুলির (গ্রেডিং বা অন্যান্য) অগ্রগতি ধীর হওয়ায় এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণের কাজটি ব্যাহত হয়েছে। ৫. জেলা পরিষদ থেকে পঞ্চায়েত সমিতিগুলির কাজের অগ্রগতি তদারকি করা হয়নি। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঙ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরের শেষে কত শতাংশ দরিদ্র মহিলা স্বনির্ভর দলের আওতাভুক্ত? [= সবকটি স্বনির্ভর দলের মোট দরিদ্র সদস্যা × ১০০) ÷ (১৮ বছর বা তার বেশি বয়সী মোট দরিদ্র মহিলার সংখ্যা)]		৭০% বা তার বেশি হলে **৫**, ৫০-৬৯% হলে **৪**, ৩০-৪৯% হলে **৩**, ২৫-২৯% হলে **২** এবং ২৫%-এর কম হলে **০**	৫		১. স্বনির্ভর দল গঠনের কাজটি জেলা পরিষদ থেকে বিশেষ তদারকি করা হয়নি। ২. স্বনির্ভর দল গঠনের জন্য পঞ্চায়েত সমিতিগুলির বিশেষ উদ্যোগ নেই। ৩. স্বনির্ভর দল গঠনের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির বিশেষ উদ্যোগ নেই। ৪. অন্য কাজের চাপে স্বনির্ভর দল গঠনের বিষয়টি গুরুত্ব পায় না। ৫. অনেকে স্বনির্ভর দলে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে পরিবার থেকে সমর্থন পান না। ৬. স্বনির্ভর দল গঠনের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে দায়িত্ব ভাগাভাগি খুব পরিষ্কার নয়। ৭. ছমাস হয়ে যাওয়ার পরেও অনেক দলের গ্রেডিং হয়নি বলে নতুন দল গঠনে মহিলাদের উৎসাহিত করা যাচ্ছে না। ৮. যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাবে অনেক দল লাভজনক কাজ করতে পারছে না বলে নতুন দল গঠনে মহিলাদের উৎসাহিত করা যাচ্ছে না। ৯. এস.জি.এস.ওয়াই. নয় এমন কতগুলি দল গঠিত হয়েছে তার খবর জেলা পরিষদে নেই। ১০. এস.জি.এস.ওয়াই নয় এমন দলগুলি পঞ্চায়েতের কাছ থেকে সুযোগ পায় না বলে এই দল অনেক ভেঙ্গে গেছে। ১১. এই সংক্রান্ত তথ্য জেলা পরিষদে নেই। ১২. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (ঘ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (ঙ) : শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

১১. দরিদ্রদের স্বপক্ষে গৃহীত কার্যাবলী (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(চ) ২০০৯-১০ আর্থিক বছরের শেষে কত শতাংশ পঞ্চায়েত সমিতিতে স্বনির্ভর দলের মহাসংঘ আছে?		৭৫-১০০%.-এ থাকলে **৫**, ৫০-৭৪%.-এ থাকলে **৪**, ২৫-৪৯%.-এ থাকলে **৩**, ১৫-২৪%.-এ থাকলে **২**, ৫-১৪%.-এ থাকলে **১** এবং কোনো পঞ্চায়েত সমিতিতে না থাকলে **০**	৫		১. মহাসংঘ গঠনের জন্য পঞ্চায়েত সমিতির বিশেষ উদ্যোগ নেই। ২. মহাসংঘ গঠনের প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৩. মহাসংঘ গঠনের বিষয়টি জেলা পরিষদ থেকে তদারকি করা হয়নি। ৪. অন্য কাজের চাপে মহাসংঘ গঠনের বিষয়টি গুরুত্ব পায় না। ৫. পঞ্চায়েত সমিতিতে স্বনির্ভর দলের সংখ্যা যথেষ্ট কম বলে মহাসংঘ গঠন করা যায়নি। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৩০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর × ২ ÷ ৩)			২০		

১২. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়ন

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) ২০১০-১১ আর্থিক বছরের শেষে জেলা পরিষদ এলাকায় কত শতাংশ জমি সেচের সুবিধা যুক্ত? [সেচযুক্ত অর্থে সব ধরণের সেচই ধরা যাবে। প্রয়োজনমতো জল বৃহৎ সেচ প্রকল্প, নদী বা বড় খাল থেকে পাম্প দিয়ে তোলা, গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ (গুচ্ছ বা একক) পাম্প দিয়ে বা শ্রমশক্তিতে তোলা, কোনো পুকুর, কুঁয়া বা খাল থেকে পাম্প দিয়ে বা শ্রমশক্তিতে (ডোঙা বা এই ধরণের কিছুর সাহায্যে) তোলা হলে সেই জমি সেচযুক্ত ধরা হবে।]		তথ্য থাকলে ও সেই তথ্য অনুযায়ী ৮০-১০০% হলে **৫**, ৬০-৭৯% হলে **৪**, ৪০-৫৯% হলে **৩**, ২০-৩৯% হলে **২**, ৫-১৯% হলে **১**, ৫%-এর কম হলে **০** এবং কোনো তথ্য না থাকলে **-১**	৫		১. কিছু এলাকায় সার্বিক ভাবে সেচের সুযোগ ভালো নয়। ২. কিছু এলাকায় পর্যাপ্ত সংখ্যায় সেচের উৎস নেই। ৩. সেচের ব্যবস্থা আছে কিন্তু সংস্কারের প্রয়োজন, যা বহুদিন করা হয়নি। ৪. কিছু এলাকায় চাষ-আবাদ ভালো হয় না, তাই সেচের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৫. এলাকায় গরিব চাষির সংখ্যাই বেশি, তাই তাঁরা অনেকক্ষেত্রেই ব্যক্তিগতভাবে সেচের ব্যবস্থা করতে পারেননি। ৬. সেচের সুযোগ বাড়ানোর চেয়ে রাস্তাঘাট ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্থানীয় দাবি বেশি থাকে বলে সেচের জন্য কোনো বিনিয়োগ করা হয় না। ৭. এবিষয়ে দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগের এই ভেবে কোনোরকম নজর দেওয়া হয়নি। ৮. সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগগুলির অর্থবরাদ্দ ও অন্য অসুবিধার জন্য এই জেলায় সেচের এলাকা বাড়েনি। ৯. জেলা পরিষদের তরফে সেচের জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ১০. পঞ্চায়েত সমিতিগুলির তরফে সেচের জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ১১. গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির তরফে সেচের জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ১২. এই সংক্রান্ত তথ্য জেলা পরিষদে নেই। ১৩. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন ১১. (চ) : শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন ১২. (ক) : কৃষি, সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

১২. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়ন (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(খ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরের শেষে জেলা পরিষদ এলাকায় কত শতাংশ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপযুক্ত পরিকাঠামো আছে? [উপযুক্ত পরিকাঠামো বলতে বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় পাকা বাড়ি যাতে প্রতিটি শ্রেণির নির্দিষ্ট কক্ষ আছে ও বাড়ির বাউন্ডারী আছে এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের উপকরণ আছে এমন বোঝানো হয়েছে।]		তথ্য থাকলে ও সেই তথ্য অনুযায়ী ১০০% হলে ৫, ৮০-৯৯% হলে ৪, ৬০-৭৯% হলে ৩, ৪০-৫৯% হলে ২, ২০-৩৯% হলে ১, ২০%-এর কম হলে ০ এবং তথ্য না থাকলে -১	৫		১. উপযুক্ত পরিকাঠামো বলতে যা বোঝানো হয়েছে সেই জায়গায় পৌঁছাতে সময় লাগবে। ২. অন্যান্য পরিকাঠামো নির্মাণের চাপে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো নির্মাণের বিষয়টিতে সবসময় গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয় না। ৩. এই পরিকাঠামো নির্মাণ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্ব বলে মনে করা হয়। ৪. সমস্ত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান নেই। ৫. স্থানীয় চাপে অনেক সময়েই পরিকাঠামো আছে এমন বিদ্যালয়গুলিতে নতুন পরিকাঠামোর কাজ করা হয়, ফলে উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকা বিদ্যালয়গুলি উপেক্ষিতই থেকে যায়। ৬. অনেক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগের অভাব দেখা যায়। ৭. এই সংক্রান্ত তথ্য জেলা পরিষদে নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরের শেষে জেলা পরিষদ এলাকায় কত শতাংশ মহকুমা/গ্রামীণ হাসপাতালের উপযুক্ত পরিকাঠামো আছে? [উপযুক্ত পরিকাঠামো বলতে হাসপাতালের বাড়ি ঠিকঠাক আছে, চিকিৎসক ও অন্যান্য কর্মীদের বসার ব্যবস্থা আছে, রুগীদের পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে, পানীয় জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা আছে এবং ন্যূনতম ওষুধ সরবরাহের ব্যবস্থা আছে এমন বোঝানো হয়েছে।]		তথ্য থাকলে ও সেই তথ্য অনুযায়ী ১০০% হলে ৫, ৮০-৯৯% হলে ৪, ৬০-৭৯% হলে ৩, ৪০-৫৯% হলে ২, ২০-৩৯% হলে ১, ২০%-এর কম হলে ০ এবং তথ্য না থাকলে -১	৫		১. উপযুক্ত পরিকাঠামো বলতে যা বোঝানো হয়েছে সেই জায়গায় পৌঁছাতে সময় লাগবে। ২. অন্যান্য পরিকাঠামো নির্মাণের চাপে হাসপাতালের পরিকাঠামো নির্মাণের বিষয়টিতে সবসময় গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয় না। ৩. এই পরিকাঠামো নির্মাণ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্ব বলে মনে করা হয়। ৪. জেলা পরিষদের বা বিভাগীয় আধিকারিকদের কাছে সমস্ত মহকুমা/গ্রামীণ হাসপাতালের পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান নেই। ৫. স্থানীয় চাপে অনেক সময়েই পরিকাঠামো আছে এমন হাসপাতালগুলিতে নতুন পরিকাঠামোর কাজ করা হয়, ফলে উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকা হাসপাতালগুলি উপেক্ষিতই থেকে যায়। ৬. এই সংক্রান্ত তথ্য জেলা পরিষদে নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১৫		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর × ২ ÷ ৩)			১০		

প্রশ্ন (খ) : শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (গ) : জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

১৩. বিপর্যয় মোকাবিলা

বিষয়	উত্তর (হ্যাঁ/না)	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য জেলা পরিষদ কোনো আগাম পরিকল্পনা করে কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. এই এলাকায় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবার অভিজ্ঞতা হয়নি, তাই কখনো এরকম পরিকল্পনা হয়নি। ২. কীভাবে এইরকম পরিকল্পনা হবে জানা নেই। ৩. আগাম পরিকল্পনা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. পরিকল্পনা রূপায়ণের অর্থ কোন উৎস থেকে পাওয়া যাবে জানা না থাকায় এই ধরণের পরিকল্পনা করা হয়নি। ৫. পরিকল্পনা করে বিভিন্ন দপ্তর থেকে অনুদান চেয়ে সাড়া পাওয়া যায়নি বলে পরে আর কিছু করা হয়নি। ৬. এই কাজ জেলা পরিষদের নয়, তাই এই পরিকল্পনা জেলা পরিষদ করে না। ৭. জেলার অল্প এলাকাতেই বিপর্যয় হয় বলে এই পরিকল্পনা তৈরির উৎসাহ থাকে না। ৮. এই এলাকা যে ধরণের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, তা মোকাবিলা করার ক্ষমতা জেলা পরিষদের নেই। ৯. বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয় বলে পরিকল্পনা করে এর মোকাবিলা করা খুব কঠিন। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) বিপর্যয়কালীন আশ্রয়স্থল তৈরি করা হয়েছে কি?		হ্যাঁ হলে ২, না হলে ০	২		১. এই এলাকায় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবার অভিজ্ঞতা হয়নি, তাই আশ্রয়স্থল তৈরি করা হয়নি। ২. কীভাবে আশ্রয়স্থল তৈরি করা হবে জানা নেই। ৩. আশ্রয়স্থল তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. বিপর্যয় হতে পারে এমন গ্রামের কাছাকাছি আশ্রয়স্থল তৈরি করার মতো জায়গা নেই আর গ্রামের মানুষকে বিপর্যয়ের সময় দূরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। ৫. অর্থ কোন উৎস থেকে পাওয়া যাবে জানা না থাকায় আশ্রয়স্থল তৈরি করা হয়নি। ৬. বিভিন্ন দপ্তর থেকে অনুদান চেয়ে সাড়া পাওয়া যায়নি বলে আশ্রয়স্থল তৈরি করা হয়নি। ৭. এই কাজ জেলা পরিষদের নয়, তাই আশ্রয়স্থল তৈরি করা হয়নি। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) বিপর্যয় হলে বিপন্ন পরিবারগুলিকে দ্রুত উদ্ধার করার আগাম পরিকল্পনা করা আছে কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. এই এলাকায় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবার অভিজ্ঞতা হয়নি, তাই কখনো এরকম পরিকল্পনা করা হয়নি। ২. কীভাবে এইরকম পরিকল্পনা হবে জানা নেই। ৩. আগাম পরিকল্পনা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. এই পরিকল্পনা রূপায়ণের অর্থ কোন উৎস থেকে পাওয়া যাবে জানা না থাকায় এই ধরণের পরিকল্পনা করা হয়নি। ৫. আগে পরিকল্পনা করে স্থানীয় মানুষ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ইত্যাদির সহায়তা চাওয়া হয়েছিল কিন্তু বিশেষ সাড়া পাওয়া যায়নি। ৬. পরিকল্পনা করে বিভিন্ন দপ্তর থেকে অনুদান চেয়ে সাড়া পাওয়া যায়নি বলে পরে আর কিছু করা হয়নি। ৭. এই কাজ জেলা পরিষদের নয়, তাই এই পরিকল্পনা জেলা পরিষদ করে না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন (ক) - (গ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

১৩. বিপর্যয় মোকাবিলা

বিষয়	উত্তর (হ্যাঁ/না)	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঘ) বিপর্যয় হলে ত্রাণসামগ্রী দ্রুত পাওয়ার ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. এই এলাকায় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবার অভিজ্ঞতা হয়নি, তাই ত্রাণসামগ্রী দ্রুত পাওয়ার ব্যবস্থা করে রাখা হয়নি। ২. ত্রাণসামগ্রী দ্রুত পাওয়ার ব্যবস্থা কীভাবে করা হবে জানা নেই। ৩. ত্রাণসামগ্রী দ্রুত পাওয়ার ব্যবস্থা করে রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. এই কাজ জেলা পরিষদের নয়, তাই ত্রাণসামগ্রী দ্রুত পাওয়ার ব্যবস্থা করে রাখা হয়নি। ৫. আগাম ব্যবস্থা বিপর্যয়ের সময় কার্যকরী হবে কি না এই আশঙ্কায় ত্রাণসামগ্রী দ্রুত পাওয়ার ব্যবস্থা করে রাখা হয়নি। ৬. ব্যবসায়ী/সরবরাহকারীদের সঙ্গে কথা বলে রেখেও প্রয়োজনের সময় ত্রাণসামগ্রী পাওয়া যায়নি বা সেগুলি দ্রুত পাঠানোর পরিকাঠামো নেই বলে এখন আর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৫		

১৪. সামাজিক নিরাপত্তা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) কত শতাংশ সহায় পরিবারকে সহায় কর্মসূচির আওতায় এনে উপযুক্ত সহায়তা দেওয়া হয়েছে?	সহায় পরিবারের সংখ্যা : সহায় কর্মসূচির আওতায় সহায়তা দেওয়া হচ্ছে এমন পরিবারের সংখ্যা : কত শতাংশ পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে :	সহায় পরিবার না থাকলে বা ১০০% সহায় পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হলে **৫**, ৯০-৯৯% সহায় পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হলে **৪**, ৮০-৮৯% সহায় পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হলে **৩**, ৭০-৭৯% সহায় পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হলে **২**, ৬০-৬৯% সহায় পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হলে **১**, ৬০% এর নীচে সহায় পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হলে **০**, এবং কোনো সহায় পরিবারকে সহায়তা দেওয়া না হলে **-৫**	৫		১. সহায় কর্মসূচির কথা জানা নেই। ২. সহায় কর্মসূচির কাজ শুরু করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. সহায় কর্মসূচির কাজ দীর্ঘ প্রক্রিয়াভিত্তিক হওয়ার কারণে কাজটি বেশিদিন চালিয়ে যাওয়া যায়নি। ৪. যে যে পদ্ধতিগতভাবে সহায় কর্মসূচির কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বাস্তবে তা রূপায়ণ করা খুবই দুরূহ। ৫. সহায়-বন্ধু নির্বাচন করা যায়নি। ৬. সহায়তার পরিমাণ হিসাবে মাথাপিছু সাত টাকা খুবই কম হওয়ায় কাজে উৎসাহ পাওয়া যায়নি। ৭. গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পদ থেকে সহায় কর্মসূচির জন্য অর্থ ব্যয় করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৮. এই কর্মসূচির কাজে পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে উৎসাহিত করা যায়নি। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন ১৩. (ঘ) : শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন ১৪. (ক) : শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। পরের পাতায়.........

১৪. সামাজিক নিরাপত্তা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(খ) দুবেলা ঠিকঠাক খেতে পান না এমন পরিবারগুলি অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, অন্নপূর্ণা যোজনা ও রেশনের মাধ্যমে সম্ভাব্য সকল রকম সহায়তা পাচ্ছেন কিনা তা কতগুলি পঞ্চায়েত সমিতিতে খতিয়ে দেখা হয়েছে?		সবকটি পঞ্চায়েত সমিতিতে খতিয়ে দেখা হলে **৫**, ৭৫-৯৯% পঞ্চায়েত সমিতিতে খতিয়ে দেখা হলে **৪**, ৫০-৭৪% পঞ্চায়েত সমিতিতে খতিয়ে দেখা হলে **৩**, ২৫-৪৯% পঞ্চায়েত সমিতিতে খতিয়ে দেখা হলে **২**, ১-২৪% পঞ্চায়েত সমিতিতে খতিয়ে দেখা হলে **১** এবং একটি পঞ্চায়েত সমিতিতেও খতিয়ে দেখা না হলে **-৩**	৫		১. এই কাজগুলি পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে দিয়ে করাতে হবে তা জানা ছিল না। ২. এই কাজগুলি করার জন্য পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে সচেতন করা ও সহায়তা করার ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. রেশনে কী পরিমাণে সহায়তা পাওয়ার কথা তা পঞ্চায়েত সমিতিগুলি জানতে পারে না। ৪. প্রশাসনিক অসুবিধার জন্য অনেককে যথাযথ শ্রেণির রেশনকার্ড দেওয়া যায়নি। ৫. রেশনে যে পরিমাণ সহায়তা পাওয়ার কথা তা পঞ্চায়েত সমিতিগুলি জানলেও এই পরিবারগুলি ঠিক সেই পরিমাণে পাচ্ছেন কিনা তা খতিয়ে দেখা হয়নি। ৬. যে পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করার প্রয়োজন, তা বিভাগীয় আধিকারিকদের বারবার বলেও ব্যবস্থা করা যায়নি, তাই এদিকে আর নজর দেওয়া হয় না। ৭. অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার / অন্নপূর্ণা যোজনার মাধ্যমে যে পরিমাণ সহায়তা পাওয়ার কথা তা এই পরিবারগুলি ঠিক সেই পরিমাণে পাচ্ছেন কিনা তা খতিয়ে দেখা হয়নি। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে কত শতাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় NFBS-এর একটিও আবেদন অনুমোদন করা হয়নি?		০% হলে **৫**, ১-২% হলে **৪**, ৩-৪% হলে **৩**, ৫-৭% হলে **২**, ৮-১০% হলে **১**, ১১-২০% হলে **০** এবং ২০%-এর বেশি হলে **-৩**	৫		১. এই স্কীম নিয়ে জেলা পরিষদ থেকে তদারকির অভাব আছে। ২. এই স্কীম নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতিগুলির উদ্যোগের অভাব আছে। ৩. এই স্কীম নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির উদ্যোগের অভাব আছে। ৪. অন্যান্য কাজের চাপে পঞ্চায়েত সমিতিতে এই স্কীমটিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ৫. অন্যান্য কাজের চাপে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে এই স্কীমটিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ৬. আগে বেশ কিছু ক্ষেত্রে টাকা পেতে খুব দেরি হওয়ার জন্য অনেকে নিরুৎসাহিত হয়ে আবেদন করেন না। ৭. এই স্কীমটি নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে ভালোভাবে প্রচার করা হয়নি, তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেউ আবেদন করেন না। ৮. অনেকক্ষেত্রেই মারা যাওয়ার ১ বছরেরও বেশি পরে পরিবারের থেকে আবেদন করা হয়েছে, সেইজন্য আবেদন মঞ্জুর করা যায়নি। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (খ) : খাদ্য ও সরবরাহ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (গ) : শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

১৪. সামাজিক নিরাপত্তা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঘ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরের শেষে সবকটি পঞ্চায়েত সমিতি মিলিয়ে কত শতাংশ ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক PROFLAL স্কীমের আওতায় এসেছে? [মোট ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে কত শতাংশ এই স্কীমের আওতায় এসেছে তার ভিত্তিতে হিসাব করতে হবে।]		৬০-১০০% হলে **৫**, ৪০-৫৯% হলে **৪**, ২০-৩৯% হলে **৩**, ১০-১৯% হলে **২**, ৫-৯% হলে **১** এবং ৫%-এর কম হলে **০**	৫		১. এই স্কীম নিয়ে জেলা পরিষদ থেকে তদারকির অভাব আছে। ২. এই স্কীম নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতিগুলির উদ্যোগের অভাব আছে। ৩. এই স্কীম নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির উদ্যোগের অভাব আছে। ৪. ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের সম্পূর্ণ তালিকা জেলা পরিষদে নেই তাই শতাংশের হিসাব করা গেল না। ৫. ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের এই স্কীমের আওতায় আনার জন্য কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৬. অন্যান্য কাজের চাপে এই স্কীমের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ৭. স্কীমের পরিচালন ব্যবস্থায় কিছু ত্রুটি আছে বলে স্কীমে গতি আনা যাচ্ছে না। ৮. মেয়াদপূর্তির পর বা মেয়াদপূর্তির আগেই কেউ মারা গেলে টাকা পেতে অনেক দেরি হয় বলে অনেকে এই স্কীমের আওতায় আসতে চান না। ৯. এই স্কীমের জন্য বিশেষ কোনো কর্মচারী না থাকায় কেউ উৎসাহ দেখান না। ১০. SASPFUW স্কীম বেশি সুবিধাজনক বলে কৃষি শ্রমিকরাও এখন ঐ স্কীমে নাম লেখাচ্ছেন। ১১. এই স্কীম নিয়ে যথেষ্ট প্রচার করা হয়নি। ১২. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঙ) ২০০৯-১০ আর্থিক বছরের শেষে সবকটি পঞ্চায়েত সমিতি মিলিয়ে কত শতাংশ অসংগঠিত শ্রমিক SASPFUW স্কীমের আওতায় এসেছে? [মোট অসংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে কত শতাংশ এই স্কীমের আওতায় এসেছে তার ভিত্তিতে হিসাব করতে হবে।]		৬০-১০০% হলে **৫**, ৪০-৫৯% হলে **৪**, ২০-৩৯% হলে **৩**, ১০-১৯% হলে **২**, ৫-৯% হলে **১** এবং ৫%-এর কম হলে **০**	৫		১. এই স্কীম নিয়ে জেলা পরিষদ থেকে তদারকির অভাব আছে। ২. এই স্কীম নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতিগুলির উদ্যোগের অভাব আছে। ৩. এই স্কীম নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির উদ্যোগের অভাব আছে। ৪. অসংগঠিত শ্রমিকদের সম্পূর্ণ তালিকা জেলা পরিষদে নেই তাই শতাংশের হিসাব করা গেল না। ৫. অসংগঠিত শ্রমিকদের এই স্কীমের আওতায় আনার জন্য কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৬. অন্যান্য কাজের চাপে এই স্কীমের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ৭. মেয়াদপূর্তির পর বা মেয়াদপূর্তির আগেই কেউ মারা গেলে টাকা পেতে অনেক দেরি হয় বলে অনেকে এই স্কীমের আওতায় আসতে চান না। ৮. এই স্কীমের জন্য বিশেষ কোনো কর্মচারী না থাকায় কেউ উৎসাহ দেখান না। ৯. এই স্কীম নিয়ে যথেষ্ট প্রচার করা হয়নি। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (ঘ) : কৃষি, সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (ঙ) : শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

১৪. সামাজিক নিরাপত্তা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(চ) সবকটি পঞ্চায়েত সমিতি মিলিয়ে কত শতাংশ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কোনো প্রকল্পে সুযোগসুবিধা দেওয়া গেছে? [জেলায় মোট প্রতিবন্ধী কতজন আছেন তার ভিত্তিতে শতাংশ ঠিক হবে। কোনো তথ্য না থাকলে ০ পাওয়া যাবে।]		৮৫-১০০% হলে ৫, ৭০-৮৪% হলে ৪, ৫৫-৬৯% হলে ৩, ৪০-৫৪% হলে ২, ২৫-৩৯% হলে ১ এবং ২৫%-এর কম হলে ০	৫		১. প্রতিবন্ধীদের কোন প্রকল্পে কী ধরণের সুযোগ দেওয়া যাবে তা জানা নেই। ২. মোট প্রতিবন্ধীর সংখ্যা কত জানা না থাকায় এই শতাংশের হিসাব করা গেল না। ৩. প্রত্যেক বছর কিছু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছে কিন্তু তার সামগ্রিক হিসাব করা অসুবিধাজনক। ৪. বিভিন্ন প্রকল্পে কিছু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছে কিন্তু তার সামগ্রিক হিসাব করা অসুবিধাজনক। ৫. প্রতিবন্ধীরা অনেকেই প্রকল্পগুলির কথা জানেন না, তাই সুযোগ-সুবিধা নিতে এগিয়ে আসেন না। ৬. সবকটি পঞ্চায়েত সমিতির তথ্য না থাকায় সামগ্রিক হিসাব করা সম্ভব নয়। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৩০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর x ২ ÷ ৩)			২০		

প্রশ্ন (চ) : শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

(খ) সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার

১৫. জেলা পরিষদের উপবিধি

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে উপবিধি (Bye-Law) অনুসারে নির্ধারিত অভিকর (Rate), ফি ইত্যাদির আদায় ২০০৯-১০ আর্থিক বছরের তুলনায় কত শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে?		৫০% বা তার বেশি বৃদ্ধি পেলে **৬**, ৪০-৪৯% বৃদ্ধি পেলে **৫**, ৩০-৩৯% বৃদ্ধি পেলে **৪**, ২০-২৯% বৃদ্ধি পেলে **৩**, ১৫-১৯% বৃদ্ধি পেলে **২**, ১০-১৪% বৃদ্ধি পেলে **১**, ১০%-এর কম বৃদ্ধি পেলে **০** এবং উপবিধি তৈরি না হয়ে থাকলে **-২**	৬		১. এখনো উপবিধি তৈরি হয়নি। ২. অভিকর, ফি নির্ধারিত হলেও সেই হিসাবমতো আদায় হচ্ছে না। ৩. নির্ধারিত অভিকর, ফি আদায় হলেও তা পরিমাণে বৃদ্ধি পায়নি। ৪. অভিকর, ফি প্রভৃতির আদায় বাড়ানোর জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। ৫. অভিকর, ফি ইত্যাদি আদায়ের দায়িত্ব নির্দিষ্টভাবে কাউকে দেওয়া নেই। ৬. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি অভিকর/ফি ইত্যাদি আদায়ের বিষয়টি নিয়মিতভাবে তদারকি করেন না। ৭. যাঁদের কাছ থেকে অভিকর, ফি ইত্যাদি আদায় হওয়ার কথা তাঁরা এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি বলে তাঁদের উপর জোর খাটানো যাচ্ছে না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) উপবিধি অনুযায়ী অভিকর/ফি কীভাবে আদায় করা হয়? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন) [‘কোনো কোনো ধারা’ বলতে সংগ্রহযোগ্য মোট ধারার অন্ততঃ ৩০% ব্যবহার।]	(১) উপবিধির সম্ভাব্য সব ধারা ব্যবহার করে অভিকর/ফি আদায় করা হয় (২) উপবিধির কোনো কোনো ধারা ব্যবহার করে অভিকর/ফি আদায় করা হয় (৩) স্বেচ্ছায় যাঁরা দেন তাঁদেরই আদায় হয় (৪) অভিকর/ফি আদায় করা হয় না	উত্তর (১) হলে **৪**, উত্তর (২) হলে **২**, উত্তর (৩) হলে **০** এবং উত্তর (৪) হলে **-২**	৪		১. উপবিধি তৈরি হয়নি তাই অভিকর, ফি আদায়ে কোনো ধারা ব্যবহারের প্রশ্ন ওঠে না। ২. পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ থেকে যে নমুনা উপবিধি সরবরাহ করা হয়েছিল সেটাই জেলা পরিষদের উপবিধি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে, জেলা পরিষদ তার নিজের মত করে পরিবর্তন করে নেয়নি সেজন্য অনেক ধারা এই জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। ৩. উপবিধি অনুযায়ী ধারা ব্যবহার করায় অনেক অসুবিধা আছে, তাই সেগুলি ব্যবহৃত হয় না। ৪. স্থানীয় চাপে অনেক ধারা ব্যবহার করা হয় না। ৫. সমস্ত ধারা ব্যবহার করে অভিকর, ফি আদায়ে যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৬. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি অভিকর/ফি ইত্যাদি আদায়ের বিষয়টি নিয়মিতভাবে তদারকি করেন না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১০		

প্রশ্ন (ক), (খ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

১৬. জেলা পরিষদের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাজেট

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) ২০১১-১২ আর্থিক বছরের জেলা পরিষদ পরিকল্পনা ১০ মার্চ ২০১১ তারিখের মধ্যে জেলা পরিষদের সাধারণ সভায় অনুমোদিত হয়েছিল কি? (উত্তরে পরিকল্পনা অনুমোদনের তারিখটি লিখুন)		জেলা পরিষদের পরিকল্পনা ১০ মার্চের মধ্যে অনুমোদিত হলে ২, জেলা পরিষদের পরিকল্পনা ১০ মার্চের পরে অনুমোদিত হলে ০ এবং জেলা পরিষদে পরিকল্পনা তৈরি না হলে -২	২		১. জেলা পরিষদে কোনো পরিকল্পনা তৈরি হয় না। ২. সেভাবে কোনো সামগ্রিক পরিকল্পনা হয় না, তাই ১০ মার্চের মধ্যে বলে কিছু নেই। ৩. পরিকল্পনা হয় কিন্তু ১০ মার্চের মধ্যে অনুমোদন করার উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৪. অন্যান্য কাজের চাপে নির্দিষ্ট সময়ে পরিকল্পনা করা সম্ভব হয় না। ৫. কর্মচারীর অভাবের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে পরিকল্পনা করা সম্ভব হয় না। ৬. পরিকল্পনা করে আগে দেখা গেছে যে নানান চাপে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা যায় না তাই আর পরিকল্পনা তৈরি করা হয় না। ৭. স্থায়ী সমিতিগুলি কোনো প্রস্তাব দেয়নি বলে পরিকল্পনা তৈরি করা হয়নি। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) ২০১১-১২ আর্থিক বছরের জেলা পরিষদ স্তরের পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তির জন্য পঞ্চায়েত সমিতিগুলির পাঠানো গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে কি? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন) [কোন প্রস্তাব সম্পূর্ণ অবাস্তব বা আইন বা অন্যান্য পরিকাঠামোয় করা সম্ভব নয়, এমন হলে সে সব প্রস্তাব পঞ্চায়েত সমিতিতে ফেরত পাঠাতে হবে এবং সেগুলি গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব বলে ধরা হবে না। কোন প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হয়েও আর্থিক বা অন্য অসুবিধার জন্য চলতি বছরে ধরা যাচ্ছে না এবং পরের বছর অগ্রাধিকার দিয়ে ধরা হবে এমন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব গৃহীত হলে ও পঞ্চায়েত সমিতিকে সেভাবে জানিয়ে দিলে সেগুলি গৃহীত প্রস্তাব বলে ধরা যাবে। পঞ্চায়েত সমিতি যদি এইরকম কোনো প্রস্তাব না পাঠিয়ে থাকে তবে তাদেরকে এই বিষয়ে উৎসাহিত করা হয় নি বা করা যায় নি। বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা ব্যবস্থায় এটি কাম্য নয়। সেইজন্যই পঞ্চায়েত সমিতিগুলি এরকম প্রস্তাব না পাঠালে সেটিকে জেলা পরিষদের ব্যর্থতা বলে ধরা হয়েছে এবং তার জন্য -২ নম্বর ধরা হয়েছে।]	(১) সবকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে (২) কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে (৩) কোনো প্রস্তাব গৃহীত হয়নি (৪) পঞ্চায়েত সমিতিগুলি এরূপ প্রস্তাব পাঠায়নি	উত্তর (১) হলে ২, উত্তর (২) হলে ১, উত্তর (৩) হলে ০ এবং উত্তর (৪) হলে -২	২		১. পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে এইরকম প্রস্তাব পাঠাতে বলা হয়নি। ২. জেলা পরিষদের উপর আস্থা না থাকার জন্য পঞ্চায়েত সমিতিগুলি কোনো প্রস্তাব পাঠায়নি। ৩. বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির প্রস্তাব গ্রহণের সংখ্যার মধ্যে সমতা রাখার জন্য কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করা যায়নি। ৪. যে পঞ্চায়েত সমিতির নিজেদের কাজের অগ্রগতি খুব খারাপ তাদের ক্ষেত্রে ইচ্ছা করেই প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করা হয়নি। ৫. আর্থিক সীমাবদ্ধতার জন্য কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করা যায়নি। ৬. পঞ্চায়েত সমিতির পাঠানো প্রস্তাবের কাজগুলি পরের বছর পঞ্চায়েত সমিতিরই করা উচিত ভেবে প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করা হয়নি। ৭. পঞ্চায়েত সমিতির পাঠানো প্রস্তাবগুলি রাজ্যস্তর থেকে করা উচিত ভেবে কিছু করা হয়নি। ৮. বিরোধী দলের দায়িত্বে থাকা পঞ্চায়েত সমিতি থেকে আসা প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করা হয়নি। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (ক), (খ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

১৬. জেলা পরিষদের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাজেট (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(গ) ২০১১-১২ আর্থিক বছরের জেলা পরিষদের বাজেট ১০ মার্চ ২০১১ তারিখের মধ্যে জেলা পরিষদের সাধারণ সভায় অনুমোদিত হয়েছিল কি? (উত্তরে বাজেট অনুমোদনের তারিখটি লিখুন)		জেলা পরিষদে বাজেটের অনুমোদন ১০ মার্চের মধ্যে হলে ৩, ১১ মার্চ থেকে ২০ মার্চের মধ্যে হলে ২, ২১ মার্চ থেকে ৩১ মার্চের মধ্যে হলে ১, ৩১ মার্চের পরে হলে ০ এবং জেলা পরিষদে বাজেট তৈরি না হলে -৫	৩		১. জেলা পরিষদে বাজেট তৈরি হয় না। ২. বাজেট হয় কিন্তু ১০ মার্চের মধ্যে অনুমোদন করার উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৩. সভা মুলতুবি হওয়ায় সময়মতো বাজেট অনুমোদন করা যায়নি। ৪. অন্যান্য কাজের চাপে নির্দিষ্ট সময়ে বাজেট করা সম্ভব হয় না। ৫. বিভিন্ন খাতে কী পরিমাণ টাকা পাওয়া যাবে জানা যায়নি বলে বাজেট তৈরি করা যায়নি। ৬. কর্মচারীর অভাবের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে বাজেট করা সম্ভব হয় না। ৭. বাজেট অনুযায়ী কাজ করা নানা কারণে সম্ভব হয় না, তাই বাজেট করার উৎসাহ থাকে না। ৮. স্থায়ী সমিতিগুলি সময়মতো বাজেট তৈরি করেনি বলে নির্দিষ্ট সময়ে বাজেট তৈরি করা যায়নি। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঘ) বাজেট বহির্ভূত খরচ হয়ে থাকলে সেই অনুযায়ী ২০১০-১১ আর্থিক বছরের অতিরিক্ত এবং সংশোধিত বাজেট (Supplementary and Revised Estimate) ৫ই মার্চ ২০১১ তারিখের মধ্যে জেলা পরিষদের সাধারণ সভায় অনুমোদিত হয়েছিল কি? (উত্তরে অতিরিক্ত এবং সংশোধিত বাজেট অনুমোদনের তারিখটি লিখুন)		অতিরিক্ত এবং সংশোধিত বাজেটের অনুমোদন ৫ই মার্চের মধ্যে হলে বা বাজেট বহির্ভূত খরচ না হয়ে থাকলে ২, ৬ই মার্চ থেকে ১০ই মার্চের মধ্যে হলে ১, ১০ই মার্চের পরে হলে ০ এবং বাজেট বহির্ভূত খরচ হওয়া সত্ত্বেও জেলা পরিষদে অতিরিক্ত এবং সংশোধিত বাজেট তৈরি না হলে -২	২		১. বাজেটই করা হয় না, তাই বাজেট বর্হিভূত খরচের কথা অপ্রাসঙ্গিক। ২. অতিরিক্ত এবং সংশোধিত বাজেট সাধারণ সভা ডেকে পাশ করাতে হবে এটা জানা ছিল না। ৩. অতিরিক্ত এবং সংশোধিত বাজেটের ক্ষেত্রে অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সিদ্ধান্ত যথেষ্ট বলে মনে করা হয়েছে। ৪. অতিরিক্ত এবং সংশোধিত বাজেটের ক্ষেত্রে সভাধিপতির সিদ্ধান্ত যথেষ্ট বলে মনে করা হয়েছে। ৫. অন্যান্য কাজের চাপে নির্দিষ্ট সময়ে অতিরিক্ত এবং সংশোধিত বাজেট করা সম্ভব হয়নি। ৬. কর্মচারীর অভাবের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে অতিরিক্ত এবং সংশোধিত বাজেট করা সম্ভব হয়নি। ৭. অতিরিক্ত এবং সংশোধিত বাজেট তৈরি হয় না, তাই সেখানে ঢোকানোর প্রশ্নই ওঠে না। ৮. সাধারণ সভা ডেকে পাশ করানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৯. সাধারণ সভা ডাকা হয়েছিল কিন্তু সেখানে পাশ হয়নি। ১০. অতিরিক্ত এবং সংশোধিত বাজেটে ঢোকাতে হবে এটা জানা ছিল না। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন (গ), (ঘ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পরের পাতায়.........

১৬. জেলা পরিষদের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাজেট (চলছে)

বিষয়		উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঙ) কাজের অনুমোদন দেওয়ার আগে	(১) তা পরিকল্পনায় আছে কিনা দেখা হয় কি? (হ্যাঁ/না)		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. জেলা পরিষদে কোনো পরিকল্পনা তৈরি হয় না, তাই দেখার প্রশ্নই ওঠে না। ২. পরিকল্পনায় আছে ধরে নিয়ে আর দেখা হয় না। ৩. পরিকল্পনা নথিটি সবসময় খুঁজে পাওয়া যায় না। ৪. তাড়াতাড়ি অনুমোদন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তায় অনেক সময় দেখা হয়ে ওঠে না। ৫. কাজটি প্রয়োজনীয় হলে সেটি পরিকল্পনায় আছে কিনা তা দেখার দরকার আছে বলে মনে করা হয় না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(২) বাজেটে সংস্থান আছে কিনা দেখা হয় কি? (হ্যাঁ/না)		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. জেলা পরিষদে কোনো বাজেট তৈরি হয় না, কাজেই দেখার প্রশ্নই ওঠে না। ২. বাজেটে আছে ধরে নিয়ে আর দেখা হয় না। ৩. বাজেট নথিটি সবসময় খুঁজে পাওয়া যায় না। ৪. তাড়াতাড়ি অনুমোদন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তায় অনেক সময় দেখা হয়ে ওঠে না। ৫. বাজেট তো আনুমানিক এই ভেবে আর দেখা হয় না। ৬. প্রয়োজন হলে পরে অতিরিক্ত এবং সংশোধিত বাজেটে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে ভেবে আর দেখা হয় না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(৩) কাজের নির্দিষ্ট প্ল্যান ও এস্টিমেট আছে কিনা দেখা হয় কি? (হ্যাঁ/না)		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. অনেক কাজের ক্ষেত্রেই কোনো প্ল্যান ও এস্টিমেট তৈরি হয় না, তাই দেখার প্রশ্ন ওঠে না। ২. নির্দিষ্ট প্ল্যান ও এস্টিমেট থাকবে ধরে নিয়ে আর দেখা হয় না। ৩. প্ল্যান ও এস্টিমেট সবসময় খুঁজে পাওয়া যায় না। ৪. তাড়াতাড়ি অনুমোদন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তায় অনেক সময় দেখা হয়ে ওঠে না। ৫. কাজ করাটাই বেশি প্রয়োজনীয় এই ধারণা থেকে কাজ হয়ে গেলে সেই অনুযায়ী রেকর্ড ঠিক রাখার জন্য প্ল্যান ও এস্টিমেট তৈরি করা হয়। ৬. অনেক সময় কাজ শুরু করার পর প্ল্যান ও এস্টিমেট পালটে যায় বলে এর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(৪) অর্থের জোগান আছে কিনা দেখা হয় কি? (হ্যাঁ/না)		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. বাজেট করা হয় না বলে অর্থের জোগান কোন সমস্যা হয় না। ২. অর্থের জোগান থাকবে ধরে নিয়ে আর দেখা হয় না। ৩. তাড়াতাড়ি অনুমোদন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তায় অনেক সময় দেখা হয়ে ওঠে না। ৪. যেহেতু প্রতি বছরের শেষে প্রায় সব খাতে অনেক টাকা থেকে যায়, অর্থের জোগান সমস্যা হবে না বলে ধরে নেওয়া হয়। ৫. গুরুত্বপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রে মালপত্র কেনার টাকা বা মজুরি বা দুটোই দরকার পড়লে টাকা পাওয়ার পর মেটানো যেতে পারে ভেবে অর্থের জোগান দেখা হয় না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন (১) - (৪) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পরের পাতায়.........

১৬. জেলা পরিষদের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাজেট (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(চ) এস্টিমেটের মধ্যে কাজ করা সম্ভব না হলে বাড়তি এস্টিমেটের অনুমোদন নেওয়া হয় কি? (হ্যাঁ/না)		হ্যাঁ হলে **২**, না হলে **০**	২		১. অনেক কাজের ক্ষেত্রেই কোনো এস্টিমেট করা হয় না, তাই বাড়তি এস্টিমেটের কথা অপ্রাসঙ্গিক। ২. কাজ শেষ হলে এস্টিমেট করা হয় তাই বাড়তি এস্টিমেটের প্রশ্ন আসে না। ৩. বাড়তি এস্টিমেটের অনুমোদন নিতে হবে এটা জানা ছিল না। ৪. বাড়তি এস্টিমেটের অনুমোদন কীভাবে নিতে হবে জানা নেই। ৫. বাড়তি এস্টিমেটের অনুমোদন নেওয়ার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৬. অন্যান্য কাজের চাপে বাড়তি এস্টিমেটের অনুমোদন নেওয়া হয়নি। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১৫		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর × ২ ÷ ৩)			১০		

১৭. নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহ

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে মাথাপিছু নিজস্ব সংগৃহীত রাজস্ব কত? [= মোট নিজস্ব তহবিল ÷ মোট জনসংখ্যা (জনগণনা ২০১১)।]		মাথাপিছু সংগ্রহের পরিমাণ ১০ টাকা বা তার বেশি হলে **১০**, ৯ টাকা থেকে ৯.৯৯ টাকা হলে **৯**, ৮ টাকা থেকে ৮.৯৯ টাকা হলে **৮**, ৭ টাকা থেকে ৭.৯৯ টাকা হলে **৭**, ৬ টাকা থেকে ৬.৯৯ টাকা হলে **৬**, ৫ টাকা থেকে ৫.৯৯ টাকা হলে **৫**, ৪ টাকা থেকে ৪.৯৯ টাকা হলে **৪**, ৩ টাকা থেকে ৩.৯৯ টাকা হলে **৩**, ২.৫০ টাকা থেকে ২.৯৯ টাকা হলে **২**, ২ টাকা থেকে ২.৪৯ টাকা হলে **১** এবং ২ টাকার কম হলে **০**	১০		১. নিজস্ব রাজস্বের সম্ভাব্য সমস্ত উৎসগুলিকে চিহ্নিত করা হয়নি। ২. নিজস্ব রাজস্বের সম্ভাব্য সমস্ত উৎসগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে কিন্তু সেখান থেকে সংগ্রহের জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. উপবিধি অনুযায়ী অভিকর, ফি নির্ধারিত হলেও সেই হিসাব অনুযায়ী আদায় হচ্ছে না। ৪. স্থানীয় চাপে উপবিধির অনেক ধারা ব্যবহার করা হয় না। ৫. সরকারের দেওয়া টাকা থেকেই উন্নয়নের সব কাজ হওয়া উচিত ভেবে অনেকে টাকা দিতে উৎসাহী হন না। ৬. জেলা পরিষদের হাতে পুকুর, খেয়াঘাট বা অন্য আয়বর্ধক সম্পদ বেশি নেই বলে সেখান থেকে রাজস্ব বেশি আদায় হয় না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন ১৬. (চ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন ১৭. (ক) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

১৭. নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহ (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(খ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরের বার্ষিক ডিমান্ডের কত শতাংশ আদায় হয়েছে? [এখানে বার্ষিক ডিমান্ড বলতে পূর্ব বছরগুলির বকেয়া (আদায়যোগ্য) এবং ২০১০-১১ আর্থিক বছরের ডিমান্ড একসাথে ধরে তার কত শতাংশ আদায় হয়েছে তার ভিত্তিতে নম্বর দিতে হবে। প্রশ্নে ঋণাত্মক নম্বর লক্ষ্যণীয়।]		৯০% বা তার বেশি হলে **৫**, ৮৫-৮৯% হলে **৪**, ৮০-৮৪% হলে **৩**, ৭৫-৭৯% হলে **২**, ৭০-৭৪% হলে **১**, ৭০%-এর কম হলে **০** এবং বার্ষিক ডিম্যান্ডের কোনো তালিকা না থাকলে **-২**	৫		১. রাজনৈতিক কারণে সম্পদ সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয় না। ২. ডিম্যান্ড-এর তালিকায় পরিমাণ বেশি দেখানো আছে, তাই শতাংশের হিসাবে সংগ্রহ কম হয়। ৩. যাঁরা জেলা পরিষদ থেকে সুযোগ-সুবিধা নিয়ে থাকেন তাঁরাই অ-কর দিতে বাধ্য হন, অন্যরা ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যান। ৪. অ-কর না দেওয়ার জন্য কখনো কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অ-কর দিতে মানুষ খুব একটা উৎসাহী থাকেন না। ৫. নিজস্ব তহবিলের টাকায় কী করা হয় সে সম্বন্ধে মানুষের সন্দেহ আছে বলে মানুষ অ-কর দিতে উৎসাহী হন না। ৬. জেলা পরিষদ মানুষকে যে পরিষেবা দেয় তার মান সম্পর্কে মানুষের ক্ষোভ আছে বলে মানুষ অ-কর দিতে উৎসাহী হন না। ৭. সরকারের দেওয়া টাকা থেকেই উন্নয়নের সব কাজ হওয়া উচিত ভেবে অনেকে অ-কর দিতে উৎসাহী হন না। ৮. নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহের জন্য কাউকে সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব দেওয়া নেই। ৯. বার্ষিক ডিম্যান্ডের তালিকা তৈরি করতে হবে জানা ছিল না। ১০. বার্ষিক ডিম্যান্ডের তালিকা তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) জেলা পরিষদের গত ২০১০-১১ আর্থিক বছরে উপার্জনের সুযোগ তৈরি করে এমন কোনো সম্পদ তৈরি হয়েছে কি?		হ্যাঁ হলে **১**, না হলে **০**	১		১. জেলা পরিষদ এই ধরণের কোনো আয়ের উৎস তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেনি। ২. অত্যন্ত কম পরিমাণ নিজস্ব আয় দিয়ে এই ধরণের উৎস তৈরি করা যায় না ৩. এই ধরণের সম্পদ তৈরি হলেও তা রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হয় না বলে জেলা পরিষদ এই ধরণের সম্পদ তৈরি করতে আগ্রহী হয়না ৪. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
(ঘ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরের নিজস্ব সংগৃহীত রাজস্ব ২০০৯-১০ আর্থিক বছরের তুলনায় কত শতাংশ বেশি? [= {(২০১০-১১ আর্থিক বছরের নিজস্ব তহবিল – ২০০৯-১০ আর্থিক বছরের নিজস্ব তহবিল) × ১০০} ÷ ২০০৯-১০ আর্থিক বছরের নিজস্ব তহবিল।]		বৃদ্ধি ৩০% বা তার বেশি হলে **৪**, ১৫-২৯% হলে **৩**, ৬-১৪% হলে **২**, ৩-৫% হলে **১**, ৩%-এর কম হলে **০** এবং আগের বছরের তুলনায় তুলনায় কমে গেলে **-২**	৪		১. উপবিধি তৈরি হয়নি। ২. বার্ষিক ডিম্যান্ডের তালিকা তৈরি হয়নি। ৩. বার্ষিক ডিম্যান্ডের তালিকা তৈরি হলেও সেই অনুযায়ী সংগ্রহের জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. রাজনৈতিক কারণে অভিকর/ফি/টোল আদায় সম্ভব নয়। ৫. এলাকায় অভিকর/ফি/টোল আদায়ের সুযোগ বেশি না থাকার কারণে নিজস্ব তহবিল বাড়ানো সম্ভব নয়। ৬. গত বছর আদায় ভালোই ছিল তাই এ বছর বৃদ্ধির পরিমাণ কম। ৭. নিজস্ব তহবিলের টাকায় কী করা হয় সে সম্বন্ধে মানুষের সন্দেহ আছে বলে সংগ্রহ বাড়ে না। ৮. নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহের জন্য কাউকে সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব দেওয়া নেই। ৯. ক্যাশিয়ার ব্যস্ত থাকেন বলে জেলা পরিষদ অফিসে আদায় হয় না। ১০. সরকারের দেওয়া টাকা পুরো খরচ হয় না বলে এই রাজস্ব সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয় না। ১১. আয়বর্ধক সম্পদ কাজে লাগিয়ে (পুকুর / খেয়াঘাট / খাস বা পতিত জমি / গাছ) আয় বাড়ানোর উদ্যোগ কম। ১২. জেলা পরিষদের হাতে যে সমস্ত পুকুর, খেয়াঘাট ইত্যাদি আছে সেখান থেকে আয় বাড়ানোর সুযোগ নেই। ১৩. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			২০		

প্রশ্ন (খ) - (ঘ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

১৮. আর্থিক ব্যবস্থাপনা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) ক্যাশবই কতদিন আগে পর্যন্ত কম্পিউটারে সম্পূর্ণ হালনাগাদ করা (Update) আছে? (যে তারিখে প্রতিবেদনটি লেখা হচ্ছে তার কত দিন আগে পর্যন্ত)		গত কাল পর্যন্ত হলে ৫, ৩ দিন আগে পর্যন্ত হলে ৪, ৪-৭ দিন আগে পর্যন্ত হলে ৩, ৮-১৫ দিন আগে পর্যন্ত হলে ২, ১৬-৩০ দিন আগে পর্যন্ত হলে ০ এবং ৩০ দিনেরও আগে পর্যন্ত হলে -২	৫		১. নিয়মিত ক্যাশবই কম্পিউটারে হালনাগাদ করার রেওয়াজ নেই। ২. নিয়মিত ক্যাশবই কম্পিউটারে হালনাগাদ করার উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৩. বিভিন্ন ব্যক্তি খরচ করেন তাই ভাউচারগুলি সময়মতো পাওয়া যায় না বলে ক্যাশবই নিয়মিত কম্পিউটারে হালনাগাদ করা হয় না। ৪. দৈনিক ক্যাশবই কম্পিউটারে হালনাগাদ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি, তাই করা হয় না। ৫. দৈনিক ক্যাশবই কম্পিউটারে হালনাগাদ করার সময় হয় না, তাই করা হয় না। ৬. সাবসিডিয়ারি ক্যাশবইগুলি সব হালনাগাদ করা হয় না বলে মূল ক্যাশবই সময়মতো হালনাগাদ করা হয় না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) সাবসিডিয়ারি ক্যাশবইগুলি কতদিন আগে পর্যন্ত কম্পিউটারে সম্পূর্ণ হালনাগাদ করা (Update) আছে? (যে তারিখে প্রতিবেদনটি লেখা হচ্ছে তার কত দিন আগে) [সাবসিডিয়ারি ক্যাশবই একাধিক হবে এবং সামগ্রিক অবস্থানের ভিত্তিতেই নম্বর দিতে হবে। যদি একটি সাবসিডিয়ারি ক্যাশবই ৩ দিনের মধ্যে লেখা হয় এবং আর একটি ১০ দিনের মধ্যে, তাহলে ১০ দিন ধরে ১ নম্বর পাওয়া যাবে।]		গত কাল পর্যন্ত হলে ৫, ৩ দিন আগে পর্যন্ত হলে ৪, ৪-৭ দিন আগে পর্যন্ত হলে ৩, ৮-১৫ দিন আগে পর্যন্ত হলে ২, ১৬-৩০ দিন আগে পর্যন্ত হলে ০ এবং ৩০ দিনেরও আগে পর্যন্ত হলে -২	৫		১. নিয়মিত সাবসিডিয়ারি ক্যাশবইগুলি কম্পিউটারে হালনাগাদ করার রেওয়াজ নেই। ২. নিয়মিত সাবসিডিয়ারি ক্যাশবইগুলি কম্পিউটারে হালনাগাদ করার উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৩. বিভিন্ন ব্যক্তি খরচ করেন তাই ভাউচারগুলি সময়মতো পাওয়া যায় না বলে সাবসিডিয়ারি ক্যাশবই নিয়মিত কম্পিউটারে হালনাগাদ করা হয় না। ৪. দৈনিক সাবসিডিয়ারি ক্যাশবইগুলি কম্পিউটারে হালনাগাদ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি, তাই করা হয় না। ৫. দৈনিক সাবসিডিয়ারি ক্যাশবইগুলি কম্পিউটারে হালনাগাদ করার সময় হয় না, তাই করা হয় না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক শেষ কবে ক্যাশবইয়ের প্রিন্টআউট-এ স্বাক্ষর করেছেন? (যে তারিখে প্রতিবেদনটি লেখা হচ্ছে তার কত দিন আগে)		গত কাল হলে ৫, বিগত ৩ দিনের মধ্যে হলে ৪, বিগত ৪-৭ দিনের মধ্যে হলে ৩, বিগত ৮-১৫ দিনের মধ্যে হলে ২, বিগত ১৬-৩০ দিনের মধ্যে হলে ০ এবং ৩০ দিনেরও আগে হলে -২	৫		১. নিয়মিত ক্যাশবই কম্পিউটারে হালনাগাদ করে প্রিন্টআউট নেওয়া হয় না বলে সই করার সুযোগ নেই। ২. নিয়মিত ক্যাশবইয়ের প্রিন্টআউট-এ সই করার রেওয়াজ নেই। ৩. দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক নিয়মিত জেলা পরিষদে আসেন না। ৪. নিয়মিত ক্যাশবইয়ের প্রিন্টআউট-এ সই করার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। ৫. অন্য কাজের চাপে নিয়মিত ক্যাশবইয়ের প্রিন্টআউট-এ সই করার সময় হয় না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১৫		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর × ২ ÷ ৩)			১০		

প্রশ্ন (ক) - (গ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

১৯. নিরীক্ষা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) শেষ বিধিবদ্ধ নিরীক্ষার (Statutory Audit by Examiner of Local Accounts) প্রতিবেদন জেলা পরিষদের সাধারণ সভায় পেশ করে আলোচনা হয়েছে কি? (হ্যাঁ/না)		হ্যাঁ হলে **২**, না হলে **০**	২		১. নিরীক্ষা প্রতিবেদন সাধারণ সভায় পেশ করতে হয় জানা ছিল না। ২. এই কাজের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। ৩. নিরীক্ষা প্রতিবেদন নিয়ে কেউ উৎসাহিত নন, তাই সাধারণ সভায় পেশ করা হয়নি। ৪. নিরীক্ষায় জেলা পরিষদের পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক গলদ বেরিয়েছে যা সাধারণ সভায় পেশ করা সমীচীন হবে না বলে ভাবা হয়েছে। ৫. নিরীক্ষা প্রতিবেদন সংক্রান্ত অনেক অসন্তোষ আছে, তাই সাধারণ সভায় প্রতিবেদন পেশ করা হচ্ছে না। ৬. নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করা নিয়ে রাজনৈতিক/দলগত নিষেধ আছে, তাই সাধারণ সভায় তা পেশ করা হচ্ছে না। ৭. নিরীক্ষা প্রতিবেদন উত্তরসহ পেশ করা উচিত যা তৈরি করা সময়সাপেক্ষ, তাই আর প্রতিবেদন পেশ করা যায় না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) ৩১শে মার্চ ২০১১ তারিখে কতগুলি অডিট প্যারার কোনোরকম উত্তর দিতে বাকি ছিল? (উত্তরের ঘরে যে ক'টি অডিট প্যারার উত্তর দিতে বাকি ছিল সেই সংখ্যাটি লিখুন)		কোনো প্যারার উত্তর দেওয়া বাকি নেই এমন হলে **৬**, অর্ধেক বা তার কম প্যারার উত্তর দেওয়া বাকি থাকলে **৩**, অর্ধেকের বেশি প্যারার উত্তর দেওয়া বাকি থাকলে **১** এবং একটিও উত্তর দেওয়া না হলে **-২**	৬		১. অডিট প্যারার উত্তর দেওয়ার কোনো গুরুত্ব আছে বলে ভাবা হয়নি। ২. অডিট প্যারার উত্তর কীভাবে দিতে হবে জানা নেই। ৩. অডিট প্যারার সংখ্যা অনেক তাই সবকটির উত্তর দেওয়া যায়নি। ৪. অনেক অডিট প্যারারই কোনো সদুত্তর জানা নেই, তাই কোনোরকম উত্তরও দেওয়া হয়নি। ৫. অনেকগুলি অডিট প্যারা ভালো করে বোঝা যায়নি তাই কোনোরকম উত্তরও দেওয়া হয়নি। ৬. অনেক অডিট প্যারা ভুল বা অর্থহীন এবং রাজ্য সরকার তা বুঝবেন ভেবে উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়নি। ৭. অনেক প্রশ্নে যেসব শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথা উঠে আসে তা রাজনৈতিক/মানবিক কারণে নেওয়া যাবে না বলে উত্তর দেওয়া হয়নি। ৮. উত্তর দিলে আগে যাঁরা পদাধিকারী বা কর্মচারী ছিলেন তাঁরা অসুবিধায় পড়তে পারেন ভেবে উত্তর দেওয়া হয়নি। ৯. আগে এইসব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেখা গেছে তাতে কোনো ফল হয় না। ১০. উদ্যোগের অভাবে উত্তর দেওয়া হয়নি। ১১. অন্যান্য কাজের চাপে উত্তর দেওয়া যায়নি। ১২. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন ১৯. (ক), (খ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

১৯. নিরীক্ষা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(গ) শেষ বিধিবদ্ধ নিরীক্ষার প্রতিবেদনে (Statutory Audit by Examiner of Local Accounts) যে সমস্ত প্রশ্ন তোলা হয়েছে তার ভিত্তিতে কীভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)	(১) সমস্ত ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নেওয়া হয়েছে (২) কিছু ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ও কিছু ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের পরে নেওয়া হয়েছে (৩) সমস্ত ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের পরে নেওয়া হয়েছে (৪) কিছু ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের পরে নেওয়া হয়েছে (৫) কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি	উত্তর (১) হলে ৫, উত্তর (২) হলে ৩, উত্তর (৩) হলে ১, উত্তর (৪) হলে ০ এবং উত্তর (৫) হলে -২	৫		১. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রশ্ন নিয়ে কী করণীয় জানা নেই। ২. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর ব্যবস্থা নেওয়ার উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ৩. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রশ্ন নিয়ে কীভাবে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে জানা নেই। ৪. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনেক প্রশ্নেরই সদুত্তর জানা নেই, তাই কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া হয় না। ৫. আগে এইসব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেখা গেছে তাতে কোনো ফল হয় না। ৬. ব্যবস্থা নেওয়া হয় কিন্তু তা নিতে অনেক কারণে দেরি হয়ে যায়। ৭. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনেক প্রশ্ন ভালো বোঝা যায় না তাই কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া যায়নি। ৮. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের তোলা অনেক প্রশ্ন নিয়ে জেলা পরিষদ সহমত পোষণ করে না, তাই সেগুলি সংক্রান্ত কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া হয়নি। ৯. অনেক প্রশ্নে যেসব শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথা উঠে আসে তা রাজনৈতিক/মানবিক কারণে নেওয়া যাবে না বলে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ১০. উদ্যোগের অভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ১১. অন্যান্য কাজের চাপে ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। ১২. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঘ) শেষ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার (Internal Audit) প্রতিবেদন জেলা পরিষদের সাধারণ সভায় পেশ করে আলোচনা হয়েছে কি? (হ্যাঁ/না)		হ্যাঁ হলে ২, না হলে ০	২		১. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন সাধারণ সভায় পেশ করতে হয় জানা ছিল না। ২. এই কাজের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। ৩. নিরীক্ষা প্রতিবেদন নিয়ে কেউ উৎসাহিত নন, তাই সাধারণ সভায় তা পেশ করা হয়নি। ৪. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষায় জেলা পরিষদের পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক গলদ বেরিয়েছে যা সাধারণ সভায় পেশ করা সমীচীন হবে না বলে ভাবা হয়েছে। ৫. নিরীক্ষা প্রতিবেদন সংক্রান্ত অনেক অসন্তোষ আছে, তাই সাধারণ সভায় প্রতিবেদন পেশ করা হচ্ছে না। ৬. নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করা নিয়ে রাজনৈতিক/দলগত নিষেধ আছে, তাই সাধারণ সভায় তা পেশ করা হচ্ছে না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (গ), (ঘ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

১৯. নিরীক্ষা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঙ) শেষ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার (Internal Audit) প্রতিবেদনে যে সমস্ত প্রশ্ন তোলা হয়েছে তার ভিত্তিতে কীভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)	(১) সমস্ত ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নেওয়া হয়েছে (২) কিছু ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ও কিছু ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের পরে নেওয়া হয়েছে (৩) সমস্ত ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের পরে নেওয়া হয়েছে (৪) কিছু ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের পরে নেওয়া হয়েছে (৫) কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি	উত্তর (১) হলে ৫, উত্তর (২) হলে ৩, উত্তর (৩) হলে ১, উত্তর (৪) হলে ০ এবং উত্তর (৫) হলে -২	৫		১. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রশ্ন নিয়ে কী করণীয় জানা নেই। ২. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রশ্ন নিয়ে কীভাবে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে জানা নেই। ৩. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনেক প্রশ্নেরই সদুত্তর জানা নেই, তাই কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া হয় না। ৪. ব্যবস্থা নেওয়া হয় কিন্তু তা নিতে অনেক কারণে দেরি হয়ে যায়। ৫. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনেক প্রশ্ন ভালো করে বোঝা যায় না তাই কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া যায়নি। ৬. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের তোলা অনেক প্রশ্ন নিয়ে জেলা পরিষদ সহমত পোষণ করে না, তাই সেগুলি সংক্রান্ত কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া হয়নি। ৭. কিছু প্রশ্ন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হলে অনেক কাজ বেড়ে যায় বলে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ৮. অনেক প্রশ্নে যেসব শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথা উঠে আসে তা রাজনৈতিক/মানবিক কারণে নেওয়া যাবে না বলে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ৯. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় ভেবে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ১০. উদ্যোগের অভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ১১. অন্যান্য কাজের চাপে ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। ১২. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			২০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ২)			১০		

প্রশ্ন (ঙ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

২০. অর্থের সদ্ব্যবহার

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে মোট প্রাপ্ত অর্থের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে? [= (মোট ব্যয় × ১০০) ÷ (মোট প্রাপ্ত অর্থ + প্রারম্ভিক স্থিতি)]	মোট প্রাপ্ত অর্থ: মোট ব্যয়: প্রাপ্ত অর্থের কত শতাংশ ব্যয়:	৯০-১০০% হলে **২০**, ৮০-৮৯% হলে **১৬**, ৭০-৭৯% হলে **১২**, ৬০-৬৯% হলে **৮**, ৫০-৫৯% হলে **৪** এবং ৫০%-এর কম হলে **০**	২০		১. আগে থেকে কাজের পরিকল্পনা করা ছিল না বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ২. আগে থেকে কাজের প্ল্যান/এস্টিমেট তৈরি করা ছিল না বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৩. টাকা আসার পর কোন কাজটি করা হবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়েছে বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৪. রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর থেকে ডিজাইন/প্ল্যান/এস্টিমেট দেরি করে ভেটিং হওয়ায় বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৫. দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদাররা দেরি করে কাজ করায় বেশি অর্থ ব্যয় হয়নি। ৬. বেশ কিছু টাকা ফেব্রুয়ারী/মার্চ মাসে পাওয়া গেছে বলে সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৭. সভাধিপতি / সহকারী সভাধিপতির উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশি অর্থ ব্যয় হয়নি। ৮. জেলা পরিষদের কর্মচারীর উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশি অর্থ ব্যয় হয়নি। ৯. কয়েকটি স্থায়ী সমিতির সঞ্চালকের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশি অর্থ ব্যয় হয়নি। ১০. কিছু জেলা পরিষদের সদস্যের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশি অর্থ ব্যয় হয়নি। ১১. বিরোধী দলের বাধায় বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশি অর্থ ব্যয় হয়নি। ১২. কাজের জন্য পাশের জমি ব্যবহার করা নিয়ে অসন্তোষে অনেক কাজ শুরু করা যায়নি, তাই বেশি অর্থ ব্যয় হয়নি। ১৩. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে গ্রামীণ জল সরবরাহ (RWS) প্রকল্পে প্রাপ্ত অর্থের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে?	মোট প্রাপ্ত অর্থ: মোট ব্যয়: প্রাপ্ত অর্থের কত শতাংশ ব্যয়:	৯০-১০০% হলে **১০**, ৮০-৮৯% হলে **৮**, ৭০-৭৯% হলে **৬**, ৬০-৬৯% হলে **৪**, ৫০-৫৯% হলে **২** এবং ৫০%-এর কম হলে **০**	১০		১. আগে থেকে কাজের পরিকল্পনা করা ছিল না বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ২. আগে থেকে কাজের প্ল্যান/এস্টিমেট তৈরি করা ছিল না বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৩. টাকা আসার পর কোন কাজটি করা হবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়েছে বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৪. রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে কারিগরি সহায়তা পেতে দেরি হওয়ায় বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৫. বেশ কিছু টাকা ফেব্রুয়ারী/মার্চ মাসে পাওয়া গেছে বলে সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৬. সভাধিপতি / সহকারী সভাধিপতির উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশি অর্থ ব্যয় হয়নি। ৭. জেলা পরিষদের কর্মচারীর উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশি অর্থ ব্যয় হয়নি। ৮. জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির সঞ্চালকের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশি অর্থ ব্যয় হয়নি। ৯. কিছু জেলা পরিষদের সদস্যের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশি অর্থ ব্যয় হয়নি। ১০. বিরোধী দলের বাধায় বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশি অর্থ ব্যয় হয়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন (ক) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (খ) : জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পরের পাতায়.........

২০. অর্থের সদ্ব্যবহার (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(গ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের প্রাপ্ত অর্থের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে? [= (মোট ব্যয় × ১০০) ÷ (মোট প্রাপ্ত অর্থ + প্রারম্ভিক স্থিতি)]	মোট প্রাপ্ত অর্থ: মোট ব্যয়: প্রাপ্ত অর্থের কত শতাংশ ব্যয়:	৯০-১০০% হলে **১০**, ৮০-৮৯% হলে **৮**, ৭০-৭৯% হলে **৬**, ৬০-৬৯% হলে **৪**, ৫০-৫৯% হলে **২** এবং ৫০%-এর কম হলে **০**	১০		১. আগে থেকে কাজের পরিকল্পনা করা ছিল না বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ২. আগে থেকে কাজের প্ল্যান/এস্টিমেট তৈরি করা ছিল না বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৩. টাকা আসার পর কোন কাজটি করা হবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়েছে বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৪. দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদাররা দেরি করে কাজ করায় বেশি অর্থ ব্যয় হয়নি। ৫. বেশ কিছু টাকা ফেব্রুয়ারী/মার্চ মাসে পাওয়া গেছে বলে সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৬. সভাধিপতি / সহকারী সভাধিপতির উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশি অর্থ ব্যয় হয়নি। ৭. জেলা পরিষদের কর্মচারীর উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশি অর্থ ব্যয় হয়নি। ৮. কয়েকটি স্থায়ী সমিতির সঞ্চালকের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশি অর্থ ব্যয় হয়নি। ৯. কিছু জেলা পরিষদের সদস্যের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশি অর্থ ব্যয় হয়নি। ১০. বিরোধী দলের বাধায় বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশি অর্থ ব্যয় হয়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঘ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে রাজ্য অর্থ কমিশনের প্রাপ্ত অর্থের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে? [= (মোট ব্যয় × ১০০) ÷ (মোট প্রাপ্ত অর্থ + প্রারম্ভিক স্থিতি)]	মোট প্রাপ্ত অর্থ: মোট ব্যয়: প্রাপ্ত অর্থের কত শতাংশ ব্যয়:	৯০-১০০% হলে **১০**, ৮০-৮৯% হলে **৮**, ৭০-৭৯% হলে **৬**, ৬০-৬৯% হলে **৪**, ৫০-৫৯% হলে **২** এবং ৫০%-এর কম হলে **০**	১০		১. আগে থেকে কাজের পরিকল্পনা করা ছিল না বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ২. আগে থেকে কাজের প্ল্যান/এস্টিমেট তৈরি করা ছিল না বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৩. টাকা আসার পর কোন কাজটি করা হবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়েছে বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৪. দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদাররা দেরি করে কাজ করায় বেশি অর্থ ব্যয় হয়নি। ৫. বেশ কিছু টাকা ফেব্রুয়ারী/মার্চ মাসে পাওয়া গেছে বলে সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৬. সভাধিপতি / সহকারী সভাধিপতির উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশি অর্থ ব্যয় হয়নি। ৭. জেলা পরিষদের কর্মচারীর উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশি অর্থ ব্যয় হয়নি। ৮. কয়েকটি স্থায়ী সমিতির সঞ্চালকের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশি অর্থ ব্যয় হয়নি। ৯. কিছু জেলা পরিষদের সদস্যের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশি অর্থ ব্যয় হয়নি। ১০. বিরোধী দলের বাধায় বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশি অর্থ ব্যয় হয়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (গ), (ঘ): অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

২০. অর্থের সদ্ব্যবহার (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঙ) বরাদ্দ পাওয়ার দিন থেকে গড়ে কত দিনের মধ্যে কাজ শুরুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়?		৭ দিনের মধ্যে হলে **১০**, ৭ দিনের পরে কিন্তু ১৪ দিনের মধ্যে হলে **৮**, ১৪ দিনের পরে কিন্তু ১ মাসের মধ্যে হলে **৫**, ১ মাসের পরে কিন্তু ২ মাসের মধ্যে হলে **২**, ২ মাসের পরে কিন্তু ৩ মাসের মধ্যে হলে **০** এবং ৩ মাসের পরে হলে **-২**	১০		১. আগে থেকে কাজের পরিকল্পনা করা ছিল না বলে কাজ শুরু করা যায়নি। ২. আগে থেকে কাজের প্ল্যান/এস্টিমেট তৈরি করা ছিল না বলে কাজ শুরু করা যায়নি। ৩. টাকা আসার পর কোন কাজ করা হবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হওয়ায় কাজ শুরু করা যায়নি। ৪. ঠিকাদার নিয়োগ করতে অনেক সময় লেগেছে বলে কাজ শুরু করতে দেরি হয়েছে। ৫. সভাধিপতি / সহকারী সভাধিপতির উদ্যোগের অভাবে কাজ শুরু করা যায়নি। ৬. জেলা পরিষদের কর্মচারীর উদ্যোগের অভাবে কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। ৭. কয়েকটি স্থায়ী সমিতির সঞ্চালকের উদ্যোগের অভাবে কাজ দ্রুত শুরু করা সম্ভব হয়নি। ৮. কিছু জেলা পরিষদের সদস্যের উদ্যোগের অভাবে কাজ দ্রুত শুরু করা সম্ভব হয়নি। ৯. বিরোধী দলের বাধায় কাজ দ্রুত শুরু করা সম্ভব হয়নি। ১০. কাজের জন্য পাশের জমি ব্যবহার করা নিয়ে অসন্তোষে অনেক কাজ দ্রুত শুরু করা যায়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(চ) কাজ শুরুর সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন থেকে গড়ে কত দিনের মধ্যে ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করা হয়?		৩০ দিনের মধ্যে হলে **১০**, ৩০ দিনের পরে কিন্তু ৬০ দিনের মধ্যে হলে **৫**, ৬০ দিনের পরে কিন্তু ৯০ দিনের মধ্যে হলে **০** এবং ৯০ দিনের পরে হলে **-২**	১০		১. প্ল্যান/এস্টিমেট করতে দেরি হয় বলে ওয়ার্ক অর্ডার দিতে দেরি হয়। ২. ভেটিং-এ দেরি হয় বলে ওয়ার্ক অর্ডার দিতে দেরি হয়। ৩. বিভিন্ন কর্মচারীর ও আধিকারিকের কাজের সমন্বয়ের অভাব আছে বলে ঠিক সময়ে ওয়ার্ক অর্ডার দিতে দেরি হয়। ৪. সভাধিপতি/কর্মাধ্যক্ষরা ফাইল সই করতে দেরি করেন বলে ওয়ার্ক অর্ডার দিতে দেরি হয়। ৫. আর্থিক নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে পরীক্ষা করতে দেরি হয় বলে ওয়ার্ক অর্ডার দিতে দেরি হয়। ৬. ঠিকাদার নিয়োগ করতে অনেক সময় লেগেছে বলে কাজ শুরু করতে দেরি হয়েছে। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ছ) কত শতাংশ স্কীমের কাজ নির্ধারিত সময় ও এস্টিমেটের মধ্যে (দুটি বিষয় একত্রে) সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়েছে?		৮০% বা তার বেশি স্কীমের কাজ নির্ধারিত সময় ও এস্টিমেটের মধ্যে সম্পূর্ণ করা সম্ভব হলে **৫**, ৬০-৭৯% স্কীমের কাজ নির্ধারিত সময় ও এস্টিমেটের মধ্যে সম্পূর্ণ করা সম্ভব হলে **৩** এবং ৬০%-এর কম স্কীমের কাজ নির্ধারিত সময় ও এস্টিমেটের মধ্যে সম্পূর্ণ করা সম্ভব হলে **০**	৫		১. জমির সমস্যার জন্য কাজ শেষ হতে দেরি হয়। ২. উপকরণ সরবরাহে দেরি হয় বলে কাজ শেষ হতে দেরি হয়। ৩. এস্টিমেট করার পর বাজারদর বেড়ে যাওয়ায় এস্টিমেট বদল করতে হয়েছে। ৪. কন্ট্রাক্টর তার কোনো সুবিধার জন্য দেরি করে বলে কাজ শেষ হতে দেরি হয়। ৫. চালু কাজে আংশিক অ্যাডভান্স দিতে দেরি হয় বলে কাজ শেষ হতে দেরি হয়। ৬. কাজ শুরু করার পর স্থানীয় মানুষের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে সময় ও এস্টিমেট বদল করতে হয়। ৭. রাজনৈতিক দল থেকে হস্তক্ষেপের কারণে কাজ শেষ হতে দেরি হয়। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (ঙ) - (ছ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

২০. অর্থের সদ্ব্যবহার (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(জ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিলের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে? [= (নিজস্ব তহবিলের মধ্যে থেকে ২০১০-১১ আর্থিক বছরে যা ব্যয় হয়েছে × ১০০) ÷ (১লা এপ্রিল ২০১০ তারিখে নিজস্ব তহবিলের প্রারম্ভিক স্থিতি + ২০১০-১১ আর্থিক বছরে সংগৃহীত নিজস্ব তহবিল)।]	মোট নিজস্ব তহবিল: নিজস্ব তহবিল থেকে মোট ব্যয়: নিজস্ব তহবিলের কত শতাংশ ব্যয়:	৯০-১০০% হলে **১০**, ৮০-৮৯% হলে **৮**, ৭০-৭৯% হলে **৬**, ৬০-৬৯% হলে **৪**, ৫০-৫৯% হলে **২** এবং ৫০%-এর কম হলে **০**	১০		১. আগে থেকে কাজের পরিকল্পনা করা ছিল না বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ২. আগে থেকে কাজের প্ল্যান/এস্টিমেট তৈরি করা ছিল না বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৩. কোন কাজটি করা হবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়েছে বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৪. নিজস্ব তহবিলের বেশির ভাগ টাকাই বছরের শেষ দিকে সংগৃহীত হয়েছে তাই বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৫. নিজস্ব তহবিল সম্ভাব্য খরচের জন্য ধরে রাখা থাকে তাই বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৬. নিজস্ব তহবিলের টাকা দীর্ঘমেয়াদি আমানত করে রাখলে লাভ হবে বলে ব্যবহার করা হয়নি। ৭. কয়েক বছরের টাকা জমিয়ে রাখলে কোনো একটা বড় কাজে হাত দেওয়া যাবে এই ভেবে টাকা ধরে রাখা হয়েছে। ৮. নিজস্ব তহবিলের টাকায় কী করা হবে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভাবনা নেই। ৯. জনপ্রতিনিধিদের উদ্যোগের অভাবে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ১০. কর্মচারীদের উদ্যোগের অভাবে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ১১. ঠিকাদার নিয়োগ করতে অনেক সময় লেগেছে বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ১২. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঝ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিলের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ অফিস পরিচালনার জন্য ব্যয় হয়েছে?	অফিস পরিচালনার জন্য ব্যয়: কত শতাংশ ব্যয়:	১০%-এর কম হলে **৫**, ১০-১৪% হলে **৪**, ১৫-১৯% হলে **৩**, ২০-২৪% হলে **২**, ২৫-২৯% হলে **১**, ৩০-৪৯% হলে **০**, ৫০-৫৯% হলে **-১**, এবং ৬০% বা তার বেশি হলে **-২**	৫		১. অফিস পরিচালনায় প্রচুর ব্যয় হয় এবং তার জন্য নিজস্ব তহবিল ছাড়া অন্য কোনো উৎস নেই। ২. জেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ কম, তাই শতাংশের হিসাবে অফিস পরিচালনায় ব্যয় বেশি। ৩. সদস্যদের দাবিতে বিভিন্ন সভায় প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। ৪. কর্মচারীদের দাবিতে যাতায়াত ভাতায় প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। ৫. সব উন্নয়ন বা পরিষেবামূলক কাজ সরকারি টাকায় করা যাবে এই ধারণা থেকে নিজস্ব তহবিলের টাকা অফিস পরিচালনায় ব্যয় করা হয়। ৬. অফিস পরিচালনা ছাড়া অন্য কী করা যেতে পারে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভাবনা নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (জ), (ঝ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

২০. অর্থের সদ্ব্যবহার (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঞ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিলের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিতে (যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং নারী ও শিশু উন্নয়ন ইত্যাদি) ব্যয় হয়েছে?	সামাজিক কর্মসূচিতে ব্যয়: কত শতাংশ ব্যয়:	৪০% বা তার বেশি হলে **৫**, ৩০-৩৯% হলে **৪**, ২০-২৯% হলে **৩**, ১০-১৯% হলে **২**, ৫-৯% হলে **১** এবং ৫%-এর কম হলে **০**	৫		১. অফিস পরিচালনায় প্রচুর ব্যয় হয়েছে, সেইজন্য সামাজিক কর্মসূচিতে বেশি ব্যয় করা যায়নি। ২. কী ধরণের সামাজিক কর্মসূচিতে ব্যয় করা যেতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা নেই। ৩. এই ধরণের কর্মসূচিতে বিভিন্ন সরকারি বিভাগের বরাদ্দ যথেষ্ট মনে করে আর কোনো ব্যয় করা হয়নি। ৪. সামাজিক কর্মসূচিতে ব্যয় করার কথা ভাবা হয়নি। ৫. মানুষের দাবিতে পরিকাঠামোর কাজ করতে হয়েছে, সামাজিক কর্মসূচিতে ব্যয় করার মত টাকা অবশিষ্ট ছিল না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ট) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল থেকে উল্লিখিত কোনো দৃষ্টান্তমূলক কাজ করা হয়েছে কি? (যেটি বা যেগুলি করা হয়েছে সেটিকে বা সেগুলির ক্রমিক সংখ্যাকে গোল করে চিহ্নিত করুন)	১. দুঃস্থ অসহায় ব্যক্তিদের ভাতা বা খাবার দেওয়া ২. অপুষ্ট শিশু / গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়া ৩. দরিদ্র ব্যক্তিদের ওষুধ/শীতবস্ত্র কিনে দেওয়া ৪. মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া ৫. গ্রামীণ শিল্পীদের সহায়তা দেওয়া ৬. বিদ্যালয় / শিশু শিক্ষা কেন্দ্র / মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র / অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র / উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র / প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র / ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের গৃহনির্মাণ বা উন্নীতকরণ	যে কোনো পাঁচ রকম বা তার বেশি কাজ করে থাকলে **৫**, যে কোনো চার রকম কাজ করে থাকলে **৪**, যে কোনো তিন রকম কাজ করে থাকলে **৩**, যে কোনো দুই রকম কাজ করে থাকলে **২**, যে কোনো এক রকম কাজ করে থাকলে **১** এবং এই ধরণের কোনো কাজ না করে থাকলে **০**	৫		১. নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ এতই কম যে সেখান থেকে উন্নয়নের কাজ করা যায়নি। ২. অফিস পরিচালনায় প্রচুর ব্যয় হয়েছে এবং সেইজন্য এই সব কাজ করা যায়নি। ৩. এই সব কাজ করার কথা ভাবা হয়নি। ৪. এই সব কাজ কীভাবে করা হবে তার পরিষ্কার ধারণা নেই। ৫. মানুষের দাবিতে পরিকাঠামোর কাজ করতে হয়েছে, এই সব কাজে ব্যয় করার মত টাকা অবশিষ্ট ছিল না। ৬. অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচিতে ব্যয় করা হয়েছে, এই সব কাজে ব্যয় করার মত টাকা অবশিষ্ট ছিল না। ৭. এই সব কাজ রাজ্য সরকারের তহবিল/উদ্যোগ দিয়েই করা যাবে বলে ভাবা হয়েছে। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১০০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ৫)			২০		

প্রশ্ন (ঞ) - (ট): অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

২১. সদ্ব্যবহার শংসাপত্র (Utilisation Certificate) ও প্রতিবেদন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা

(ক) সদ্ব্যবহার শংসাপত্র

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(১) বিভিন্ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে (TFC, SFC ও RWS – এই তিনটি খাতে ২০১০-১১ আর্থিক বছরে প্রথম যে বরাদ্দ পাওয়া গেছে ও তার সদ্ব্যবহার শংসাপত্র পাঠানোর মধ্যের সময়ের গড়)		তিনটি প্রকল্পের গড় সময়ের ব্যবধান ৩ মাস বা তার কম হলে **৭**, ৩ মাসের বেশি কিন্তু ৪ মাস বা তার কম হলে **৩**, ৪ মাসের বেশি কিন্তু ৬ মাস বা তার কম হলে **১** এবং ৬ মাসের বেশি হলে **০**	৭		১. কাজ শুরু হতে দেরি হয়েছে বলে কাজ শেষ হতেও দেরি হয়েছে, তাই শংসাপত্র পাঠাতে দেরি হয়েছে। ২. কাজ ঠিক সময়ে শুরু হলেও শেষ হতে দেরি হয়েছে, তাই শংসাপত্র পাঠাতে দেরি হয়েছে। ৩. কাজ শেষ করার পর ব্যয়ের ক্ষেত্রে নানান অসঙ্গতি ধরা পড়েছিল, তাই শংসাপত্র পাঠাতে দেরি হয়েছে। ৪. শংসাপত্র ঠিক কোন সময়ের মধ্যে পাঠাতে হয় তা জানা ছিল না তাই দেরি হয়েছে। ৫. অন্যান্য কাজের চাপে ঠিক সময়ে শংসাপত্র পাঠানো হয়ে ওঠেনি। ৬. শংসাপত্র ঠিক সময়ে পাঠানোর গুরুত্ব বোঝা যায়নি। ৭. প্রকল্পের প্রতিবেদন/রিটার্ন পাঠানোর পর সদ্ব্যবহার শংসাপত্র পাঠানোর প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়নি। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(২) প্রশাসনিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে (২০১০-১১ আর্থিক বছরে প্রথম যে কয়েক মাসের জন্য টাকা পাঠানো হয়েছিল তার কত দিন পরে)		২০১০-১১ আর্থিক বছরে প্রথম যে কয়েক মাসের জন্য টাকা পাঠানো হয়েছিল তার মধ্যেই পাঠানো হলে **৩**, তা শেষ হওয়ার পরে ১৫ দিনের মধ্যে পাঠানো হলে **২**, তা শেষ হওয়ার পরে ১ মাসের মধ্যে পাঠানো হলে **১**, তা শেষ হওয়ার পরে ১ মাসের বেশি দেরি হলে **০** এবং কখনই না পাঠানো হলে **-২**	৩		১. প্রশাসনিক ব্যয়ের শংসাপত্র পাঠাতে হয় জানা ছিল না। ২. শংসাপত্র ঠিক কোন সময়ের মধ্যে পাঠাতে হয় তা জানা ছিল না তাই দেরি হয়েছে। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে ঠিক সময়ে শংসাপত্র পাঠানো হয়ে ওঠেনি। ৪. দপ্তর সংক্রান্ত ব্যয়ের কিছু টাকা ধরে রাখা ছিল বলে শংসাপত্র পাঠাতে দেরি হয়েছে। ৫. শংসাপত্র ঠিক সময়ে পাঠানোর গুরুত্ব বোঝা যায়নি। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১০		

প্রশ্ন (১), (২) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

(খ) প্রতিবেদন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা

বিষয়	ধরণ	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরন	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
জেলা পরিষদ রাজ্য সরকারের কাছে এই তথ্য ও প্রতিবেদনগুলি কখন পাঠিয়েছেন?	(১) ২০১০-১১ আর্থিক বছরের জমা খরচের বার্ষিক বিবরণী (২৭ নং ফর্ম)		৩১শে মে ২০১০ তারিখের মধ্যে জমা দেওয়া হলে ২, না হলে ০	২		১. এই রকম প্রতিবেদন পাঠানোর কোনো রেওয়াজ এখানে নেই। ২. এই সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন তৈরি করা যায়নি। ৩. বিভিন্ন কাজের চাপে এই প্রতিবেদন ঠিক সময়ে পাঠানো হয় না। ৪. এই প্রতিবেদন পাঠানো তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। ৫. এই ধরণের প্রতিবেদন রাজ্য থেকে কখনো চাওয়া হয়নি, তাই তৈরিও করা হয়নি। ৬. শুধুমাত্র রাজ্য থেকে চাপ আসলে তবেই পাঠানো হয়, নির্দিষ্ট সময়মতো হয় না। ৭. ৩১শে মে তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে জানা ছিল না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(২) RWS, IAY, TFC, SFC ও TSC প্রকল্পের ২০১১ সালের মার্চ মাসের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন		পাঁচটি প্রকল্পের মধ্যে যে কটির মার্চ মাসের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ১৫ই এপ্রিল ২০১১ তারিখের মধ্যে রাজ্যে পাঠানো হয়েছে সেই সংখ্যা × ১	৫		১. এই রকম প্রতিবেদন পাঠানোর কোনো রেওয়াজ এখানে নেই। ২. এই সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন তৈরি করা যায়নি। ৩. বিভিন্ন কাজের চাপে এই প্রতিবেদন ঠিক সময়ে পাঠানো হয় না। ৪. এই প্রতিবেদন পাঠানো তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। ৫. এই ধরণের প্রতিবেদন রাজ্য থেকে কখনো চাওয়া হয় নি, তাই তৈরিও করা হয়নি। ৬. শুধুমাত্র রাজ্য থেকে চাপ আসলে তবেই পাঠানো হয়, নির্দিষ্ট সময়মতো হয় না। ৭. ১৫ই এপ্রিল তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে জানা ছিল না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(৩) এগুলি ছাড়া রাজ্য সরকার, জেলা পরিষদের কাছে বিভিন্ন সময়ে চেয়ে পাঠান এমন তথ্য বা প্রতিবেদন		নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হলে ৩, নির্ধারিত সময়ের পরে ৭ দিনের মধ্যে হলে ২, নির্ধারিত সময়ের পরে ১৫ দিনের মধ্যে হলে ১ এবং নির্ধারিত সময়ের ১৫ দিনেরও বেশি পরে হলে ০	৩		১. বিভিন্ন কাজের চাপে এই ধরণের প্রতিবেদনের সবগুলি ঠিক সময়ে পাঠানো হয়নি। ২. তথ্য বা প্রতিবেদন এত কম সময় দিয়ে চাওয়া হয় যে সময়মতো পাঠানো সম্ভব হয় না। ৩. এই ধরণের প্রতিবেদন এত চাওয়া হয় যে সবগুলি সময়ে পাঠানো সম্ভব হয়নি। ৪. প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি সবসময় তৈরি থাকে না, সেগুলি জোগাড় করতে সময় লাগে। ৫. এই ধরণের প্রতিবেদনের সবগুলি পাঠানো তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। ৬. যে প্রতিবেদনগুলির জন্য উপর থেকে বারবার চাপ এসেছে সেগুলিই পাঠানো হয়েছে, অন্যগুলি পাঠানো হয়নি। ৭. কর্মচারীর অভাবের জন্য এই ধরণের প্রতিবেদনগুলি ঠিক সময়ে পাঠানো যায়নি। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট				১০		

প্রশ্ন (১) - (৩) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

সামগ্রিক

বিষয়		সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
(ক) নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা			
১. জেলা পরিষদের দেয় পরিষেবা		৩০	
২. জেলা পরিষদের কাজে সদস্যদের অংশগ্রহণ		২০	
৩. জেলা পরিষদের কাজে অন্যান্তরের পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ	(ক) ২০১০-১১ আর্থিক বছরের ষান্মাসিক জেলা সংসদ সভাটিতে উপস্থিতির হার	১০	
৪. জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতিগুলির কার্যকারিতা	(ক) কোন কোন স্থায়ী সমিতি ২০১১-১২ আর্থিক বছরের বাজেট ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০১০-এর মধ্যে তৈরি করে জমা দিয়েছে?	১০	
	(খ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে স্থায়ী সমিতিগুলি বিভিন্ন সভায় নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে কোনগুলিতে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করেছে?	২০	
৫. জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধায়ক ভূমিকা		১০	
৬. জেলা পরিষদ ভবন ও কার্যালয় ব্যবস্থাপনা		৮	
৭. জেলা পরিষদ তথ্যসংরক্ষণ ও তা জানার ব্যবস্থা	(ক) রেজিস্টার সংক্রান্ত	৫	
	(খ) তথ্য পাওয়ার অধিকার সংক্রান্ত	২	
৮. জেলা পরিষদের কাজের স্বচ্ছতা		১০	
৯. শিক্ষা		১০	
১০. জনস্বাস্থ্য		১০	
১১. দরিদ্রদের স্বপক্ষে গৃহীত কার্যাবলী		২০	
১২. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়ন		১০	
১৩. বিপর্যয় মোকাবিলা		৫	
১৪. সামাজিক নিরাপত্তা		২০	
মোট (নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা)		**২০০**	

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

সামগ্রিক (চলছে)

বিষয়		সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
(খ) সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার			
১৫. জেলা পরিষদের উপবিধি		১০	
১৬. জেলা পরিষদের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাজেট		১০	
১৭. নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহ		২০	
১৮. আর্থিক ব্যবস্থাপনা		১০	
১৯. নিরীক্ষা		১০	
২০. অর্থের সদ্ব্যবহার		২০	
২১. সদ্ব্যবহার শংসাপত্র (Utilisation Certificate) ও প্রতিবেদন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা	(ক) সদ্ব্যবহার শংসাপত্র	১০	
	(খ) প্রতিবেদন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা	১০	
মোট (সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার)		**১০০**	
সর্বমোট		**৩০০**	
প্রকৃত সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর (= সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ৩)		**১০০**	

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ এবং নির্বাহী আধিকারিক ও সভাধিপতির মতামত

(যেহেতু বিভিন্ন প্রশ্নের নম্বরকে যোগ করে স্থায়ী সমিতির মোট নম্বর হিসাবে দেখানো হয়েছে [কোনো কোনো বিষয়ে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বরের যে হিসাব আছে তা এই সারণীতে বিবেচনায় আনা হয়নি] সেজন্য সবকটি স্থায়ী সমিতির নম্বরের যোগফল ৩০০ হয়নি)

স্থায়ী সমিতি	যে প্রশ্নগুলি ঐ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ার ভুক্ত	মোট নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	স্থায়ী সমিতির সভার তারিখ ও কর্মাধ্যক্ষের স্বাক্ষর
অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা	১.(ঝ), ২.(ক) - (ঝ), ৩.(ক), ৪.(ক), ৪.(খ): (অ), ৫.(ক) - (গ), ৬.(ক) - (গ), ৬.(ঙ) - (জ), ৭.(ক): (১) - (৫), ৭.(খ), ৮.(ক) - (ঘ), ১১.(ক) - (ঘ), ১৩.(ক) - (গ), ১৫.(ক) - (খ), ১৬.(ক) - (চ), ১৭.(ক) - (ঘ), ১৮.(ক) - (গ), ১৯.(ক) - (ঙ), ২০.(ক), ২০.(গ) - (ট), ২১.(ক): (১) - (২), ২১.(খ): (১) - (৩)	৩৩৫		.... তারিখে স্থায়ী সমিতির সভায় পাশের প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পূরণ করা হয়েছে। .... কর্মাধ্যক্ষের স্বাক্ষর
জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ	১.(ঙ), ১.(ছ), ৪.(খ): (আ), ৬.(ঘ), ১০.(ক) - (গ), ১২.(গ), ২০.(খ)	৪৫		.... তারিখে স্থায়ী সমিতির সভায় পাশের প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পূরণ করা হয়েছে। .... কর্মাধ্যক্ষের স্বাক্ষর
পূর্তকার্য ও পরিবহন	১.(ক) - (ঘ), ১.(চ), ১.(ঞ), ১.(ঠ), ৪.(খ): (ই)	২৭		.... তারিখে স্থায়ী সমিতির সভায় পাশের প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পূরণ করা হয়েছে। .... কর্মাধ্যক্ষের স্বাক্ষর
কৃষি, সেচ ও সমবায়	৪.(খ): (ঈ), ১২.(ক), ১৪.(ঘ)	২০		.... তারিখে স্থায়ী সমিতির সভায় পাশের প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পূরণ করা হয়েছে। .... কর্মাধ্যক্ষের স্বাক্ষর
শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া	১.(জ), ৪.(খ): (উ), ৯.(ক) - (ঙ), ১২.(খ)	৩৭		.... তারিখে স্থায়ী সমিতির সভায় পাশের প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পূরণ করা হয়েছে। .... কর্মাধ্যক্ষের স্বাক্ষর

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

স্থায়ী সমিতি	যে প্রশ্নগুলি ঐ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ার ভুক্ত	মোট নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	স্থায়ী সমিতির সভার তারিখ ও কর্মাধ্যক্ষের স্বাক্ষর
শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ	৪.(খ): (ঊ), ১১.(ঙ) - (চ), ১৩.(ঘ), ১৪.(ক), ১৪.(গ), ১৪.(ঙ), ১৪.(চ)	৪১		.... তারিখে স্থায়ী সমিতির সভায় পাশের প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পূরণ করা হয়েছে। .... কর্মাধ্যক্ষের স্বাক্ষর
বন ও ভূমি সংস্কার	১.(ট), ৪.(খ): (ঋ)	১২		.... তারিখে স্থায়ী সমিতির সভায় পাশের প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পূরণ করা হয়েছে। .... কর্মাধ্যক্ষের স্বাক্ষর
মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ	৪.(খ): এ	৮		.... তারিখে স্থায়ী সমিতির সভায় পাশের প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পূরণ করা হয়েছে। .... কর্মাধ্যক্ষের স্বাক্ষর
খাদ্য ও সরবরাহ	৪.(খ): ঐ, ১৪.(খ)	১৩		.... তারিখে স্থায়ী সমিতির সভায় পাশের প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পূরণ করা হয়েছে। .... কর্মাধ্যক্ষের স্বাক্ষর
ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি	৪.(খ): (ও)	৮		.... তারিখে স্থায়ী সমিতির সভায় পাশের প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পূরণ করা হয়েছে। .... কর্মাধ্যক্ষের স্বাক্ষর

স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনে দশটি স্থায়ী সমিতির দেওয়া উত্তর ও নম্বরগুলির উপরে .... তারিখে জেলা পরিষদের বর্ধিত সাধারণ সভায় সকলে মিলে আলোচনা করে ও প্রয়োজনীয় সংশোধন করে চূড়ান্ত স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

নির্বাহী আধিকারিকের স্বাক্ষর ও সীল

সভাধিপতির স্বাক্ষর ও সীল

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

এই স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন আপনাদের জন্য। এটিকে আপনাদের পছন্দমত করে তৈরি করতে মতামত দিন।

(১) ২০১১-১২ আর্থিক বছরের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনে নতুন যে যে প্রশ্নগুলি ঢোকানো প্রয়োজন	
(২) ২০১১-১২ আর্থিক বছরের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনে যে যে প্রশ্নগুলি বাদ দেওয়া প্রয়োজন	
(৩) ২০১১-১২ আর্থিক বছরের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনে যে যে প্রশ্নে পরিবর্তন করা প্রয়োজন (কী পরিবর্তন করা প্রয়োজন উল্লেখ করুন)	

২০১০-১১ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের প্রধান সাফল্য ও ব্যর্থতা

(১) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের প্রধান সাফল্য (এক বা একাধিক):	সাফল্যের কারণ :
(২) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের প্রধান ব্যর্থতা (এক বা একাধিক):	ব্যর্থতার কারণ :